www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

মানব জগতের প্রথম লিখিত সংবিধান

মদীনার সনদ

এর আইনী বিশ্লেষণ

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

নাম : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

জন্ম : পাকিস্তানের জংগ শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা : আল্লামা ড. ফরিদুদ্দীন কাদেরী (রহ.)।

শিক্ষা-দীক্ষা : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হতে এম. এ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার এবং নতুন রেকর্ড করে গোল্ড মেডেল অর্জন। একই ইউনিভার্সিটি হতে এল.এল.বি পাস করেন। 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হতে ১৯৮৬ সালে প্রথমেই ডিগ্রী লাভ করেন।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ : স্বয়ং পিতা ড. ফরিদুদ্দীন কাদেরী (রহ.) মাওলানা আবদুর রশীদ (রহ.), মাওলানা জিয়াউদ্দিন মাদানী (রহ.), মাওলানা আ'হমদ সাঈদ কাযেমী (রহ.), ড. গোলাম আহমদ ফারুকী (রহ.), শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলাভী আল মালেকী আল-মক্কী (রহ.) সমৃদ্ধ প্রখ্যাত আলেমগণ।

তাসাউফ শিক্ষা : মুসলিম বিশ্বের মহান ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল, অলীদলের সরদারপুরুষ, গাউসে পাক (রাদ্বি.)'র সুযোগ্য আওলাদ, কুতবুল আউলিয়া, হুযুরুল শেখ সৈয়দ তাহের আলাউদ্দিন আলকাদেরী আল-বাগদাদী (রহ.) এর দস্ত মুবারকে বায়আত গ্রহণ করতঃ তাঁর নিকট হতে খেলাফত, তাসাউফের দীক্ষা ও ফয়েজ প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবন : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির 'ল' কলেজে আইন বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান। পাশাপাশি পাকিস্তান বেতারে কুরআনের তাফসীরকারক হিসাবে যোগদান। এছাড়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। একইসঙ্গে পাকিস্তান শরীয়া আদালতের বিশেষ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামী পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির সদস্য।

সাংগঠনিক দায়িত্ব : তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআন এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন এর সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামী একতা সংঘ-এর সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য, উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে রূহানী সংগঠন 'তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআন' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল এর উদ্যোগে পাকিস্তানে অসংখ্য ইসলামী স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবী, উর্দু ও ইংরেজীতে প্রায় ১০০০ এর অধিক কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক ইতোমধ্যে প্রকাশিত এবং অবশিষ্ট গ্রন্থাদি প্রকাশের পথে। প্রকাশিত কিতাবাদির অনেকগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সারাবিশ্বে প্রদত্ত তাঁর হাজার হাজার বক্তৃতা হতে প্রায় ৬০০০ বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :

(১) গবেষণা, রচনা ও মানব কল্যাণের জন্য Outstanding man of 20th Century 'বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের শেষপ্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত মহাজ্ঞানী ও গবেষকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(২) আমেরিকার বায়োগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট (ABI) এর পক্ষ হতে 'আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' পুরস্কার এর ৫ম এডিশনে তাঁর উপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৩) ABI কর্তৃক'আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স' উপাধি প্রদান।

(৪) ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ (IBC) কর্তৃক '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান।

(৫) নজীরবিহীন গবেষণার জন্য ABI এর পক্ষ হতে Key of Success সম্মানে ভূষিত।

(৬) বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবার জন্য 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব' উপাধি প্রাপ্ত। এ ছাড়া আরও অনেক সম্মাননা ও উপাধিতে তিনি ভূষিত হন।

তাঁর সামাজিক খেদমত, গবেষণা, বক্তৃতা ও লিখনী দিয়ে সর্বস্তরের মানুষকে তিনি সত্যের পথে আহবান করছেন। দেশ, জাতি ও মাযহাব-মিল্লাতের কল্যাণ সাধন এবং গোটা মুসলিম জাহানের খেদমতে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস আজও অব্যাহত। আল্লাহ পাক এ মহান ব্যক্তিত্বের পবিত্র হায়াতে বরকত দান করুন, আমীন। বেহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রকাশনায়
মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন
৪০/১ জাকির হোসেন রোড, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৯-১৪৯৬৩৯

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ এর আইনী বিশ্লেষণ ● শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

www.AmarIslam.com

মানব জগতের প্রথম লিখিত সংবিধান

মদীনার সনদ

এর আইনী বিশ্লেষণ

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

মানব জগতের প্রথম লিখিত সংবিধান

মদীনার সনদ

এর আইনী বিশ্লেষণ

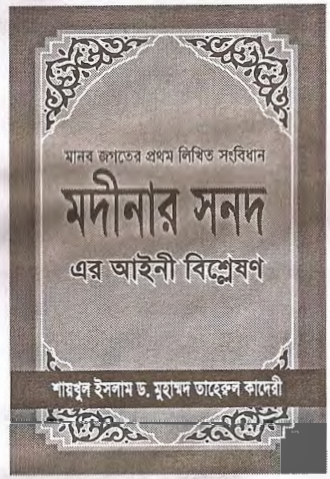

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

প্রকাশনায়
মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন
বাংলাদেশ শাখা
৪০/১, জাকির হোসেন রোড, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-১৪৯৬৩৪

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানব জগতের প্রথম লিখিত সংবিধান

মদীনার সনদ

এর আইনী বিশ্লেষণ

মূল
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ সাইফুল আজম বাবর আল-আযহারী

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী
জানুয়ারী ২০১২ ইংরেজী

কম্পোজ ও মুদ্রণ
স্পৃহা এ্যাড এন্ড কম্পিউটার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া
১২০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সর্বসত্ত্ব
মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শাখার অধীনে সংরক্ষিত।

Madinar Sanad-er Ainee Bishleshon
(Meesaq-E Madina)
By : Shekul Islam Dr. Mohammad Taherul Qaderi
Translated by : Mohammad Saiful Ajam Babor Al-Ajhari
Edited by : Mowlana Mohammad Moin Uddin
Published by : Minhaj-ul- Quran Publication, Bangladesh Br.
Price : Tk. 120/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَایَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْكَوْنَیْنِ وَالثَّقَلَیْنِ
وَالْفَرِیْقَیْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ وبارک وسلم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল করীম। আম্মাবাদ-
প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মহাপুরুষ, মুসলিম জাহানের বহুল সমাদৃত এক মহান ব্যক্তিত্ব, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ, মুফাস্‌সিরে কুরআন, রাহনুমায়ে শরীয়ত, মুবাল্লিগে দ্বীন ও মিল্লাত, যিনতে কাদেরিয়্যত, শায়খুল ইসলাম, আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী (মা.জি.আ.)। ১৯৮১ সালে তিনি রূহানী সংগঠন 'তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআন' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ৮৫টিরও বেশী দেশে তাঁর এ সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত। এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৫ মিলিয়নে পৌঁছেছে। শরীয়ত-ত্বরীকত ভিত্তিক এ সংগঠনের মাধ্যমে সারাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ পথহারা মানুষ সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে। বিশেষতঃ এর প্রতিষ্ঠাতা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ড. তাহেরুল কাদেরী তাঁর আকর্ষণীয় বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম জাহান তথা সারা বিশ্বের মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছেন এবং অনেক ইয়াহুদী, খৃষ্টান, শিখ ও কাদিয়ানী আকৃষ্ট হয়ে তাঁর হাতে ঈমান এনে ধন্য হন।

'মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল' এর শিক্ষা কার্যক্রম এর অধীনে বর্তমানে পাকিস্তানে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়, একশ'টি কলেজ, এক হাজার হাই স্কুল, দশ হাজার প্রাইমারী স্কুল ও পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর এ খেদমত ও মহতী উদ্যোগকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে তাঁর সংগঠন 'মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল' এর বাংলাদেশ শাখা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রকাশনা বিভাগ 'মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন' কর্তৃক প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী'র লিখিত এক হাজারের অধিক কিতাব হতে সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে ধারাবাহিকভাবে কিতাবসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশাকরি, এ কিতাবসমূহ বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ইহ-পরকালীন প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে।

মানবজগতের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মীছাকে মদীনা বা মদীনার সনদ এর আইনী বিশ্লেষণ' গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। সংগঠনের অন্যতম সদস্য জনাব মুহাম্মদ সাইফুল আজম বাবর আল-আযহারী এটির অনুবাদ করেছেন এবং জনাব মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন এটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। 'মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন'র পক্ষ হতে তাঁদেরকে মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন এবং এ সংগঠনের মহতি উদ্যোগকে সফল বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমীন।

পাবলিকেশনের পক্ষে-
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম
জেনারেল সেক্রেটারী
মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ শাখা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

১.	প্রাক কথন	১১
২.	ভূমিকা	১৬
৩.	মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ	৩০
৪.	আকাবার প্রথম বাইয়াত	৩১
৫.	আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত	৩৩
৬.	মদীনার হিজরত	৩৭
৭.	হিজরতের জন্য হাবশার চেয়ে মদীনাকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সমূহ	৩৭
৮.	হিজরতের সময়কার মদীনার সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ	৪০
৯.	মদীনার সনদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব	৪৪
১০.	**মদীনার সনদের বৈশিষ্ট্য**	৪৮
	(এক) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব	৪৯
	(দুই) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকৃতি প্রদান	৫৩
	(তিন) লিখিত সংবিধান	৫৬
	(চার) স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সাংবিধানিক ভিত্তি স্থাপন	৫৮
	(পাঁচ) ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন	৫৯
	(ছয়) আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান	৬১
	(সাত) রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি	৬৩
	(আট) সাংবিধানিক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ধারণা	৬৪
	(নয়) রাজনৈতিক ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার ধারণা	৬৫
	(দশ) মুসলিম ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার ধারণা	৬৬
	(এগার) আইনের শাসন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগ	৬৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(বার) স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রথাসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ৭০
(তের) অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ধারণা ৭০
(চৌদ্দ) প্রতিরক্ষা চুক্তি ৭১
(পনের) মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ৭৩
(ষোল) ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ ৭৭
(সতের) সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান ৭৮
(আঠার) নারী অধিকার সংরক্ষণ ৭৯
(উনিশ) বিরোধী ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন ৭৯
(বিশ) মদীনাকে পবিত্র ও নিরাপদ ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ৮০

১১. পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে মদীনার সনদ ৮২

টমাস আরনল্ড ৮২
আর. আই. নিকলসন ৮৪
জে. ওয়েলহাসন ৮৬
ফ্রান্টস্ বুহ্ল ৮৯
মৌরীছ গডফেরই ৯২
স্যার জন. বেগট. গ্লুব ৯৩
ডি. এস. মারগোলিয়ত ৯৪
রিওবেন লেভী ৯৫
জোসেফ হেল ৯৬
ফ্রানসেসকো গাবরিলী ৯৬
জি. এম. ড্রাইকোট ৯৭
হিড কেনেডি ৯৮
ট্রুড এহ্লার্ট ১০১
উইলিয়াম টমসন ১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এডওয়ার্ড গিবন ১০৪
উইলিয়াম মন্ট্গোমারী ওয়াট ১০৪

১২. মদীনার সনদের ধারাসমূহ ১০৬

ধারা-১ : লিখিত সংবিধান ১০৭
ধারা-২ : রাষ্ট্রের সাংবিধানিক সম্প্রদায় ১০৭
ধারা-৩ : সাংবিধানিক জাতীয়তা গঠন ১০৮
ধারা-৪ : কুরাইশ মুহাজিরদের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার বৈধতা প্রদান ও বাস্তবায়ন ১০৯
ধারা-৫ : বনু আওফের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১০
ধারা-৬ : বনু হারিছের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১১
ধারা-৭ : বনু সায়েদার জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১২
ধারা-৮ : বনু জুশমের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১৩
ধারা-৯ : বনু নাজ্জারের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১৪
ধারা-১০ : বনু আমরের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১৫
ধারা-১১ : বনু নাবীতের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১৬
ধারা-১২ : বনু আওসের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন ১১৭
ধারা-১৩ : সকল সম্প্রদায়ের জন্য সকল আইন ও বিচার ব্যবস্থা ১১৮
ধারা-১৪ : আইন প্রয়োগে শিথিলতা নিষিদ্ধকরণ ১১৮
ধারা-১৫ : অন্যায়ভাবে কারো পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ১১৯
ধারা-১৬ : জুলম, অবিচার ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ১২০
ধারা-১৭ : এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ১২১
ধারা-১৮ : সকল মুসলমানের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ১২১
ধারা-১৯ : অন্যান্য সাংবিধানিক সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয় ১২২
ধারা-২০ : সংখ্যালঘু অমুসলমান (ইহুদী)দের জন্য মুসলমানদের ন্যায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমানভাবে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ১২৩
ধারা-২১ : সকল মুসলমানের জন্য ন্যায়বিচার ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান ১২৪
ধারা-২২ : যুদ্ধে সহায়তা প্রদানকারী মিত্রবাহিনীর প্রতি সাহায্যের বিধান ১২৫
ধারা-২৩ : মুসলমান একে অপরের হয়ে যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার বিধান ১২৫
ধারা-২৪ : ইসলাম-ই সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা ১২৬
ধারা-২৫ : শত্রুদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ ১২৬
ধারা-২৬ : মুসলমান হত্যার সাজা স্বরূপ কিসাসের বিধান জারী ১২৭
ধারা-২৭ : সংবিধানের বিরুদ্ধে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের তত্ত্বাবধান বা রক্ষা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ ১২৮
ধারা-২৮ : যেকোন বিরোধ নিরসনে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালার ভার আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ন্যস্ত থাকবে ১২৯
ধারা-২৯ : অমুসলিম নাগরিকদের (ইহুদী) যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সামঞ্জস্যপূর্ণ যিম্মাধারী প্রদান ১৩০
ধারা-৩০ : মুসলমান ও সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ১৩০
ধারা-৩১ : বনু আওফের ইহুদীদের সাথে বনু নাজ্জারের ইহুদীরা সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩১
ধারা-৩২ : বনু হারেছের ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩২
ধারা-৩৩ : বনু সায়েদার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩৩
ধারা-৩৪ : বনু জুশমের ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩৩
ধারা-৩৫ : বনু আওসের ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমান অধিকার ভোগ করবে ১৩৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৩৬ : বনু ছা'লাবার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩৪
ধারা-৩৭ : বনু ছা'লাবার শাখা গোত্র জাফনার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩৫
ধারা-৩৮ : বনু শুতাইবার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩৬
ধারা-৩৯ : ছা'লাবহ্ গোত্রের মিত্ররা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু ছা'লাবার মতই সমঅধিকার ভোগ করবে ১৩৬
ধারা-৪০ : ইহুদীদের সকল শাখা গোত্রসমূহকে সামগ্রিক বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান ১৩৭
ধারা-৪১ : যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার ভার হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ন্যস্ত ১৩৮
ধারা-৪২ : কিসাস বা হত্যার বিনিময়ে হত্যার আইন কারো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে না ১৩৮
ধারা-৪৩ : অন্যায়ভাবে হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব ১৩৯
ধারা-৪৪ : মুসলমান ও ইহুদী প্রত্যেকেই যুদ্ধকালীন পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন ১৪০
ধারা-৪৫ : যুদ্ধকালীন পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গিকার ১৪০
ধারা-৪৬ : পারস্পরিক শলা-পরামর্শ ও সদাচরণ ১৪১
ধারা-৪৭ : চুক্তির শর্ত ভঙ্গের বিরোধিতা এবং মজলুমকে সাহায্যের নির্দেশ ১৪১
ধারা-৪৮ : ইহুদীরাও (সংখ্যালঘু অমুসলিম) যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে ১৪২
ধারা-৪৯ : রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্রের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং হত্যাযজ্ঞের নিষিদ্ধকরণ ১৪৩
ধারা-৫০ : সংবিধানের আশ্রিত সকলের জীবনের নিরাপত্তা সমানভাবে দেয়া হবে ১৪৩
ধারা-৫১ : নারীর নিরাপত্তা বিধান ১৪৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৫২ : যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে ধাবিত করে এমন ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রায়-ই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য ১৪৫
ধারা-৫৩ : মদীনা রাষ্ট্রের শত্রু ও তাদের সহযোগিদের ক্ষমা করা হবে না ১৪৬
ধারা-৫৪ : রাষ্ট্রকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব ১৪৬
ধারা-৫৫ : শান্তিচুক্তির শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সকলের জন্য অপরিহার্য ১৪৭
ধারা-৫৬ : কোন চুক্তিই ধর্ম রক্ষার দায়িত্বকে বাতিল করবে না ১৪৮
ধারা-৫৭ : চুক্তির সকল সম্প্রদায়ের উপর তার সম্মুখের শত্রু থেকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাখবে ১৪৮
ধারা-৫৮ : এ সংবিধানের সকল সদস্য ও তাদের সহযোগিরা সমান সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী হবে ১৪৯
ধারা-৫৯ : কোন সম্প্রদায়-ই সংবিধানের বিরোধিতা করতে পারবে না ১৫০
ধারা-৬০ : পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও সহায়তা সংবিধান মান্যকারীদের জন্য বহাল থাকবে ১৫১
ধারা-৬১ : এ সংবিধান কোন অন্যায় বা অত্যাচারীর নিরাপত্তা বিধান করবে না ১৫১
ধারা-৬২ : সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান ১৫২
ধারা-৬৩ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবিধান মান্যকারী সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের রক্ষক ১৫৩
১৩. গ্রন্থপঞ্জি ১৫৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রাককথন

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলাম অতীব মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আসীন। আদম (আ.)'র অবরতণের পর হতে মানব সমাজ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের অসংখ্য স্তর পাড়ি দিয়েছে। এ অগ্রযাত্রায় যে গতি ইসলামের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়েছে তা অন্য কোন ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মতবাদ বা সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধিত হয়নি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম, যা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'ইসলাম মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ' এর তাৎপর্য হচ্ছে- মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও সুষ্ঠু অগ্রযাত্রা ইসলামের মৌলিক নিয়মনীতির অনুসরণের মধ্যে নিহীত এবং এর মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি আত্মহত্যার শামিল। মানবতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দেশ বা জাতি প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে আইন-কানুনের প্রতি যত্নবান হয়েছে এবং উন্নতি ও সামগ্রিক বিকাশ তাদের ভাগ্যলিপিতে পরিণতি হয়েছে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর 'উসওয়ায়ে হাছানাহ্' বা 'উত্তম আদর্শ' এমন একটি মাপকাঠি, যা ইসলামের আফাকী মূলনীতির বাস্তব বিশ্লেষণ। নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবনের প্রতিটি দিক মানব সমাজকে সত্যের দিশা দেয়।

হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইসলামী আন্দোলনকে স্বার্থক করে তুলতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাতে দাওয়াতী, সমর-জিহাদ, আইনী ও সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও সন্ধিভিত্তিক প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। আর এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এর পেছনে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অক্লান্ত পরিশ্রমের মূল উদ্দেশ্যে ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, মিথ্যাকে বিলুপ্ত করা এবং 'দ্বীনে হক' তথা সত্য ধর্মকে বিজয় দান করা। 'মীছাকে মদিনা' বা 'মদিনার সনদ' তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রাজনৈতিক সন্ধি বিষয়ক এবং আইনী ও শাসনতান্ত্রিক প্রচেষ্টার এক অসাধারণ প্রতিফলন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৫২ : যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে ধাবিত করে এমন ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রায়-ই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য ১৪৫
ধারা-৫৩ : মদীনা রাষ্ট্রের শত্রু ও তাদের সহযোগিদের ক্ষমা করা হবে না ১৪৬
ধারা-৫৪ : রাষ্ট্রকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব ১৪৬
ধারা-৫৫ : শান্তিচুক্তির শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সকলের জন্য অপরিহার্য ১৪৭
ধারা-৫৬ : কোন চুক্তিই ধর্ম রক্ষার দায়িত্বকে বাতিল করবে না ১৪৮
ধারা-৫৭ : চুক্তির সকল সম্প্রদায়ের উপর তার সম্মুখের শত্রু থেকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাখবে ১৪৮
ধারা-৫৮ : এ সংবিধানের সকল সদস্য ও তাদের সহযোগিরা সমান সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী হবে ১৪৯
ধারা-৫৯ : কোন সম্প্রদায়-ই সংবিধানের বিরোধিতা করতে পারবে না ১৫০
ধারা-৬০ : পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও সহায়তা সংবিধান মান্যকারীদের জন্য বহাল থাকবে ১৫১
ধারা-৬১ : এ সংবিধান কোন অন্যায় বা অত্যাচারীর নিরাপত্তা বিধান করবে না ১৫১
ধারা-৬২ : সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান ১৫২
ধারা-৬৩ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবিধান মান্যকারী সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের রক্ষক ১৫৩
১৩. গ্রন্থপঞ্জি ১৫৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রাককথন

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলাম অতীব মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আসীন। আদম (আ.)'র অবরতণের পর হতে মানব সমাজ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের অসংখ্য স্তর পাড়ি দিয়েছে। এ অগ্রযাত্রায় যে গতি ইসলামের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়েছে তা অন্য কোন ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মতবাদ বা সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধিত হয়নি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম, যা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'ইসলাম মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ' এর তাৎপর্য হচ্ছে- মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও সুষ্ঠু অগ্রযাত্রা ইসলামের মৌলিক নিয়মনীতির অনুসরণের মধ্যে নিহীত এবং এর মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি আত্মহত্যার শামিল। মানবতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দেশ বা জাতি প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে আইন-কানুনের প্রতি যত্নবান হয়েছে এবং উন্নতি ও সামগ্রিক বিকাশ তাদের ভাগ্যলিপিতে পরিণতি হয়েছে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর 'উসওয়ায়ে হাছানাহ্' বা 'উত্তম আদর্শ' এমন একটি মাপকাঠি, যা ইসলামের আফাকী মূলনীতির বাস্তব বিশ্লেষণ। নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবনের প্রতিটি দিক মানব সমাজকে সত্যের দিশা দেয়।

হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইসলামী আন্দোলনকে স্বার্থক করে তুলতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাতে দাওয়াতী, সমর-জিহাদ, আইনী ও সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও সন্ধিভিত্তিক প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। আর এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এর পেছনে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অক্লান্ত পরিশ্রমের মূল উদ্দেশ্যে ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, মিথ্যাকে বিলুপ্ত করা এবং 'দ্বীনে হক' তথা সত্য ধর্মকে বিজয় দান করা। 'মীছাকে মদিনা' বা 'মদিনার সনদ' তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রাজনৈতিক সন্ধি বিষয়ক এবং আইনী ও শাসনতান্ত্রিক প্রচেষ্টার এক অসাধারণ প্রতিফলন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ একদিকে যেমন তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে এক নয়াদিগন্তের সূচনা করেছে, অন্যদিকে এ সনদ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ইসলামকে সর্বকালের জন্য এক অনন্য ও অতুলনীয় মর্যাদা দিয়েছে। মদীনার সনদ পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত। আরবের মরুভূমিতে এক উম্মী (নিরক্ষর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এমন সময় পৃথিবীকে একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান উপহার দেন যখন পৃথিবীতে কোন আইন বা সংবিধানের অস্তিত্ব ছিল না। আধুনিক ইউরোপের আইনী ও সাংবিধানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ১২১৫ সনে, যখন বৃটিশ রাজা জন 'মেগনা কার্টায়' স্বাক্ষর করেছিল। অথচ এর আরো ৫৯৩ বছর পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনা রাষ্ট্রে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান দেয়া হয়েছিল।

এটা শুধু হতবুদ্ধিতা নয়, বরং অতীব পরিতাপের বিষয় যে, 'মদিনার সনদ' ঐতিহাসিকভাবে এমন তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব তা স্বীকার করতে সর্বদা হীনমন্যতা, গোঁড়ামী ও কৃপণতার পরিচয় দিয়েছে। যখনই বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা উচ্চারিত হয়েছে, পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামের স্বর্ণযুগ এবং এর প্রাণ-পুরুষগণের অবদান স্মরণযোগ্য মনে করেনি। যেমন- বৃটেন থেকে প্রকাশিত 'লাইব্রেরী অফ মডার্ন নলেজ'-এ বিশ্ব রাজনীতি ও আইনী সংস্থা এবং এর অগ্রগতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখে :

"The World's first unified state of which we know was established in Egypt around 3200 B.C..... when the two kingdoms of upper and lower Egypt were united. A centralised and bureaucratic empire eventually developed. Other empires followed, notably those of Persia, China and Rome all of which covered vast areas of the world. But the state as it exists today is based on a model that evolved in Western Europe after the fall of the Roman Empire in the 5th Century A.D."

"আমাদের জানামতে বিশ্বে প্রথম সংগঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় খৃষ্টপূর্ব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

৩২০০ সনে মিশরে; যখন মিশরের উভয় রাজ্য সংযুক্ত ও একীভূত হয়। এভাবে একটি কেন্দ্রীয় এবং নিয়মতান্ত্রিক সাম্রাজ্য অস্তিত্বে আসে। পরবর্তীতে যে সকল রাজত্বের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইরান, চীন এবং রোম সাম্রাজ্য যা পৃথিবীর ব্যাপক অংশে বিস্তৃত ছিল; কিন্তু বর্তমান বিশ্বের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার ভিত্তি প্রস্তর সেই মানদন্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। এর পরবর্তীতে লেখক ইউরোপিয়ানে পুঁজিবাদতন্ত্র এবং অন্ধকার যুগের কথা বর্ণনাত্তোর শত শত বছরের ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে উল্লেখ করেন :

The next stage in the evolution of the state as we know it today was the development of the territorial states a defined area of land with a single ruler ..... By the end of the 17th century, this form of state was common all over the Europe.

(Reader's Digest Library of Modern Knowledge, Vol. 2, Ed. 1979)

রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপ ছিল অঞ্চলভিত্তিক রাজ্যের উত্থান যেটার সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত। অর্থাৎ রাজ্য একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং এর একজন শাসক থাকবে..... এই আদলের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ১৭ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অর্থাৎ বিশ্বের রাজনৈতিক ও আইনী বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের পুরো যাত্রায় ইসলামের কোন ভূমিকা পশ্চিমা দুনিয়ার লেখকদের নজরে পড়েনি। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পশ্চিমা বিশ্ব তাদের রাজনীতি ও আইনের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছাতে শত শত বছরের রাস্তা পাড়ি দিতে হয়েছে।

বৃটেনে ১২১৫ সনে ম্যাগনাকার্টা-র পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৬৮৯ সনে Bill of Rights, ১৭০০ সনে The act of settlement এবং ১৯১১ সনে The parliament Act চুড়ান্ত করা হয়। আমেরিকায় ১৭৮৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সনে Constitutional Convention অনুষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্সে ১৭৯১ সনে জাতীয় সংসদ আইন মঞ্জুর করে।

যদিও মানবাধিকার বা মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের সাংবিধানিক যাত্রা পশ্চিমা বিশ্ব ১২১৫ সনে শুরু করলেও এর ফল সাধারণ মানুষের দ্বারগোড়ায় পৌঁছাতে আরো শত শত বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এর প্রমাণ হচ্ছে- রাজ্য পরিচালনায় শাসকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের নানা অভিযোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে অভিযোগগুলোর সত্যতা ও ভিত্তি যাচাই-বাছাই করে সরকারকে এর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ১৮০৯ সনে এক ব্যক্তিকে সুইডেনে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা দীর্ঘ সময় জুড়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি-ই ছিল। অনেক বছর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো এ পদ্ধতি গ্রহণ করে। অথচ হিজরী এক সনে মদীনার সনদের মাধ্যমে যে ইসলামের যাত্রা শুরু, সেটি দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে আইন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সফলতা ও উৎকর্ষতার চরম পর্যায়ে আরোহন করে।

হিজরী দশম সনে যখন হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা সর্বকালের মানব জাতির জন্য এক অনন্য ও আধুনিক দিক-নির্দেশনাপূর্ণ ছিল। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে এর ধারাবাহিকতা এবং প্রতিক্রিয়া আরো বেগবান হয়েছিল। রাষ্ট্রের একজন সাধারণেরও এতটুকু অধিকার ছিল যে, সে কোন ব্যাপারে খলীফার কাজের মূল্যায়ন করতে পারত এবং তাঁর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারত।

আজ উন্নত বিশ্বের সংবিধান সমূহের মধ্যে সাত হাজার শব্দ ভান্ডার দ্বারা রচিত আমেরিকান সংবিধানকে একটি সংক্ষিপ্ত ও আদর্শ সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ চৌদ্দশ বছর পূর্বে হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত ৭৩০ শব্দের 'মদীনার সনদ' এর চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরিপূর্ণ সংবিধান, যাতে সকল শ্রেণীর লোকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে; সরকারের দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে। সংখ্যালঘুসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং একটি সফল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক **ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী'র** তত্ত্বাবধানে রচিত এ গ্রন্থটি **'মদীনার সনদ'র** সেই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক এবং আইনী ও সাংবিধানিক গুরুত্ব তুলে ধরে যে, মদীনার সনদ শুধু প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান নয়; বরং বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসেও একটি স্পষ্ট ও অতুলনীয় সংস্কার। এ সংবিধানের লিখিত মূলনীতির আলোকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সাথে সাথে আজও পৃথিবীকে নিরাপদ, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও কল্যাণকর স্থানে রূপান্তর করা যেতে পারে।

তাহের হামিদ তানুলী
সিনিয়র গবেষক
ডা. ফরিদুদ্দিন ইসলামিক রিচার্স ইনষ্টিটিউট
লাহোর, মার্চ ২০০০ইং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ভূমিকা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় হুযুর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র আগমন অন্যান্য নবীগণের তুলনায় স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কেননা তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেই মহান মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি এবং যে সুমহান মর্যাদা প্রাপ্তি ভবিষ্যতে অন্য কোন নবীর আগমনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেই মর্যাদার বর্ণনা কুরআনে পাকে এভাবে এসেছে -

هـو الـذى ارسـل رسـولـه بـالهـدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

অর্থ : (আল্লাহ্) সেই মহান সত্ত্বা যিনি স্বীয় রাসুলকে সৎপথ এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তাকেসমগ্র দ্বীনের উপর বিজয় দান করে।

'ইজহার আলাদ্দিনি কুল্লিহি' বা 'সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয় দান' এর এ মহান কর্মসূচী কখনো সফলতা পেত না, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কুফর ও শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত আরবের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না করতেন এবং সে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান ও ইসলামের নির্দেশনাবলীর উপর কায়েম না করতেন। এ মহান কাজ শুধুমাত্র নৈতিক আদেশ-উপদেশ এবং কিছু দ্বীনি বক্তব্য দিয়ে কখনো সম্পন্ন হত না; বরং এজন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রম করার প্রয়োজন ছিল যা ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাবলীর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনাবলীর বাস্তবায়নের এই মৌলিক লক্ষ্য হুযুর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কর্মতৎপরতার গন্ডিকে সীমাবদ্ধ হতে দেয়নি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

একেবারে শুরু থেকে যখন 'ইকরা'-র মাধ্যমে তাঁর উপর অহী অবতীর্নের সূচনা হয়েছিল, তিনি এমন সকল পদক্ষেপই গ্রহণ করেছেন, যা ইসলামের প্রচার-প্রসারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি অবর্ণনীয় দুঃখ-দূর্দশা ও সমস্যা-সংকুল পরিস্থিতির মধ্যেও এমন সব বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা ইসলামের মহানত্ব ও আন্তর্জাতিক ইমেজকে ক্ষুন্ন করতে পারে।

ইসলামকে সকল ধর্মের উপর সত্যধর্ম হিসেবে বিজয় দান করার জন্য তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে 'মদীনার সনদ' বিভিন্ন দিক বিবেচনায় অনন্য ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মদীনার সনদ রচিত হয় হিজরতের পরে, যা ইসলামের এক অনন্য ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মদীনার সনদের মাধ্যমেই একটি নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, যা ইসলামের বিজয়ের প্রথম ধাপ ছিল। যদি নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবনচরিত ও দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাঁর যাবতীয় কর্মকান্ড ও এর ধরণ গভীরভাবে অনুধাবন করা হয়। তবে এ সত্যটুকু দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত যে, 'মদীনার সনদ' হঠাৎ করে বা ঘটনাক্রমে লিখিত কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক চুক্তি ছিলনা; বরং এর একটি স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট ছিল।

হিজরতের কয়েক বছর আগে থেকে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ ধরনের একটি সাহসী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন। অধিকাংশ আরব গোত্র এবং তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা শর্তারোপ করত যে, তারা হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপর ঈমান আনবে যদি তাঁর পরে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়।

এমনি এক অবস্থায় হিজরত সংগঠিত হয়, যার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যার পরিচালনার ভার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপর ন্যস্ত থাকবে; এবং সেখানে ইসলামী আইন-কানুন স্বাধীনভাবে শুধু কার্যকর-ই হবে না, বরং সেই স্বাধীন রাষ্ট্রকে মূল ভূ-খন্ড বানিয়ে ইসলামকে বিজয়ী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা যাবে এবং এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

হিজরতের পর মদীনা শরীফে দেওয়া হুযুর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রথম ভাষণ থেকেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ মেলে যে, মদীনার সনদ কোন ঐতিহাসিক ঘটনাচক্র ছিল না। এ ভাষণে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন :

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য কামনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে সু-পথ কামনা করি। তাঁকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করি এবং তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভূ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর বিশেষ বান্দা ও রাসুল; যাকে আল্লাহ্ সত্যের দিশা দিয়ে, সত্য দ্বীন সহকারে আপাদমস্তক নূর ও নসীহত বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এমন একটি সময়ে, যখন এ পৃথিবীতে নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতায় একটি দীর্ঘ সময়ের বিরতি ছিল, জ্ঞান হ্রাস পেয়েছিল, ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছিল, দীর্ঘ একটি সময় মূর্খতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল; কিয়ামত ও পরকাল ঘনিয়ে এসেছে। অতত্রব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের

الحمد لله أحمده واستعينه وأستغفره واستهديه وأومن به ولا أكفره وأعادى من يكفره وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الاجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدًا وأوصيكم بتقوى الله فانه

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আনুগত্য করে সে সত্যের দিশা পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে সহজ-সরল ও সত্যপথ বিচ্যুত এবং স্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত।

আমি তোমাদের তাকওয়া বা খোদাভীতি জাগ্রত করার উপদেশ দিচ্ছি। আর এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে এরচেয়ে উত্তম পরামর্শ দিতে পারেনা। এর পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে এক ভাই অপর ভাইকে পরকালের প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাকওয়ার পরামর্শ দেয়া। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যা পরিত্যাগ করার হুকুম করেছেন তা থেকে নিজেদের রক্ষা করো। এরচেয়ে উত্তম কোন উপদেশ নেই, এরচেয়ে উত্তম কোন যিকিরও নেই।

তাকওয়া প্রকৃত অর্থে সে ব্যক্তি অর্জন করেছে, যে আল্লাহ্র ভয় ও পরকাল সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সত্যতার উপর বিশ্বাস ও ভালোবাসা রেখে এর উপর আমল করে। যে ব্যক্তি নিজের ও তার স্রষ্টার মধ্যকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সু-চারুরূপে সম্পন্ন করে এবং এর বিনিময়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তবে তার এ কাজ দুনিয়াতে

خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الاخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ماحذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى وانه تقوى لمن عمل على وجل ومخافة وعون صدق على ما تبتغون من أمر الاخرة ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوى بذلك ألا وجه الله يكن له ذكرا فى عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء الى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لوان بينها وبينه أمدًا بعيدًا ويحذركم الله نفسه والله روف بالعباد والذى صدق قوله وانجز وعده لا خلف لذلك فانه

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يقول تعالى (ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) واتقوا الله فى عاجل أمر كم واجله فى السر والعلانية فانه (من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) (ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما) وان تقوى الله توقى مقته وتوفى عقوبته وتوفى سخطه وان تقوى الله تبيض الوجه وترضى الرب وترفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين فاحسنوا كأحسن الله اليكم وعادوا أعداه وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتبا كم وسما كم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحى من

তাকে স্মরণীয় করবে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মূল্যবান সম্পদে রূপ নেবে; যেদিন মানুষ দুনিয়ায় কৃত ভাল কর্মের মুখাপেক্ষী হবে এবং সে কামনা করবে- যদি ভাল কর্ম ছাড়া অন্যসব আমল ও তার মধ্যকার অনেক সময়ের দূরত্ব হত!

আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে স্বীয় আযাব হতে সতর্ক করছেন এবং তিনি পরম দয়ালুও বটে। তিনি সত্য উচ্চারণ করেন এবং কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেন। তিনি এরশাদ করেন : "আমার কথার বিপরীত হয়না এবং আমি বান্দার উপর জুলুম করিনা"।

অতত্রব, তোমরা দুনিয়া-আখিরাতের সকল বিষয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তার প্রতিদান অনেকগুণ বৃদ্ধি করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সে মহান সফলতা লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ্ভীতি মানুষকে তাঁর গযব ও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আল্লাহ্ভীতি মুত্তাকিদের চেহারাকে শুভ্র ও উজ্জ্বল করে, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

حى عن بينة ولا قوة الا بالله فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من أصلح ما بينه وبين الله يكفه مابينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه الله أكبر ولا قوة الا بالله العلى العظيم-

হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ অংশ হাসিল করে নাও এবং আল্লাহ্র সাথে মুয়ামালায় সীমালঙ্ঘন করো না।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদের মুক্তির জন্য একটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে তিনি তার সত্যায়নকারী এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জানতে পারেন। অতএব, আল্লাহ্ যেভাবে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তোমরাও তাঁর সাথে উত্তম আচরণ কর। আল্লাহ্র দুশমনদের তোমরাও দুশমন জান। আল্লাহ্র রাস্তায় পরিপূর্ণরূপে জিহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে ইসলামের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন, যাতে তিনি যাকে ধ্বংস করেন সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ধ্বংস করতে পারেন, আর যাকে জীবিত রাখেন সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জীবিত রাখতে পারেন।

আল্লাহ্ ছাড়া পৃথিবীতে অন্যকোন শক্তি নেই। অতত্রব, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির কর এবং পরকালের জন্য আমল করতে থাক। কেননা, যে ব্যক্তি তার ও আল্লাহ্র মধ্যকার মুয়ামালা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি ও মানুষের মধ্যকার মুয়ামালা সংশোধন করেন। আল্লাহ্ মানুষকে পরিচালনা করেন; তিনি কারো মাধ্যমে পরিচালিত নন এবং আল্লাহই মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রকৃত মালিক এবং সবকিছুই তাঁর ইচ্ছাধীন।

যদি আমরা মদীনা শরীফে দেওয়া নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রথম ভাষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় :

১. এ বক্তব্যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল লোকের সামনে আপন মকাম ও মর্যাদা তুলে ধরে এরশাদ করেন যে, মানবজাতি দীর্ঘ সময় ধরে ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত; এবং নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতাও বন্ধ ছিল অনেক দিন। অতএব, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মাধ্যমে হেদায়তের আলো সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেইসাথে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকলকে তাঁর অনুসরণের শিক্ষা দিয়েছেন।

এখানে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সীরাতের কিতাব সমূহের বর্ণনানুযায়ী হিজরতের পরে এটি ছিল হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রথম খুতবা। কিন্তু উক্ত খুতবায় উল্লেখিত বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যে, মদীনা শরীফের লোকজন তাঁর অপরিচিত ছিলনা; বরং দীর্ঘদিন ধরে তিনি সকলকে চেনেন এবং সকল শ্রোতা তাঁর পূর্বপরিচিত। তাছাড়া এ খুতবা শুনে বুঝার উপায় ছিলনা যে, এ ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তি ও আশ্রয়ের আশায় এক নতুন দেশের সন্ধানে নিজের মাতৃভূমি ছেড়েছেন; বরং মনে হয় যেন এটি একজন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। তাঁর খুতবার ধরণ এবং উপস্থিত মদীনাবাসীর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে মনে হয় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আগমন তাদের জন্য না নতুন ছিল, না তিনি ভিন্ন এক দেশের হওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত মদীনাবাসীর সম্মুখে নিজেকে অপরিচিত অনুভব করেছেন। বরং সেই পর্যায়ে পৌঁছতে অনেক বছর কাজ করা হয়েছে (যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে দেয়া হবে) যার ফলে ইসলামী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে এক নতুন অধ্যায়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছিল।

২. তিনি তাঁর খুতবার কোথাও মক্কাবাসী কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতন, তাঁর বিরুদ্ধে নেয়া বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডের কথা এবং মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করেন নি। এমনকি যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মক্কা শরীফ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা উচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি। তিনি এও বলেন নি যে, কিভাবে মক্কার গুপ্তচরদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে মদীনা শরীফ পৌঁছেন। বরং তিনি তাঁর খুতবায় এক মহা মূল্যবান, চিরস্থায়ী জীবনাদর্শের কথা তুলে ধরেন, যার প্রচার-প্রসার ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এটা একদিকে যেমন তাঁর 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হওয়ার এবং তাঁর ক্ষমা, সহনশীলতা ও উদার মনের পরিচায়ক; অন্যদিকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে।

তিনি তাঁর প্রথম খুতবাতেই মক্কা শরীফে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে মদীনা শরীফে তাঁর আগমন এবং এখানকার ভবিষ্যত পদযাত্রাকে কোন নেতিবাচক ভিত্তির উপর কায়েম করতে চাননি। বরং একটি ইতিবাচক ও গঠণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর মাদানী জীবনের সূচনা করেন। কেননা, নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে যদি তিনি তাঁর মাদানী জীবনের সূচনা করতেন, তবে হিজরতের প্রকৃত উদ্দেশ্যে ভাটা পড়ত। বরং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়ার কারণে একটা নতুন সমাজের অভ্যুদয় হয় এবং সেই সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়; যার অনিবার্য ও যৌক্তিক পরিণতি ছিল কুফর ও তাগুতী শক্তির সমূলে বিনাশ হওয়া।

সেই খুতবায় তিনি একই সাথে ইহকালীন, পরকালীন ও আভ্যন্তরীণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আচার-আচরণের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি এরশাদ করেন যে, "আমি তোমাদেরকে খুব সাধারণ জীবন যাপনের ও অন্তরে খোদাভীরুতা ধারণের উপদেশ দিচ্ছি। এক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য এরচেয়ে উত্তম উপদেশ আর হতে পারে না। পরবর্তী পর্যায় হল- একে অপরকে পরকালের প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাকওয়ার হেদায়ত করা। অতএব, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যা পরিহার করতে বলেছেন তা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। এর চেয়ে না কোন উত্তম উপদেশ আছে, না কোন যিকির। প্রকৃত খোদাভীরুতা সেই ব্যক্তির রয়েছে, যে অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও পরকালের সকল বিষয়ের সত্যতার চেতনা নিয়ে ইসলামের নির্দেশনাবলীর প্রতিফলন ঘটায়।

নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এ খোতবা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর শ্রোতামন্ডলী তথা মদীনা শরীফের বাসিন্দাদের নিকট ইসলাম এবং এর দাওয়াতী কর্মকান্ড সম্পর্কে অজানা ছিলনা। বরং মদীনা শরীফে তাশরীফ আনার পূর্বেই এখানকার লোকজনকে ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং মদীনা শরীফের বেশকিছু লোক ইসলামী নির্দেশনাবলী পালন এবং এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। এ কারণেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন :

"যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তার ও তার স্রষ্টার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এতে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিরই নিয়ত রাখে, তবে এ আমল দুনিয়াতে তার স্মরণীয় হওয়ার এবং মৃত্যুর পর আখিরাতের ধন-ভান্ডার প্রাপ্তির কারণ হবে।"

এবং হে লোকসকল! ইহ্কালীন ও পরকালীন সামগ্রিক বিষয়ে প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহ্কে ভয় করো। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তার সওয়াব বৃদ্ধি করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সে মহান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সফলতা অর্জন করে।

অর্থাৎ, তিনি তাঁর খোতবায় ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে তাকওয়া অর্জন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করার কথা বলেছেন। যদি তাঁর শ্রোতারা আগে থেকেই ইসলাম সম্পর্কে অবহিত না হত, তবে এ কথাগুলো খোতবায় উল্লেখ করা কখনো সম্ভব হত না।

৪. তিনি খোতবায় ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক সফলতা লাভের সকল বিধি-বিধান বর্ণনা করার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপরেখাও তুলে ধরেন। ইসলামী সমাজে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হবে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে সকলের সম্পৃক্ততার ধরণ এবং কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে এর অবস্থান কী হবে তা বর্ণনা করেন :

"হে লোক সকল! নিজ নিজ অংশ হাসিল করে নাও এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে স্বীয় কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদের মুক্তির জন্য একটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন তিনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের জেনে নিতে পারেন। অতএব, যেভাবে আল্লাহ্র রাব্বুল আলামীন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অনুরূপভাবে তোমরাও আল্লাহ্র বন্দেগী কর; আল্লাহ্র শত্রুদের সাথে তোমরাও শত্রুতা পোষণ কর এবং পরিপূর্ণভাবে জিহাদের হক আদায় কর। তিনি তোমাদেরকে ইসলামের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন।"

৫. তাঁর এ খোতবা যেভাবে একটি আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য ও এর মৌলিক গঠণতান্ত্রিক উপাদান বর্ণনা করে, অনুরূপভাবে উক্ত খোতবায় এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থারও প্রতিফলন ঘটেছে। একটি নতুন ভূমিতে এসে মানুষ যে বিপদাপদ, ভয়-শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও নেই খোতবায়। বরং মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালকের সত্ত্বার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাঁর অন্তরে এমন শক্তির সঞ্চার করেছে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যার উপর ভর করে তিনি একটি নতুন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শুধু নিজেই ব্রতী হন নি; বরং অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকেও এর দাওয়াত দিয়েছেন এবং এর সাথে সংযুক্ত করেছেন।

"আল্লাহ্ তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান, যাতে তিনি যাকে ধ্বংস করেন সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ধ্বংস করতে পারেন; এবং যাকে বাঁচিয়ে রাখেন প্রমাণ সহকারে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোন শক্তি নেই। অতএব, তোমরা অতিমাত্রায় আল্লাহ্র স্মরণ করো এবং পরকালের জন্য পূণ্যময় কাজ করতে থাকো। কেননা, যে ব্যক্তি তার ও আল্লাহ্র মধ্যকার মুয়ামালা পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, তার ও অন্যান্য লোকদের মধ্যকার মুয়ামালার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা পরিশুদ্ধ করে দেন। কারণ, আল্লাহ্ মানুষকে শাসন করেন, কিন্তু তিনি কারো মাধ্যমে শাসিত নন। মানুষের সকল কর্মকান্ড তাঁর ইচ্ছাধীন এবং তিনি-ই এর প্রকৃত মালিক। তিনি মহান এবং পৃথিবীতে তিনি ছাড়া অন্য কোন শক্তি নেই।

বিভিন্ন বর্ণনায় এ খোতবা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হলেও সকল বর্ণনায় উপরোল্লিখিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী ফুটে উঠেছে।

"হে লোক সকল! তোমরা সকলে নিজেদের সত্ত্বার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। আল্লাহ্ তোমাদের জানিয়ে দেন। আবার জিজ্ঞাসাও করেন, যদি তোমাদের উপর কারো আদেশে বজ্র পতিত হয়, তবে এর পরবর্তীতে তার মেষপালের রক্ষক ও রাখাল কি কেউ থাকবে? আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের না কোন প্রবক্তা আছেন, না তোমাদের গোপনীয়তা রক্ষাকারী আছেন? তিনি তোমাদের এও জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি কি তোমাদের হেদায়তের জন্য

أما بعد أيها الناس فقدموا لانفسكم تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه - ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك

فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فان بها تجزى الحسنة أمثالها الى سبع مائة ضعف والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته -

স্বীয় রাসুল প্রেরণ করেন নি? তিনি কি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন নি? তিনি কি তোমাদের উপর স্বীয় অনুকম্পা দান করেন নি? তোমরা নিজেদের জৈবিক প্রবণতার দিকে কেন ঝুঁকে পড়? যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমরা যদি তোমাদের ডানে-বামে দৃষ্টি দাও কিছুই দেখতে পাবে না। যদি নিচের দিকে দৃষ্টি দাও, তবে কেবল জাহান্নামের আগুনই দেখতে পাবে। হায়! তোমরা যদি একবার একথা ভেবে ভালকর্মের দিকে ফিরে আসতে! তোমাদের জন্য একটিই উত্তম উপায় রয়েছে। অর্থাৎ 'কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'।

সৎকর্মের প্রতিদান দেওয়ার জন্য দশ হতে সাতশ বরং এরচেয়েও অধিক গুণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ'র উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أن الحمد لله أحمده واستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله (وحده لا شريك له) ان أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله فى قلبه وأدخله فى الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس انه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا من أحب الله أحبوا الله من كل قلوبكم (ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم) فانه من يختار الله

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি তাঁরই প্রশংসা করি আর তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের আত্মার ফিতনা ও আমাদের কর্মকান্ডের মন্দ দিকগুলো থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। যাকে স্বয়ং আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়ত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। (তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই)। সর্বোন্নত বাণী হল- আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন)। যার অন্তরে আল্লাহ্ সৌন্দর্য দান করেছেন সে-ই সফল হয়েছে। তাকে তিনি কুফুরের পর ইসলামে প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন ইসলামী হেদায়তের বিষয়াবলী ব্যতীত মানব-গড়া মতবাদগুলো খন্ডন করার।

আল্লাহ্র বাণী সবচাইতে উত্তম বাণী। এসব বাণী অপরের কাছে পৌঁছে দেবে। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাসবে। তোমাদের পরিবারের সকলের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভালবাসবে। আর আল্লাহ্র যিকিরকে উল্টাপাল্টা করবে না। আর অন্তরে তাঁর স্মরণ কমিয়ে নিও না। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার অন্তরকে পরিষ্কার করেন, তার কর্ম-আমলকেও পরিশুদ্ধতা দান করেন; এবং তাঁর বান্দাগণের মধ্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ويصطفى فقد سماه خيرته من الاعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام فاعبد وا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হতে তাকেই তিনি ভালকাজের জন্য নির্বাচন করেছেন।

উত্তম চরিত্র হল- অন্যদেরকে হারাম-হালালের পার্থক্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ্র ইবাদত করবে; কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। যতটুকু আল্লাহ্র হক্ব ততটুকু খোদাভীতি অর্জন করবে। মুখ থেকে কোন কথা বের করতেই আল্লাহ্কে হাজির-নাজির জেনে সত্যবাদিতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। তোমরা নিজেদের মাঝে যেসব চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে সেগুলো পূর্ণ করবে। কেননা, যেসব ব্যক্তি চুক্তি পূর্ণ করে না, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أن الحمد لله أحمده واستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله (وحده لا شريك له) ان أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله فى قلبه وأدخله فى الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس انه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا من أحب الله أحبوا الله من كل قلوبكم (ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم) فانه من يختار الله

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি তাঁরই প্রশংসা করি আর তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের আত্মার ফিতনা ও আমাদের কর্মকান্ডের মন্দ দিকগুলো থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। যাকে স্বয়ং আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়ত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। (তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই)। সর্বোন্নত বাণী হল- আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন)। যার অন্তরে আল্লাহ্ সৌন্দর্য দান করেছেন সে-ই সফল হয়েছে। তাকে তিনি কুফুরের পর ইসলামে প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন ইসলামী হেদায়তের বিষয়াবলী ব্যতীত মানব-গড়া মতবাদগুলো খন্ডন করার।

আল্লাহ্র বাণী সবচাইতে উত্তম বাণী। এসব বাণী অপরের কাছে পৌঁছে দেবে। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাসবে। তোমাদের পরিবারের সকলের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভালবাসবে। আর আল্লাহ্র যিকিরকে উল্টাপাল্টা করবে না। আর অন্তরে তাঁর স্মরণ কমিয়ে নিও না। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার অন্তরকে পরিষ্কার করেন, তার কর্ম-আমলকেও পরিশুদ্ধতা দান করেন; এবং তাঁর বান্দাগণের মধ্য

ويصطفى فقد سماه خيرته من الاعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام فاعبد وا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হতে তাকেই তিনি ভালকাজের জন্য নির্বাচন করেছেন।

উত্তম চরিত্র হল- অন্যদেরকে হারাম-হালালের পার্থক্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ্র ইবাদত করবে; কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। যতটুকু আল্লাহ্র হক্ব ততটুকু খোদাভীতি অর্জন করবে। মুখ থেকে কোন কথা বের করতেই আল্লাহ্কে হাজির-নাজির জেনে সত্যবাদিতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। তোমরা নিজেদের মাঝে যেসব চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে সেগুলো পূর্ণ করবে। কেননা, যেসব ব্যক্তি চুক্তি পূর্ণ করে না, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেয়া প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ

হুযুর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইসলাম প্রচারে তাঁর দাওয়াতী কর্মকে যতটুকু সম্ভব প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। মক্কায়ে মোকাররমায় বিভিন্ন মেলা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জনসাধারণের প্রতি তাঁর দাওয়াতী কর্ম অব্যাহত রাখেন। যার ফলে মক্কার কাফেররা বাইরের লোকদের কাছে তাঁর ইমেজ নষ্ট করার জন্য এবং তাঁর থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। তাদের এই নেতিবাচক কর্মকান্ড একদিক থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করে এবং হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পরিচিতিকে বিস্তৃত করে দেয়।

নবুওয়্যতের দশম সনে হজ্জের সময় একরাতে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। 'আকাবা' নামক স্থানে খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের সাথে দেখা হলে তিনি তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা নিজেদের খাযরাজ গোত্রের লোক বলে পরিচয় দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কি ইহুদীদের প্রতিবেশী ? তারা বলল: হ্যাঁ। তাদের সাথে পরিচয় ও প্রাথমিক আলাপচারিতায় হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রকৃত অর্থে মদীনা শরীফের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সেখানকার বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে পারেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেন এবং কুরআন পড়ে শুনান। পবিত্র কোরানের বাণী শুনে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দারুণভাবে মোহিত হন। আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন- হযরত ইয়াছ বিন মু'য়ায (রাদ্বি.)। তিনি তাঁর স্ব-গোত্রের লোকদের বলেন : আল্লাহর শপথ! তোমরা এখানে যে উদ্দেশ্যে এসেছ তারচেয়ে এ দাওয়াত অনেক উত্তম। কিন্তু প্রতিনিধি দলের প্রধান তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলনা, তবে হযরত ইয়াছ (রাদ্বি.) ইসলাম কবুল করেন। [আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন কোন বর্ণনানুযায়ী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আরয করেন যে, এখন আমাদের আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। যদি এ মুহূর্তে আপনি মদীনা শরীফে আগমন করেন, তবে উভয় গোত্র সংঘবদ্ধ হয়ে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণে সম্মত হবে না। যদি আপনি একটি বছর অপেক্ষা করেন এবং এর মধ্যে উভয় গোত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেড়ে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, তবে আওস ও খাযরাজ একত্রিত হয়ে একসাথে ইসলাম কবুল করবে। আগামী বছর আমরা আবার আসব এবং তখন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

[তাবাকাতে ইবনে সা'দ]

ইসলামের মর্মবাণী শোনার পর উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এ সত্যটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তিনি-ই সর্বশেষ নবী, যার ব্যাপারে ইহুদীরা প্রায় বলাবলি করত। তারা ইহুদীদের পূর্বেই ঈমান আনার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনেন এবং ইয়াসরিবকে ইসলামের কেন্দ্র বানানোর লক্ষ্যে সেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রথম প্রতিনিধি দল হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবে আনসারীদের ঘরে ঘরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আকাবার প্রথম বাইয়াত

নবুওয়্যতের এগারতম বর্ষে বার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তাদের কৃত ওয়াদা অনুযায়ী মক্কায়ে মোকররমায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে দেখা করতে আসেন। বারজনের মধ্যে সাতজন ব্যতিত বাকী পাঁচ জনের সাথে এর আগের বছরও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাক্ষাত হয়েছিল। তারা সবাই হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, যা 'আকাবার প্রথম শপথ' হিসেবে খ্যাত।

বাইয়াত গ্রহণকারী সম্মানিত সাহাবীগণ ছিলেন :

এক. হযরত আবু উমামাহ্ আছআদ বিন যুরারাহ্ (রাদ্বি.)

দুই. হযরত আওফ বিন হারেছ (রাদ্বি.)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেয়া প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ

হুযুর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইসলাম প্রচারে তাঁর দাওয়াতী কর্মকে যতটুকু সম্ভব প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। মক্কায়ে মোকাররমায় বিভিন্ন মেলা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জনসাধারণের প্রতি তাঁর দাওয়াতী কর্ম অব্যাহত রাখেন। যার ফলে মক্কার কাফেররা বাইরের লোকদের কাছে তাঁর ইমেজ নষ্ট করার জন্য এবং তাঁর থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। তাদের এই নেতিবাচক কর্মকান্ড একদিক থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করে এবং হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পরিচিতিকে বিস্তৃত করে দেয়।

নবুওয়্যতের দশম সনে হজ্জের সময় একরাতে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। 'আকাবা' নামক স্থানে খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের সাথে দেখা হলে তিনি তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা নিজেদের খাযরাজ গোত্রের লোক বলে পরিচয় দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কি ইহুদীদের প্রতিবেশী ? তারা বলল: হ্যাঁ। তাদের সাথে পরিচয় ও প্রাথমিক আলাপচারিতায় হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রকৃত অর্থে মদীনা শরীফের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সেখানকার বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে পারেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেন এবং কুরআন পড়ে শুনান। পবিত্র কোরানের বাণী শুনে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দারুণভাবে মোহিত হন। আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন- হযরত ইয়াছ বিন মু'য়ায (রাদ্বি.)। তিনি তাঁর স্ব-গোত্রের লোকদের বলেন : আল্লাহর শপথ! তোমরা এখানে যে উদ্দেশ্যে এসেছ তারচেয়ে এ দাওয়াত অনেক উত্তম। কিন্তু প্রতিনিধি দলের প্রধান তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলনা, তবে হযরত ইয়াছ (রাদ্বি.) ইসলাম কবুল করেন। [আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন কোন বর্ণনানুযায়ী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আরয করেন যে, এখন আমাদের আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। যদি এ মুহূর্তে আপনি মদীনা শরীফে আগমন করেন, তবে উভয় গোত্র সংঘবদ্ধ হয়ে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণে সম্মত হবে না। যদি আপনি একটি বছর অপেক্ষা করেন এবং এর মধ্যে উভয় গোত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেড়ে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, তবে আওস ও খাযরাজ একত্রিত হয়ে একসাথে ইসলাম কবুল করবে। আগামী বছর আমরা আবার আসব এবং তখন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

[তাবাকাতে ইবনে সা'দ]

ইসলামের মর্মবাণী শোনার পর উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এ সত্যটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তিনি-ই সর্বশেষ নবী, যার ব্যাপারে ইহুদীরা প্রায় বলাবলি করত। তারা ইহুদীদের পূর্বেই ঈমান আনার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনেন এবং ইয়াসরিবকে ইসলামের কেন্দ্র বানানোর লক্ষ্যে সেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রথম প্রতিনিধি দল হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবে আনসারীদের ঘরে ঘরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আকাবার প্রথম বাইয়াত

নবুওয়্যতের এগারতম বর্ষে বার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তাদের কৃত ওয়াদা অনুযায়ী মক্কায়ে মোকররমায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে দেখা করতে আসেন। বারজনের মধ্যে সাতজন ব্যতিত বাকী পাঁচ জনের সাথে এর আগের বছরও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাক্ষাত হয়েছিল। তারা সবাই হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, যা 'আকাবার প্রথম শপথ' হিসেবে খ্যাত।

বাইয়াত গ্রহণকারী সম্মানিত সাহাবীগণ ছিলেন :

এক. হযরত আবু উমামাহ্ আছআদ বিন যুরারাহ্ (রাদ্বি.)

দুই. হযরত আওফ বিন হারেছ (রাদ্বি.)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিন. হযরত রাফে বিন মালেক (রাদ্বি.)
চার. হযরত আবু হাইসাম মালিক বিন তাহ্ইয়ান (রাদ্বি.)
পাঁচ. হযরত উয়াইম বিন ছা'য়েদাহ্ (রাদ্বি.)
ছয়. হযরত কুতাইয়াহ্ বিন আমের বিন হাদীদাহ্ (রাদ্বি.)
সাত. হযরত মুয়াজ বিন হারাছ (রাদ্বি.)
আট. হযরত উকবাহ্ বিন আমের (রাদ্বি.)
নয়. হযরত যাকওয়ান বিন কাইছ (রাদ্বি.)
দশ. হযরত খালেদ বিন মাখলাদ (রাদ্বি.)
এগার. হযরত উবাদাহ্ বিন চামেত (রাদ্বি.)
বার. হযরত আব্বাছ বিন উবাদাহ্ (রাদ্বি.)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেন :

এক. আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করব এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না।

দুই. চুরি করা থেকে বিরত থাকব।

তিন. ব্যাভিচার করব না।

চার. সন্তান-সন্ততি (বিশেষ করে কন্যা সন্তান) কে হত্যা করব না।

পাঁচ. কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেব না।

ছয়. কুৎসা রটনা ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকব।

সাত. সকল পূণ্যময় কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আনুগত্য করব।

আকাবার প্রথম বাইয়াত অনুষ্ঠানে যেসব বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করা হয়, তা মদীনা শরীফে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে দেয়। উক্ত প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে একদিকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেমন ইয়াসরিবের সকল পাপাচার, অন্যায়-অত্যাচার সমূলে উৎখাত করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের ওয়াদাও নেয়া হয়েছিল।

ব্যক্তি জীবনের চারিত্রিক উন্নয়ন ও সংশোধন থেকে শুরু করে সমাজ জীবনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সকল বিষয় সামগ্রিকভাবে বাইয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাইয়াতের পর মদীনা শরীফে ফেরার সময় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের সাথে একজন শিক্ষক প্রেরণের আবেদন পেশ করেন। তিনি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে হযরত মাসয়াব বিন উমাইর (রাদ্বি.) কে তাদের সাথে প্রেরণ করেন।

হযরত মাসয়াব বিন উমাইর (রাদ্বি.) ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হযরত আছয়াদ বিন যুরারাহ্ (রাদ্বি.)'র ঘরে অবস্থান করেন। হযরত মাসয়াব বিন উমাইর (রাদ্বি.)'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মদীনা থেকে কুবা পর্যন্ত ইসলাম প্রসার লাভ করে। আউস গোত্র প্রধান হযরত সা'আদ বিন মুয়ায (রাদ্বি.) ইসলাম গ্রহণ করলে সেই গোত্রের সকল লোক মুসলমান হয়ে যান।

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

ইসলামের প্রচার-প্রসারে হযরত মাসয়াব ইবনে উমাইর (রাদ্বি.)'র নিরলস প্রচেষ্টার ফলে নবুওয়তের বারতম সনে তাঁর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদলটি মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন, এতে ৭৩ জন নারী ও পুরুষ ছিলেন। তাঁরা হুযুর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে নবীজির সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদেরকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শুনান এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে অতি গোপনে হুযুর (দ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একথা স্মর্তব্য যে, উক্ত প্রতিনিধি দলে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোক উপস্থিত ছিলেন। যখন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাতে বাইআত শুরু করলেন, তখন হযরত আব্বাস (রাদ্বি.) [যদিও তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি] খাযরাজ গোত্রের লোকদের সম্মুখে (যারা সংখ্যায় অধিক ছিল) এমন এক বক্তব্য তুলে ধরেন, যার মধ্যে শুধুমাত্র ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবধারাই ফুটে উঠেনি, বরং বাইয়াত পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য কঠিন পরিস্থিতির প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। যদিও বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল নীরবে, মক্কার কাফেরদের অজান্তে; এতদসত্ত্বেও হযরত আব্বাস (রাদ্বি.)কে সঙ্গে রেখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কেননা, বাইয়াত গ্রহণকারীদেরকে এ বাইয়াতের পরিণাম সম্পর্কে হযরত আব্বাস (রাদ্বি.)ই জানাতে পারতেন যে, এ পরিস্থিতিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার ফল কখনো সুখকর হবেনা। কারণ, তখনও তিনি ইসলাম কবুল করেননি।

তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মক্কার কুরাইশদের জানের শত্রু একথা তোমরা জানো। অতত্রব, তাঁর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে তোমাদের জানা উচিত যে, এটা খুব কঠিন কাজ। তাঁর সাথে চুক্তি করা মানেই মক্কার কুরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা। তিনি তোমাদের কাছে যেতে চান। আমরা সর্বদা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ঢাল হয়ে থাকি। যদি তোমরাও শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ না কর, তবে তা উত্তম। অন্যথায়, এখনি জবাব দিয়ে দাও। যা-ই করো চিন্তা-ভাবনা করে করো; নতুবা কিছুই করো না।

হযরত আব্বাস (রাদ্বি.)'র বক্তব্য শুনে হযরত আবুল হাইসাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে বললেন : "হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আমরা ইহুদীদের মিত্র এবং এ বাইয়াতের পর তাদের সাথে আমাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে এমন প্রত্যাশা করছিনা যে, আপনার শক্তি ও নেতৃত্ব অর্জিত হওয়ার পর আপনি আমাদের ছেড়ে নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।" একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশ্বস্ত করে বললেন : "তোমাদের রক্ত আমার রক্ত; তোমরা আমার আর আমি তোমাদের"।

বাইয়াত গ্রহণকালে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর অধিক জোর দেন :

১. ইসলামের প্রচার-প্রসারে তোমরা আমাকে পরিপূর্ণরূপে সহায়তা করবে।

২. তোমাদের শহরে হিজরত করার পর আমাকে এবং আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে তোমাদের পরিবারের মত সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

এটা শুনে খাযরাজ গোত্রের সরদার বারা বিন মা'রুর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হাত মোবারক ধরে আরয করেন : "সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন! আমরা সেভাবে আপনার হেফাযত করব, যেভাবে আমরা আমাদের পরিবারের হেফাযত করে থাকি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধের সামগ্রী বহনকারীও বটে।"

বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর যখন সকলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মদীনা শরীফ যাবেন এবং সেখানে অবস্থান করবেন। তখন তিনি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন : "মুসা (আ.) বনী ইসরাঈল থেকে বারো জন নকীব না নেতা নির্বাচিত করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমিও হযরত জিবরাঈল (আ.) এর ইঙ্গিতে তোমাদের মধ্য থেকে বারজন নকীব বা নেতা নির্বাচিত করছি, যাতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব গোত্রের দায়িত্ব নিতে পার। যেভাবে হাওয়ারীরা ঈসা (আ.) এর দায়িত্ব নিয়েছিল।"

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যে বারো জনকে নির্বাচিত করেছিলেন তারা হলেন -

খাযরাজ গোত্রের :

১. আসআদ বিন যুরারাহ্ (রাদ্বি.)
২. সা'য়াদ বিন রাবি (রাদ্বি.)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাদ্বি.)
৪. সা'য়াদ বিন উবাদাহ্ (রাদ্বি.)
৫. মানযের বিন আমর (রাদ্বি.)
৬. বারা বিন মারুর (রাদ্বি.)
৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাদ্বি.)
৮. উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাদ্বি.)
৯. রাফে ইবনে মালেক (রাদ্বি.)

আউস গোত্রের :

১. উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাদ্বি.)
২. আবুল হাইসাম ইবনে তাহ্ইয়ান (রাদ্বি.)
৩. সায়া'দ বিন খাইছামাহ্ (রাদ্বি.)

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু প্রথম বাইয়াতের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিল। আকাবার প্রথম বাইয়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনা রাষ্ট্রে নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব তৈরীর ভিত্তি করেছিলেন। কিন্তু আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে ইসলামের স্বার্থে শুধু জীবন উৎসর্গের ওয়াদাই নেন নি, বরং মদীনার প্রভাবশালী গোত্র থেকে নিজের মুখপাত্রও নির্বাচন করেছেন, যা প্রকৃত অর্থে মদীনায় তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনায় হিজরত

একদিক থেকে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে একথার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, অনতিবিলম্বে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র মক্কা থেকে মদীনা শরীফে স্থানান্তর করা হবে। এ কারণে বাইয়াত অনুষ্ঠান সংঘঠিত হওয়ার পরপরই তিনি মুসলমানদেরকে মদীনা শরীফে হিজরত করার অনুমতি দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অনুমতি পেয়ে মুসলমানগণ ক্রমে ইয়াসরিবে হিজরত করা শুরু করেন। মুসলমানগণ এত অধিক পরিমাণে হিজরত করেন যে, মক্কার অনেক বাড়ী-ঘর লোকশুণ্য হয়ে পড়ে। এ হিজরতের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইসলামের নতুন কেন্দ্রে সত্যের মশালধারীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ইসলামের বিজয়ও ত্বরান্বিত হয়।

হিজরতের ক্ষেত্রে হাবশার চেয়ে মদীনা শরীফকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ

হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আট বছর পূর্বেই মক্কার কুরাইশদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কারণে মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরত করতে বলেন। কিন্তু নিজে হিজরত করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ মদীনা শরীফে হিজরত করার ক্ষেত্রে তিনি রীতিমত পরিকল্পনা তৈরী করেন। আর হাবশার চেয়ে মদীনা শরীফকে প্রাধান্য দেয়ার প্রধান কারণ ছিল-

১. হাবশায় একটি সরকার কায়েম ছিল। সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীর অধীনে সেখানে পূর্ব থেকেই একটি রাজনৈতিক অবকাঠামো প্রস্তুত ছিল। যদি হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাবশায় হিজরত করতেন, তবে সেখানে তাঁকে সে দেশের বাদশাহ্র মেহ্মান হিসেবে অথবা অন্য সাধারণ লোকের মতই যেতে হত। কিন্তু মদীনায় দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। তাছাড়া এখানে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাদ্বি.)
৪. সা'য়াদ বিন উবাদাহ্ (রাদ্বি.)
৫. মানযের বিন আমর (রাদ্বি.)
৬. বারা বিন মারুর (রাদ্বি.)
৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাদ্বি.)
৮. উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাদ্বি.)
৯. রাফে ইবনে মালেক (রাদ্বি.)

আউস গোত্রের :

১. উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাদ্বি.)
২. আবুল হাইসাম ইবনে তাহ্ইয়ান (রাদ্বি.)
৩. সায়া'দ বিন খাইছামাহ্ (রাদ্বি.)

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু প্রথম বাইয়াতের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিল। আকাবার প্রথম বাইয়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনা রাষ্ট্রে নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব তৈরীর ভিত্তি করেছিলেন। কিন্তু আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে ইসলামের স্বার্থে শুধু জীবন উৎসর্গের ওয়াদাই নেন নি, বরং মদীনার প্রভাবশালী গোত্র থেকে নিজের মুখপাত্রও নির্বাচন করেছেন, যা প্রকৃত অর্থে মদীনায় তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনায় হিজরত

একদিক থেকে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে একথার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, অনতিবিলম্বে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র মক্কা থেকে মদীনা শরীফে স্থানান্তর করা হবে। এ কারণে বাইয়াত অনুষ্ঠান সংঘঠিত হওয়ার পরপরই তিনি মুসলমানদেরকে মদীনা শরীফে হিজরত করার অনুমতি দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অনুমতি পেয়ে মুসলমানগণ ক্রমে ইয়াসরিবে হিজরত করা শুরু করেন। মুসলমানগণ এত অধিক পরিমাণে হিজরত করেন যে, মক্কার অনেক বাড়ী-ঘর লোকশুণ্য হয়ে পড়ে। এ হিজরতের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইসলামের নতুন কেন্দ্রে সত্যের মশালধারীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ইসলামের বিজয়ও ত্বরান্বিত হয়।

হিজরতের ক্ষেত্রে হাবশার চেয়ে মদীনা শরীফকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ

হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আট বছর পূর্বেই মক্কার কুরাইশদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কারণে মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরত করতে বলেন। কিন্তু নিজে হিজরত করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ মদীনা শরীফে হিজরত করার ক্ষেত্রে তিনি রীতিমত পরিকল্পনা তৈরী করেন। আর হাবশার চেয়ে মদীনা শরীফকে প্রাধান্য দেয়ার প্রধান কারণ ছিল-

১. হাবশায় একটি সরকার কায়েম ছিল। সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীর অধীনে সেখানে পূর্ব থেকেই একটি রাজনৈতিক অবকাঠামো প্রস্তুত ছিল। যদি হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাবশায় হিজরত করতেন, তবে সেখানে তাঁকে সে দেশের বাদশাহ্র মেহ্মান হিসেবে অথবা অন্য সাধারণ লোকের মতই যেতে হত। কিন্তু মদীনায় দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। তাছাড়া এখানে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছিলনা। এভাবে মদীনা শরীফের সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে সেখানে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

২. হাবশাতে বেশকিছু মুসলমান অনেক আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় আরো মুসলমান পাঠিয়ে তাদের বোঝা ভারী করা কোনভাবেই সমীচিন ছিল না।

৩. হাবশার সফর একে তো কষ্টসাধ্য ছিল, অন্যদিকে সেখানে পৌঁছানোর জন্য সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হত। এছাড়া মক্কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সেখানকার কাফের-মুশরিকদের লাগাতার ষড়যন্ত্রের কারণে হাবশার সফর কোনভাবেই নিরাপদ ছিল না।

৪. হাবশার কোন দায়িত্ববান প্রতিনিধি বা গোত্র ইসলাম গ্রহণোত্তর আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের ন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাঁকে হাবশায় যাওয়ার এবং হাবশাকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বানানোর আহ্বান করেনি। এভাবে রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রতিশ্রুতির ধরন বিবেচনায় হিজরতের জন্য হাবশার চেয়ে মদীনা-ই উত্তম স্থান ছিল।

৫. আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতের পর বাইয়াত গ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দাওয়াতী কর্মে ইয়াসরিবে ইসলামের প্রচার ও সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণের অবস্থা দর্শনে এ সত্যটুকু স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, হাবশার তুলনায় মদীনার পরিবেশ ইসলাম প্রতিষ্ঠার অধিক অনুকূলে ছিল। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনা ও সেখানকার বাসিন্দাদের ব্যাপারে এরশাদ করেন :
"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য এমন ভাই আর ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, তোমরা সেখানে নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে থাকতে পারবে।" [আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ্]

৬. মদীনা শরীফ হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নানাবাড়ী ছিল। সেই সুবাদে আগেই তিনি কয়েকবার মদীনা শরীফ তশরীফ নেন এবং মদীনা শহরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও এর নকশা সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন।

৭. হাবশার বাজার ছিল মক্কার কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপযুক্ত স্থান। ব্যবসায়িক কারণে হাবশায় মক্কার কুরাইশদের আনাগোনা এত অধিক পরিমাণে হত যে, হাবশী ভাষার অনেক শব্দ আরবদের কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হত। এ কারণে পবিত্র কুরআনেও বেশকিছু হাবশী শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তখনকার কুরাইশদের বুঝানোর স্বার্থে সামুদ্রিক তুফান, বিরূপ আবহাওয়া ও সমুদ্রপথে নৌ চলাচলের মত দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এ সকল দৃষ্টান্তের সাথে আরবদের পূর্ব পরিচিতির অন্যতম কারণ ছিল হাবশায় নিয়মিত সফর।

সেদেশের মানুষের সাথে মক্কার কুরাইশদের পারস্পরিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। এ কারণে মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করার পর মক্কার কুরাইশরা আমর ইবনে আছ ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি রাবিয়াহ্র মত বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হাবশার সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য দূত হিসেবে হাবশায় প্রেরণ করে, যাতে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়া হয়। যদিও সেসময় মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তা এবং নাজ্জাশির দরবারে হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রাদ্বি.)'র হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য মক্কার কুরাইশদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু একটি ভয় বরাবরই বিদ্যমান ছিল যে, মক্কার কুরাইশরা না আবার পরবর্তীতে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে হাবশার বাদশাহ্কে প্রভাবিত করে মুসলমানদের বড় কোন ক্ষতি করে বসে। হাবশার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামের প্রধান কেন্দ্র বানানোর ক্ষেত্রে মদীনা শরীফ-ই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছিলনা। এভাবে মদীনা শরীফের সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে সেখানে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

২. হাবশাতে বেশকিছু মুসলমান অনেক আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় আরো মুসলমান পাঠিয়ে তাদের বোঝা ভারী করা কোনভাবেই সমীচিন ছিল না।

৩. হাবশার সফর একে তো কষ্টসাধ্য ছিল, অন্যদিকে সেখানে পৌঁছানোর জন্য সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হত। এছাড়া মক্কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সেখানকার কাফের-মুশরিকদের লাগাতার ষড়যন্ত্রের কারণে হাবশার সফর কোনভাবেই নিরাপদ ছিল না।

৪. হাবশার কোন দায়িত্ববান প্রতিনিধি বা গোত্র ইসলাম গ্রহণোত্তর আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের ন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাঁকে হাবশায় যাওয়ার এবং হাবশাকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বানানোর আহ্বান করেনি। এভাবে রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রতিশ্রুতির ধরন বিবেচনায় হিজরতের জন্য হাবশার চেয়ে মদীনা-ই উত্তম স্থান ছিল।

৫. আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতের পর বাইয়াত গ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দাওয়াতী কর্মে ইয়াসরিবে ইসলামের প্রচার ও সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণের অবস্থা দর্শনে এ সত্যটুকু স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, হাবশার তুলনায় মদীনার পরিবেশ ইসলাম প্রতিষ্ঠার অধিক অনুকূলে ছিল। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনা ও সেখানকার বাসিন্দাদের ব্যাপারে এরশাদ করেন :
"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য এমন ভাই আর ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, তোমরা সেখানে নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে থাকতে পারবে।" [আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ্]

৬. মদীনা শরীফ হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নানাবাড়ী ছিল। সেই সুবাদে আগেই তিনি কয়েকবার মদীনা শরীফ তশরীফ নেন এবং মদীনা শহরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও এর নকশা সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন।

৭. হাবশার বাজার ছিল মক্কার কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপযুক্ত স্থান। ব্যবসায়িক কারণে হাবশায় মক্কার কুরাইশদের আনাগোনা এত অধিক পরিমাণে হত যে, হাবশী ভাষার অনেক শব্দ আরবদের কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হত। এ কারণে পবিত্র কুরআনেও বেশকিছু হাবশী শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তখনকার কুরাইশদের বুঝানোর স্বার্থে সামুদ্রিক তুফান, বিরূপ আবহাওয়া ও সমুদ্রপথে নৌ চলাচলের মত দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এ সকল দৃষ্টান্তের সাথে আরবদের পূর্ব পরিচিতির অন্যতম কারণ ছিল হাবশায় নিয়মিত সফর।

সেদেশের মানুষের সাথে মক্কার কুরাইশদের পারস্পরিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। এ কারণে মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করার পর মক্কার কুরাইশরা আমর ইবনে আছ ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি রাবিয়াহ্র মত বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হাবশার সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য দূত হিসেবে হাবশায় প্রেরণ করে, যাতে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়া হয়। যদিও সেসময় মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তা এবং নাজ্জাশির দরবারে হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রাদ্বি.)'র হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য মক্কার কুরাইশদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু একটি ভয় বরাবরই বিদ্যমান ছিল যে, মক্কার কুরাইশরা না আবার পরবর্তীতে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে হাবশার বাদশাহ্কে প্রভাবিত করে মুসলমানদের বড় কোন ক্ষতি করে বসে। হাবশার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামের প্রধান কেন্দ্র বানানোর ক্ষেত্রে মদীনা শরীফ-ই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিজরতের সময়কার মদীনার সার্বিক পরিস্থিতির উপর একটি সূক্ষ বিশ্লেষণ

হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হিজরতের সময়কার মদীনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মদীনার সামগ্রিক অবস্থা সেখানে ইসলামের কেন্দ্র স্থাপনের এবং সেখান থেকে এর প্রচার-প্রসারে কাজ করার অনুকূলে ছিল। তখনকার ইয়াসরিবে দুটি জাতি আবাদ ছিল। (এক) ইহুদী, (দুই) মূর্তি পূজারী।

ইহুদীরা আগে থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন জাতি। ইয়াসরিবের ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাদের প্রতিপক্ষীয় গোষ্ঠি আউস ও খাযরাজ দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। উভয় গোত্রই যুদ্ধ প্রিয় ছিল। যার ফলে তাদের মধ্যকার ঐক্য কোনভাবেই ইহুদীদের জন্য সুখকর ছিল না।

ইহুদীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার অনৈক্য টিকিয়ে রাখা এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মতবিরোধ আরো চাঙ্গা করে তোলা। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দের কারণেই সমাজের সর্বক্ষেত্রে ইহুদীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মজবুত। ইহুদীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে উভয় গোত্রের মধ্যে সমঝোতা বা ঐক্য কোনভাবেই সম্ভব হয়নি। যার ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মদীনার সমাজে অনেক পিছিয়ে ছিল।

ইহুদীদের চক্রান্তের কারণে হিজরতপূর্ব সময়ে উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। আউসরা খাযরাজদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দূর্বল ছিল। তাই তারা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার জন্য মক্কার কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা শুরু করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াতের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে।

হিজরতের দুই বছর পূর্বে উভয় গোত্রের মধ্যে বা'ছের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে তাদের মিত্র ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্র অংশ নিলেও সামগ্রিকভাবে উভয় গোত্রই অপূরণীয় ক্ষতির স্বীকার হয়। ফলে সামরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান একেবারে দূর্বল হয়ে পড়ে। উভয় গোত্রই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিল। কিন্তু তাদের পারস্পরিক বিরোধের কারণে তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে কোন গঠনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তাছাড়া ইহুদীরা নিজেদের কাছে আসমানী কিতাব থাকার কারণে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সম্মুখে অহংকার করত। তাদের এ অহংকারের কারণে আউস ও খাযরাজের লোকেরা হীনমন্যতায় ভুগত।

ইহুদীরা সবসময় তাদের আসমানী কিতাবের একটি ভবিষ্যতবাণীর কথা বলাবলী করত যে, "অনতিবিলম্বে শেষ নবীর আগমন ঘটবে। আমরা তাঁর অনুসরণ করব এবং তাঁকে সাথে নিয়ে তোমাদের ধ্বংস করব, যেভাবে আদ ও ইরম জাতি ধ্বংস হয়েছিল।

এ ভবিষ্যত বাণীর প্রভাবেই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করেন, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর মুখে ইসলামের বাণী শুনে শেষনবীর উপর সর্বাগ্রে ঈমান আনার অদম্য ইচ্ছায় মুসলমানদের কাতারে শামিল হন। তাদের প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে ইসলামের নব জাগরণ শেষ পর্যন্ত আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের দিকে মোড় নেয়।

আউস ও খাযরাজের মধ্যকার সংঘটিত 'বিয়াছ'র যুদ্ধের পরিণতি এত ভয়াবহ ছিল যে, এর প্রভাবে যুদ্ধ পরবর্তীতে তারা মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞের স্বীকার হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ আগুনের প্রলেপে মোড়া ছিল। অতঃপর উভয় গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাদের মধ্যকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিবাদ শেষ করে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয়ের ঐকমত্যে এক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিজরতের সময়কার মদীনার সার্বিক পরিস্থিতির উপর একটি সূক্ষ বিশ্লেষণ

হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হিজরতের সময়কার মদীনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মদীনার সামগ্রিক অবস্থা সেখানে ইসলামের কেন্দ্র স্থাপনের এবং সেখান থেকে এর প্রচার-প্রসারে কাজ করার অনুকূলে ছিল। তখনকার ইয়াসরিবে দুটি জাতি আবাদ ছিল। (এক) ইহুদী, (দুই) মূর্তি পূজারী।

ইহুদীরা আগে থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন জাতি। ইয়াসরিবের ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাদের প্রতিপক্ষীয় গোষ্ঠি আউস ও খাযরাজ দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। উভয় গোত্রই যুদ্ধ প্রিয় ছিল। যার ফলে তাদের মধ্যকার ঐক্য কোনভাবেই ইহুদীদের জন্য সুখকর ছিল না।

ইহুদীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার অনৈক্য টিকিয়ে রাখা এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মতবিরোধ আরো চাঙ্গা করে তোলা। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দের কারণেই সমাজের সর্বক্ষেত্রে ইহুদীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মজবুত। ইহুদীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে উভয় গোত্রের মধ্যে সমঝোতা বা ঐক্য কোনভাবেই সম্ভব হয়নি। যার ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মদীনার সমাজে অনেক পিছিয়ে ছিল।

ইহুদীদের চক্রান্তের কারণে হিজরতপূর্ব সময়ে উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। আউসরা খাযরাজদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দূর্বল ছিল। তাই তারা শক্ত প্রতিদ্বন্দিতা গড়ে তোলার জন্য মক্কার কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা শুরু করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াতের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে।

হিজরতের দুই বছর পূর্বে উভয় গোত্রের মধ্যে বা'ছের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে তাদের মিত্র ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্র অংশ নিলেও সামগ্রিকভাবে উভয় গোত্রই অপূরণীয় ক্ষতির স্বীকার হয়। ফলে সামরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান একেবারে দূর্বল হয়ে পড়ে। উভয় গোত্রই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিল। কিন্তু তাদের পারস্পরিক বিরোধের কারণে তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে কোন গঠনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তাছাড়া ইহুদীরা নিজেদের কাছে আসমানী কিতাব থাকার কারণে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সম্মুখে অহংকার করত। তাদের এ অহংকারের কারণে আউস ও খাযরাজের লোকেরা হীনমন্যতায় ভুগত।

ইহুদীরা সবসময় তাদের আসমানী কিতাবের একটি ভবিষ্যতবাণীর কথা বলাবলী করত যে, "অনতিবিলম্বে শেষ নবীর আগমন ঘটবে। আমরা তাঁর অনুসরণ করব এবং তাঁকে সাথে নিয়ে তোমাদের ধ্বংস করব, যেভাবে আদ ও ইরম জাতি ধ্বংস হয়েছিল।

এ ভবিষ্যত বাণীর প্রভাবেই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করেন, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর মুখে ইসলামের বাণী শুনে শেষনবীর উপর সর্বাগ্রে ঈমান আনার অদম্য ইচ্ছায় মুসলমানদের কাতারে শামিল হন। তাদের প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে ইসলামের নব জাগরণ শেষ পর্যন্ত আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের দিকে মোড় নেয়।

আউস ও খাযরাজের মধ্যকার সংঘটিত 'বিয়াছ'র যুদ্ধের পরিণতি এত ভয়াবহ ছিল যে, এর প্রভাবে যুদ্ধ পরবর্তীতে তারা মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞের স্বীকার হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ আগুনের প্রলেপে মোড়া ছিল। অতঃপর উভয় গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাদের মধ্যকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিবাদ শেষ করে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয়ের ঐকমত্যে এক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তিকে নেতা নিয়োগ করা হবে।

মূলতঃ মদীনার রাজনৈতিক মঞ্চে একটা শুণ্যতা বিরাজ করছিল, যার পূর্ণতার জন্য মদীনার সাধারণ জনগণ একজন সৎ, যোগ্য, বিশ্বস্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য একটি নেতৃত্বের অনুসন্ধানে ছিল। এ পরিস্থিতিতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুলকে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেতা বানানোর জন্য প্রাথমিকভাবে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী তাকে নেতা হিসেবে ঘোষণা করার আগেই মদীনায় হিজরত সংগঠিত হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বলিষ্ঠ ও সর্বজন গ্রাহ্য নেতৃত্বের সামনে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের আলো আঁধারের সাথে মিশে যায়। সেই ব্যাথায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এতটাই কাতর ছিল যে, সে সারাজীবন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যার ফলে সে মুনাফিকদের সরদারে পরিণত হয়। হিজরতের সময় নির্ধারণে নিঃসন্দেহে ঐশী ইশারা ছিল, কিন্তু এতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অপরিসীম বিচক্ষণতার পরিচয় ফুটে উঠে।

আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর মুসলমানরা তাঁর অনুমতি পেয়ে হিজরত শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে হিজরত করা থেকে বিরত থাকেন। এমনকি হযরত আবু বকর (রাদ্বি.) তাঁর নিকট বার বার হিজরতের অনুমতি চাইলেও তিনি তাকে বাধা প্রদান করেন। কারণ-

১. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যদি শুরুতেই মদীনা শরীফ চলে যেতেন, তবে মক্কায় অবস্থানরত নওমুসলিমদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। কাজেই, মুসলমানদের একটি বড় দল মদীনা শরীফ না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর মক্কায় অবস্থান করাটা সময়ের দাবী ছিল।

২. তাঁর প্রেরিত দূতগণ যদিও মদীনা শরীফে ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মদীনার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অস্থিরতার কারণে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেখানে হিজরত করার পূর্বে মুসলমানদের একটা দল সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের জনবল বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যাতে মদীনার সাধারণ জনগণের ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদানকারী যে কোন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিরুদ্ধবাদী শক্তির মোকাবেলা করতে সুবিধা হয়।

৩. যদিও মক্কার কাফের-মুশরিকরা তাঁর ও তাঁর ডাকে সাড়া দানকারী মুসলমানদের উপর শুরু থেকেই অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন করছিল। কিন্তু ধৈর্য্যের মূর্তপ্রতীক নবী কখনও মক্কা ত্যাগ করেন নি। শেষ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বাড়ী অবরুদ্ধ করে রাখলে এ অবস্থায় তিনি মক্কা ত্যাগ করেন।

৪. মক্কায় তিনি আপামর জনসাধারণের নিকট একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মক্কার কাফেরদের সামগ্রিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সমাজে একজন নির্ভরযোগ্য, সকলের নিকট শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনেক লোকের টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত তাঁর কাছে আমানত হিসেবে থাকত। কাজেই, মক্কা ত্যাগের পূর্বে সকলের গচ্ছিত টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি যার যার কছে ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা জরুরী ছিল। কার্যতঃ তিনি তা করেছেনও বটে। যেমন- বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে [রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবন চরিত] বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে এ দায়িত্ব হযরত আলী (রাদ্বি.)কে অর্পন করেন।

৫. তাঁর লক্ষ্য শুধু হিজরত ছিলনা, বরং মদীনা শরীফকে ইসলামের প্রধান কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে সেখানে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও জড়িত ছিল। যদিও 'বিয়াছ'র যুদ্ধের পরে মদীনার রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং সকল গোত্রের লোকেরা তাদের রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে একটা যোগ্য নেতৃত্বের সন্ধানে ছিল। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে নিজ থেকে মদীনায় হিজরত করে সেখানে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ শুরু করার চেয়ে এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় থাকা অধিক সমীচিন ছিল, যখন সকল গোত্রের লোক তাদের অতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি-রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতির উপর বিরক্ত হয়ে নিজেরাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মদীনার সকল গোত্রকে সকলের ঐকমত্যে একটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ করে দেয়া হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর এ পরিস্থিতিতেই মদীনায় হিজরত সংগঠিত হয়।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনায় আগমনের পরপরই একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপরেখা বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 'মদীনার সনদ' বা 'মদীনার সংবিধান' রচনা করা হয়; যার মাধ্যমে সকল গোত্রের লোকেরা হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মেনে নেয়।

মদীনার সনদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনার সনদ' এর মাধ্যমে শুধু মদীনার সকল গোত্রের মধ্যকার একটি রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক হানাহানি একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক অবকাঠামোর রূপ নিয়েছে এমন নয়, বরং ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী, যা আরব ভূ-খন্ড থেকে কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। যেমন-

১. হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগি কর্মে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তাঁকে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। এভাবে এ সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরের লোক তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অনুশাসনিক সামগ্রিক বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধান কল্পে তাঁর পবিত্র হাতে পূর্ণ এখতিয়ার ন্যস্ত করেন।

২. প্রথমবারের মত মদীনা শরীফে একটি সুশৃঙ্খল, সমন্বিত ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কায়েম হয়। সেইসাথে রাষ্ট্রে একটি শক্তিশালী আইনী ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক অবকাঠামো দাঁড় করানো হয়, যাতে দেশী-বিদেশী যে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের ধুম্রজালে রাষ্ট্র দূর্বল হয়ে না পড়ে।

৩. মদীনায় বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস সত্ত্বেও ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে নয় বরং একটি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও গণ্য করা হয়।

৪. হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে একজন অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারকে আরো বেগবান করে তোলে।

৫. এ সনদ ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সম্মুখ পানে এগিয়ে যাওয়ার এক মহান প্রক্রিয়া ছিল। যার মাধ্যমে সেই এলাকার আঞ্চলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলাম একটি বিশেষ অবস্থানে আসীন হতে পেরেছিল। এভাবে ইসলাম ধর্মীয় ও দাওয়াতী কর্মকান্ডের উর্ধ্বে উঠে তখনকার সময়ের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক সরকারের কাতারে চলে আসে।

৬. মক্কা থেকে সদ্য আসা মুসলমানগণ মদীনার পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে অপরিচিত ছিল। নতুন একটি দেশের ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির খুবই প্রয়োজন ছিল। যদিও মদীনায় হিজরত করার পর মক্কার কুরাইশদের সকল অত্যাচার নিপীড়ন থেকে তারা মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু কুরাইশদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ অবগত ছিল।

মদীনার সনদের মাধ্যমে সেখানকার ইহুদী ও মুশরিক গোত্রগুলো মুসলমানদের মিত্রতে পরিণত হয় এবং মদীনা রাষ্ট্রকে বহিঃশক্তির হাত থেকে রক্ষা করার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সকলে যৌথভাবে গ্রহণ করে। যদি মদীনার সনদের মাধ্যমে মুসলমানগণ নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অতীব বিচক্ষণতার সাথে এরূপ একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করত, তবে মক্কার কাফেরদের আক্রমণের জবাবে এত সু-নিপূণ কার্যকরী প্রত্যুত্তর দেয়া সম্ভব হত না; এবং নিজেদের প্রতিরক্ষায় অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হত।

৭. 'মদীনার সনদ' প্রতিরক্ষা চুক্তি হওয়ার দিক থেকে মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দূর্গ হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া মদীনার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের কাছে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, মদীনা তৈয়্যবায় অবস্থানরত তুলনামূলক শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায় হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও তাঁর অনুপম নেতৃত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে। যদিও এর পূর্বে ইসলামকে এভাবে গুরুত্বের সাথে দেখা হত না, কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমানদের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর আশপাশের সকল এলাকার সাধারণ মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

৮. মদীনার সনদের মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে সহনশীল ও শ্রদ্ধাবোধপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অসাধারণ চারিত্রিক সৌন্দর্য্য, বলিষ্ট নেতৃত্ব এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে রেখেছিল তার অবসান হয় এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যার ফলে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা অনেক দূর এগিয়ে যায়।

৯. মদীনার সনদের মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রে একটি নিয়মতান্ত্রিক, গোছানো, নিরপেক্ষ এবং সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ গঠন সম্ভবপর হয়ে উঠে। এর পূর্বে ধর্মীয় ও সামাজিক কোন্দলের কারণে প্রত্যেক গোত্র আপন আপন রীতি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যকার মামলা-মোকাদ্দমা মীমাংসা করত। মদীনার সনদের মাধ্যমে প্রথমবারের মত একটি কেন্দ্রীয় বিচারালয় স্থাপন করা হয় এবং হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে উক্ত বিচারালয়ের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়া হয়। যদিও মদীনার সনদে আঞ্চলিক সকল আইন-কানুনের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ হয় এবং পারস্পরিক মতানৈক্যের অবসান হয়।

১০. মদীনার সনদের বহুমুখী সাফল্যের ফলে ইসলামের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিজরতের সময় মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সংখ্যা ছিল চারশ'র মত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় অর্থাৎ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ষষ্ঠ হিজরতে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় চৌদ্দশ'তে; আর মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার। অবরুদ্ধ তায়েফে বারো হাজার মুসলমান ছিল এবং হিজরতের মাত্র দশ বছর পর বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক স্থানে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় সোয়া লাখের মত। দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে আরবের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং অসংখ্য লোককে এ দাওয়াতে শরীক করা হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অসাধারণ দুরদর্শিতা, বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণ কর্মতৎপরতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। আর এ ক্ষেত্রে মদীনার সনদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদের বৈশিষ্ট্য

মদীনার সনদের শ্রেষ্ঠত্ব, চমৎকারিত্ব, স্বাতন্ত্রতা শুধুমাত্র পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে নয়; বরং বিষয়বস্তু ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক থেকেও অনন্য ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যদি মদীনার সনদকে আধুনিক আইনী-সাংবিধানিক অবকাঠামো ও নিয়ম-নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয় তবে একটি আদর্শ সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্য এতে পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. আল্লাহ্ তাআলার সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Almighty Allah)

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রাষ্ট্রনায়কত্ব (State Authority of the Holy Prophet)

৩. লিখিত সংবিধান (Written Consitution)

৪. স্বতন্ত্র আইনী ভিত্তি স্থাপন (Permanent Consititutional Foundation)

৫. আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান (Balanced Constitution)

৬. ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন (Devolution of Powers)

৭. আইনী শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের আইডিয়া (Concept of Contitutional Communities)

৮. রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি (Moral Foundation of State)

৯. রাজনৈতিক ঐক্যেজোট প্রতিষ্ঠার ধারণা (Concept of Political Unity)

১০. মুসলিম ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার ধারণা (Concept of Muslim Ummah)

১১. আইনের শাসন ও সুষ্ঠু প্রয়োগ (Rule of Law)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২. স্থানীয় রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect of Local Customs & Law)

১৩. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ধারণা (Concept of Economic Support)

১৪. প্রতিরক্ষা চুক্তি (Defence Pact)

১৫. ধর্মীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ (Protection of Religious Freedom)

১৬. মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা (Guarantee of Fundamental Human Rights)

১৭. সংখ্যলঘুদের নিরাপত্তা বিধান (Protection of Minorities)

১৮. নারী অধিকার সংরক্ষণ। (Protection of Women's Rights)

১৯. বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন। (Protection of Opponents Conspiracies)

২০. মদীনাকে পবিত্র ও নিরাপদ ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। (Madina was Declared Sanctuary)

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Almighty Allah)

ইসলামের ইতিহাসে মদীনা রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান একদিক থেকে অতীব তাৎপর্যমন্ডিত। মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের বসবাস সত্ত্বেও সংবিধানে সকল শ্রেণী ও ধর্মের মানুষের অবস্থানকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আরেকটি বিষয়ে মৌলিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রের সকল কাজ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের অধীনে পরিচালিত হবে। সার্বভৌম ক্ষমতা পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র হাতে ন্যস্ত করাই ছিল প্রথম পার্থক্যকারী প্রাচীর, যা ইসলামী রাষ্ট্রকে অনৈসলামিক বা সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'মদীনার সনদে' আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে মেনে নেয়া হয় এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের হুকুমের প্রতি প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর আশ্রয় কামনা করা হয়।

"যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেবে, তবে তার সিদ্ধান্তের ভার আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট সোপর্দ করা হবে। (কেননা, সর্বশেষ ও চুড়ান্ত রায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপর ন্যস্ত)" [আর্টিকেল নং- ২৮]

وأنكم مما اختلفتم فيه من شيئ فان مرده الى الله والى محمد-

"আর এ সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যদি কখনো হত্যাযজ্ঞ বা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়, যা থেকে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে তা নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট পেশ করা হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা সেই ব্যক্তির সাথে আছেন, যে এ সংবিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশকারী ও বিশ্বস্ত।"
[আর্টিক্যাল নং- ৫২]

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله ﷺ وأن الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره-

পশ্চিমা বিশ্বের দেশসমূহে গঠনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ভাবে নিজ নিজ দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার রাষ্ট্রের দায়িত্বান সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত থাকে। যেমন : বৃটিশ আইনানুযায়ী-
"The law assumes that Parliament is omnipotent and paramount. It can make or unmake laws on any matter

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

what-so-ever." (Finer, S. E. Five Constitutions)

"পার্লামেন্ট হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান। আইন বা অন্য যে কোন বিষয়ে করা বা না করা সম্পূর্ণ তার এখতিয়ারভুক্ত।"
[ফাইনার. এস.ই. ফাইভ কন্সটিটিউসন্স্]

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১ বলা হয়েছে-

"All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the united States, which shall consist of a Senate and House of Representatives"

"আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহিত সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত থাকবে, যা সিনেট ও হাউজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।"

অর্থাৎ 'সার্বভৌম ক্ষমতার' নির্দিষ্টকরণ ইসলামিক রাষ্ট্র ও অনৈসলামিক রাষ্ট্র তথা সেকুলার রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রূপরেখা ও নিয়মকানুনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। কেননা, সার্বভৌম ক্ষমতা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্ধারিত করার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত। আর সার্বভৌমত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হতে পারে :

"Sovereignty is not an end it self; its a means to government Just as government is not an end but a means to the good life." [Levontin, The Myth of International Security]

অর্থাৎ একটি আদর্শ, উন্নত ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা তবেই সম্ভব হয়, যখন এর মূলভিত্তি ঐশী বিধি-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এটা শুধু ব্যাপকতার দিক থেকে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্তই করেনা, বরং সেই বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং এর অনুসরণ-অনুকরণ জাগতিক যেকোন বিধি-নিষেধের তুলনায় পূর্ণাঙ্গতার সাথে করা হবে। 'সাবভৌমত্বের' এই কনসেপ্ট সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল :

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. এ সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সকল লোক পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহমর্মিতার প্রতি পূর্ণ যত্নশীল হবে।

২. রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ এহেন চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের মাধ্যমে কল্যাণমূখী ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন একটি সমাজ গঠন করবে, যেখানে আইন-কানুনের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

৩. রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় শুধু অগ্রনী ভূমিকায় পালন করবেনা; বরং তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি তাদেরকে বহিঃবিশ্বের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে এবং শান্তিপ্রিয় ও নিরাপত্তা আকাঙ্ক্ষী যে কোন জাতির নিরাপত্তা বিধানেও সচেষ্ট হবে।

এ ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা তখনি সম্ভব হতে পারে, যখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আত্মীয়তা ও ব্যক্তিসম্পর্কের উর্ধ্বে উঠে আইন ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে। আর এ ধরণের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে মেনে নেয়া ব্যতিত অসম্ভব ছিল। তাই সেই সত্ত্বার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এর কার্যকরী নিদর্শন স্বরূপ সংবিধানে এই অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

"আল্লাহকে ভয়কারী বিশ্বাসীগণ সর্বদা সম্মিলিতভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবে, যে বিদ্রোহ, অত্যাচার-অনাচার, সীমালঙ্ঘন কিংবা মুসলমানদের ভেতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এ ধরণের লোকের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে, এমনকি সে ব্যক্তি যদি তাদের সন্তানও হয়।"

[আর্টিক্যাল নং- ১৬]

وان المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أوابتغى دسيعة ظلم أواثما أو عدوانا أوفسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم۔

'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব'র এ কনসেপ্টকে (Concept) কার্যতঃ প্রয়োগ করার ও সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সংবিধানের শেষের দিকে আর্টিক্যল নং- ৬০ এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত সংবিধান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনুমোদন (Approval) ও পৃষ্ঠপোষকতা (Favour) লাভে ধন্য।

"এবং এ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনুমোদিত এবং তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত।" [আর্টিক্যাল নং- ৬০]

وأن الله على اصدق ما فى هذه الصحيفه وأبره۔

এ আর্টিক্যাল বা অনুচ্ছেদের আলোকে :

১. উক্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় সর্বময় ক্ষমতার মালিক তথা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত।

২. এ সংবিধানের প্রতি অনুগত ব্যক্তি ঐশী অনুগ্রহ ও সহায়তার অধিকারী বলে নিশ্চিত করা হয়।

২. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে স্বীকৃতি প্রদান
(State Authority of the Holy Prophet S. A.W.)

মদীনার সনদে যেহেতু এ ব্যাপারে মৌলিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের অধীনে পরিচালিত হবে। তাই এ মৌলিক বিষয়টিকে কার্যতঃ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিষয়ে রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে পূর্ণ এখতিয়ার দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতর আলাদা আলাদাভাবে বন্টন করে কার্যকর করা হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নির্দেশনাবলী ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার শর্তারোপ করা হয়। যখন যেখানেই জনসাধারণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেবে কিংবা পরস্পর বিরোধী কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তাহলে এর সমাধানের লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। কেননা, এ দুনিয়াতে তিনিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তাঁর বাণী আমাদের মধ্যে প্রচারকারী। সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় :

"যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেবে তবে তা আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট পেশ করা হবে। (কেননা সর্বশেষ এবং চুড়ান্ত রায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপর ন্যস্ত) [আর্টিক্যাল নং- ২৮]

وأنكم مما اختلفتم فيه من شيئى فان مرده الى الله والى محمد۔

অনুরূপভাবে ৫২নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় :

"সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যদি কখনো হত্যাযজ্ঞ বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় যা ফাসাদ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তবে তার নিস্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হবে। আর আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আছেন, যে এ সংবিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশকারী ও বিশ্বস্ত।

[আর্টিক্যাল নং- ৫২]

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله ﷺ وأن الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমন একটি সমাজ, যে সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে কুফর ও শিরকের প্রভূত্ব বিদ্যমান সে সমাজে আল্লাহ্ তায়ালার সার্বভৌমত্বকে সাংবিধানিক রূপ দেয়া এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও মতের মানুষের মধ্যে তা গ্রহণ করানো নিঃসন্দেহে রাসুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালার শরণাপন্ন হওয়া প্রকৃত অর্থে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের এই কনসেপ্ট রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য বৈ কখনো সম্ভব নয়। এ কারণেই এ সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই বর্ণনা হয়েছে :

"এ দলীল আল্লাহ্র নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পক্ষ থেকে লিখিত সংবিধান।"

هذا كتاب من محمد النبى (رسول الله) ﷺ

[আর্টিক্যাল নং- ১]

সংবিধান প্রণেতা বা এর উৎস হিসেবে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে উপস্থাপন করে এ বিষয়টি চুড়ান্ত করা হয়েছিল যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাংবিধানিক অবস্থান কিরূপ হবে। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধানেই :

১. মদীনার বিভিন্ন শ্রেণী ও মতের মানুষের কাছে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে মহান ও অনুকরণীয় সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে ইসলামী রাষ্ট্রে তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সেইসাথে এ বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয় যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পরিপূর্ণ অনুকরণ বৈ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব অর্থহীন।

২. সংবিধান প্রণয়নের মৌলিক ক্ষমতা রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র হাতে অর্পণ করে এ বিষয়টি চুড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা, বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন ও প্রতিরক্ষাসহ যাবতীয় বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাক্য-

هـذا كتـاب من محمد النبى (رسول الله) ﷺ

অর্থাৎ "এ সংবিধান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত)" একটি অতি সুক্ষ্ম সাংবিধানিক-আইনী বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর তা হলো- ইসলামী রাষ্ট্রে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরই আনুগত্য করা হবে এবং তাঁর প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের বাস্তবায়ন হবে।

৩. লিখিত সংবিধান

(Written Constitution)

পুরো বিশ্বের রাজনীতি, আইন ও সংবিধানের ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' একটি ক্ষেত্রে অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার যে, মদীনার রাষ্ট্রীয় সংবিধান হওয়ার দিক থেকে এটা বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজনৈতিক নিয়ম-নীতি ও শাসন প্রক্রিয়ার নিয়মাবলী সংশ্লিষ্ট অনেক মতামত ও আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন- খৃ.পূর্ব ৫০০ শতাব্দিতে রচিত রাজার দায়-দায়িত্ব সম্বলিত মনুস্মরতী। কুতলিয়াদের আরতা শাস্ত্র (৩০০ খৃ.পূর্ব) এবং সেই একই সময়ে এরিষ্টটলের (৩২২-৩৮৪ খৃ.পূর্ব) লিখিত রচনা সমগ্রকে রাজনীতি বিষয়ক মনে করা হয়। এভাবে গত শতাব্দীতে এইন্ত্য শহরে প্রাপ্ত সংবিধানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ সকল দলীল, রচনা বা লিখনী ছিল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ সম্বলিত। অর্থাৎ সেসব লিখনী বা দলীলের প্রকৃতি ছিল অনেকটা শিক্ষামূলক। আর উক্ত দলীলগুলোর কোনটিই এমন ছিল না, যা কোন নিয়মতান্ত্রিক ও সু-শৃঙ্খল দেশে বাস্তবায়নযোগ্য সংবিধান বলা যেতে পারে।

'মদীনার সনদ' এর মাধ্যমে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি সু-সংহত, নিয়মতান্ত্রিক লিখিত সংবিধানের কনসেপ্ট-ই দেননি, বরং যে ধর্মের প্রচার তিনি মক্কা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীফে করেছিলেন, মদীনা শরীফে এসেই তিনি এর রাজনৈতিক অবস্থান সেই নতুন শহরের বিভিন্ন শ্রেণী ও মতের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। উক্ত সংবিধানের মাধ্যমে তিনি-

১. মুসলিম ও অমুসলিম স্থানীয় লোকদের পূর্ণ অধিকার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

২. মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের পূনর্বাসন এবং তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

৩. মদীনা শরীফে অবস্থানকারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিশেষতঃ ইহুদী গোষ্ঠীর সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে সম্পর্কের নীতি গ্রহণ করে তিনি ইসলামের মর্মবাণী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন।

৪. মদীনার প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য 'আইনী রাজনৈতিক' প্রতিরক্ষামূলক ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

৫. মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার হুমকি ও বিপদাপদের আশঙ্কা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

মদীনার সনদকে' লিখিতভাবে দলীলাকারে পেশ করার দিক থেকে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় একথাতেই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, তিনি শুধু এ সংবিধানকে লিখিতভাবে রচনাই করান নি, বরং একে নিজের পক্ষ থেকে দেয়া দলীল বলে ঘোষণা করেছেন। আরবী শব্দ 'কিতাব' বলে যদিও লিখিত সেই দলীলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবে এতে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় যে, এটি এক মহান ব্যক্তির পক্ষ থেকে কার্যকর করা আইনী দস্তাবেজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সাংবিধানিক ভিত্তি স্থাপন
(Permanent Constitutional Foundation)

'মদীনার সনদ' শুধুমাত্র মদীনা রাষ্ট্রের জন্য নয়; বরং যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ও স্বতন্ত্র আইনী দস্তাবেজ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। উক্ত দলীলে স্থিরকৃত বুনিয়াদী মূলনীতিগুলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয়। যেমন- আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বকে উক্ত সংবিধানের মৌলিক উপাদান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা কুরআনী আইনী আদলে এভাবে বর্ণনা করে :

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون

"এবং যারা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ আইনানুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফির।" [আল কুরআন- ৫:৪৪]

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظلمون

"এবং যারা আল্লাহ্র দেওয়া বিধি-নিষেধ অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা যালিম।" [আল কুরআন- ৫:৪৫]

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفسقون

"এবং যারা আল্লাহ্র দেওয়া বিধি-নিষেধ অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা ফাসিক (পাপীষ্ঠ)।" [আল কুরআন- ৫:৪৭]

হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে উক্ত সংবিধানে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সত্ত্বা হিসেবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হওয়ার দিক থেকে একমাত্র অনুকরণীয় সত্ত্বা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পবিত্র কুরআন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এ মকাম-মর্যাদাকে একটি শাশ্বত ও চিরন্তন আইনী মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করে :

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

"এবং রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন করো।"
[আল কুরআন- ৫৯:৭]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

من يطع الرسول فقد اطاع الله

"যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নির্দেশ মান্য করল, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্র-ই নির্দেশ মান্য করল।"
[আল কুরআন- ৪:৮০]

يايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্য থেকে (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) খলীফার। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়, তবে তা (চুড়ান্ত মীমাংসার উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট পেশ করো। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তা (তোমাদের জন্য) মঙ্গলজনক এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম হবে।"
[আল কুরআন- ৪:৫৯]

এভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ, নারী অধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ 'মদীনার সনদে' অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বুনিয়াদি মূলনীতি পরবর্তী সময়ে আইনী-রাজনৈতিক বিধি-বিধান ও রীতি-নীতিতে একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য আইনী ও সংবিধান প্রথায় অহংকার করার মত ব্যাপার।

৫. ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন
(Devolution of Powers)

'মদীনার সনদের' অধীনে প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের মুহাজির, আনসার ও মদীনা রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অন্য ধর্মাবলম্বী ও তাদের অনুসারীদের উপর বেশকিছু রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে আইনী সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে তাদের পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য ও আইনী যিম্মাদারী বর্ণনা করে দেয়া হয়। সেইসাথে এ বিষয়ের প্রতি অত্যাধিক জোর দেয়া হয়, যাতে আইনের প্রয়োগ সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুষ্ঠু, সমান ও সন্দেহমুক্ত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য আইনের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায়।

এ কারণে 'মদীনার সনদে' ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়া হয়, যাতে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

"কুরাইশ থেকে আগত মুহাজিরদের উপর নিজ এলাকার জনসাধারণের দায়িত্ব বর্তাবে এবং আপন লোকদের রক্তপণ সবাই মিলে আদায় করবে। নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণও নিজেরা মিলে আদায় করবে; যাতে ঈমানদারদের আভ্যন্তরীণ আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক সততা-ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।"

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معا قلهم الأولى وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين-

[আর্টিক্যাল নং-৪]

এই আর্টিক্যাল আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতার বন্টন প্রক্রিয়া নির্ধারণের কারণও বর্ণনা করে দেয়া হয় যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা স্তরে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সুবিচার নিশ্চিত করা। এভাবে আর্টিক্যাল নং- ৫ থেকে আর্টিক্যাল নং-১২ পর্যন্ত মদীনার বিভিন্ন গোত্র, যেমন- আওফ, হারেছ, ছায়েদাহ্, জসম, নাজ্জার, আমর, নাবীত ও আওস গোত্রের জন্য তাদের গোত্রীয় আইন-কানুন নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

মদীনার রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে এর দায়-দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলা হয় :

"সকল গোত্রের উপর তার সম্মুখের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে।" [আর্টিক্যাল নং-৫৭]

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার বন্টন প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক এমন অটল অবস্থান সত্ত্বেও গোটা প্রক্রিয়াকে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার অধীনে রাখা হয়।

"যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেবে, তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট পেশ করা হবে"। (কেননা, সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত রায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের উপর ন্যস্ত)

وأنكم مما اختلفتم فيه من شيئى فان مرده الى الله والى محمد-

[আর্টিক্যাল নং-২৮]

৬. আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান
(Balanced Constitution)

ইসলাম একটি স্বভাবজাত ও উদার মননের ধর্ম, যা তার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীন হওয়ার কারণে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ সংবিধান রচনা করার সময় ইসলামের সেসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিই বিশেষ জোর দেন এবং পরবর্তী কালের সম্ভাব্য বিষয়সমূহের প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন। সংবিধানকে মাত্রাতিরিক্ত জঠিল না করে উদার ও আদর্শিক রূপ দান করেন, যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। আটিক্যল নং ২-এ বলা হয় :

"এ সন্ধি কুরাইশ মুসলমান ও ইয়াসরিববাসী এবং সেই ব্যক্তিদের মধ্যকার যারা তাদের অনুসরণ করবে; তাদের সাথে যোগ দেবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।"

بين المؤمنين والمسلمين من قريش و(أهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم-

[আর্টিক্যাল নং-২]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অত্র ধারা অনুযায়ী এ বিষয়টিও স্থির করে দেয়া হয় যে, যদিও 'মদীনার সনদ' কুরাইশ ও মদীনার মুসলমানদের জন্য লিখিত, তবে ভবিষ্যত প্রেক্ষাপটে যদি কোন সম্প্রদায় চুক্তির শর্তসাপেক্ষে এ সন্ধিতে আবদ্ধ হতে চায়, তবে কোন বাধা নেই। বরং পরবর্তীতে যেসব লোক সংবিধানে উল্লেখিত সম্প্রদায়সমূহের অনুসরণ করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করবে, তারাও সংবিধানের অধীনে স্থিরকৃত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

এভাবে আর্টিক্যল নং- ২০ এ উল্লেখ করা হয় :

وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

"ইহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের (মদীনার রাষ্ট্রের) অনুসরণ করবে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে, যতক্ষণ তারা মুমিনদেরকে যুলুম করা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকবে।"

[আর্টিক্যাল নং-২০]

যেহেতু ইহুদীরা মদীনার প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি ছিল, তাই অনাগত ভবিষ্যতে তাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্ভাবনাকে কোনভাবেই উড়িয়ে দেয়া হয়নি; বরং এজন্য সাংবিধানিক ধারা স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, যদি ভবিষ্যতে ইহুদীরা মদীনার সনদের সকল সাংবিধানিক বিষয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মু'মিনদের অনুসরণ করতে সম্মতি প্রকাশ করে তবে তাদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে এবং যুলুম-নির্যাতন হতে রক্ষা করা হবে। 'মদীনার সনদে' আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক ও রূহানী ভিত্তিরও যোগান দেয়া হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি
(Moral Foundation of State)

'মদীনার সনদ' রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মৌলিক অধিকার ও তাদের দায়-দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতরের কাজ-কর্ম ও আইন-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুধুমাত্র নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সেসব নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনকে কার্যে পরিণত করতে নৈতিক ও রূহানী মূলনীতিরও ব্যবস্থা করেন। কেননা, একটি শক্তিশালী নৈতিক ও রূহানী ভিত্তি ছাড়া শুধুমাত্র আইন করে যথাযথ সুফল পাওয়া যায় না। রুশোর ভাষায় :

"রাষ্ট্রের জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় যে, তার প্রতিটি শহরে এমন একটা ধর্ম থাকে যেটার প্রভাবে সে দায়িত্ব আদায়ে আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু তার ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে রাষ্ট্রের জনগণের কোন সম্পর্ক থাকবে না। শুধুমাত্র এতটুকু যে, ধর্ম তার নৈতিকতা ও কর্তব্য পরায়নতাকে প্রভাবিত করবে, যা সাধারণ মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। [মুয়াহাদা-এ ওমরানী, জন জ্যাক রুশো]

অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাবিদরা ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় চারিত্রিক সৌন্দর্য্য ও নৈতিকতার গুরুত্বকে মেনে নিয়েছেন।

وأن البر دون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسه۔

" মদীনার সনদে একটি আদর্শ ও আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক ও রূহানী ভিত্তির ও যোগান দেয়া হয়। (মদীনার জনগণের কাছ থেকে) পাপাচার বা প্রতিঙ্গার ভাঙ্গন নয়, বরং ন্যায় ও পূণ্যের প্রত্যাশা করা হবে। প্রত্যেকেই যে যার কর্মের জন্য দায়ী থাকবে।"

[আর্টিক্যাল নং-৫৯]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেই ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা রাখেন, যে ব্যক্তি সততা, ন্যায়-পরায়নতা ও তাকওয়ার (উত্তম চরিত্রের) অধিকারী।"

وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ﷺ

[আর্টিক্যাল নং-৬৩]

৮. সাংবিধানিক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ধারণা (Concept of Constitutional Communities)

'মদীনার সনদে' রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ধারণা দেয়া হয়। সাংবিধানিক সম্প্রদায় বলতে সেসব মানুষকে বুঝায়, যারা সংবিধানের সকল নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। আর্টিক্যল নং ২-এ বলা হয়।

"এ সন্ধি কুরাইশ মুসলমান ও ইয়াসরিববাসী এবং সেই ব্যক্তিদের মধ্যকার যারা তাদের অনুসরণ করবে; তাদের সাথে যোগ দেবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।"

بين المؤمنين والمسلمين من قريش و(أهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم-

[আর্টিক্যাল নং-২]

এ ধারার মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত শ্রেণীকে সাংবিধানিক সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয় :

(ক) মুহাজির (কুরাইশ মসলমানগণ)।

(খ) মদীনাবাসী মুসলমানগণ।

(গ) সেসব লোক যারা উল্লেখিত দুই সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হবে এবং সমুদয় নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করবে। এ ছাড়াও যুদ্ধে তাদের পক্ষ হয়ে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

এখানে এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাংবিধানিক সম্প্রদায় নির্দিষ্টকরণ ও গঠনকালে সংবিধানের মধ্যে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামা কে সাধারণ জনগণের সাথে গণ্য সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। যদি সংবিধানের ১নং ও ২নং ধারার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অত্র সনদে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাংবিধানিক অবস্থান মু'তা বা অনুকরণীয় এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর সাংবিধানিক অবস্থান মু'তী বা অনুকরণকারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও অন্যান্য সাধারণ জনগণের মধ্যকার আইন ও সাংবিধানিক অবস্থান বা মর্যাদার ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা মুসলিম মিল্লাতের আইন ও সংবিধান মূলনীতির দিক-নির্দেশনাও দেয়া হয়।

৯. রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা (রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আইডিয়া) (Concept of Political Unity)

'মদীনার সনদে' ধর্মীয় ঐক্য ছাড়াও রাজনৈতিক ও সন্ধিভিত্তিক ঐক্যের ধারণা দেয়া হয়। এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন বা সংস্করণ ছিল, যার কোন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে ছিল না। ধর্মীয় ঐক্যের সাথে সাথে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অন্য সকল ইউনিটকে প্রাণবন্ত ও কার্যকর করে তুলতে তাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটা বলিষ্ঠ অবস্থান ঠিক করে দেয়া অতীব প্রয়োজন ছিল, যাতে তারাও নিজেদেরকে রাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বিবেচনাপূর্বক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। এ কারণে 'মদীনার সনদ' যেসব গোত্রের মানুষদের নিয়ে রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যারা সেসব গোত্রের অনুসরণে এ সনদের সাথে যুক্ত হবে সকলকে উক্ত সনদের আর্টিক্যাল নং- ৩ এর অধীনে একটা ইউনিট, গোষ্ঠী বা জোট ঘোষণা করা হয়েছে।

"পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে মদীনার সনদের সাথে যুক্ত সকল সম্প্রদায় মিলিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক জোট গঠন করবে।"

أنهم أمة واحدة من دون الناس-

[আর্টিক্যাল নং-৩]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেই ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা রাখেন, যে ব্যক্তি সততা, ন্যায়-পরায়নতা ও তাকওয়ার (উত্তম চরিত্রের) অধিকারী।"

وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ﷺ

[আর্টিক্যাল নং-৬৩]

৮. সাংবিধানিক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ধারণা (Concept of Constitutional Communities)

'মদীনার সনদে' রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ধারণা দেয়া হয়। সাংবিধানিক সম্প্রদায় বলতে সেসব মানুষকে বুঝায়, যারা সংবিধানের সকল নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। আর্টিক্যল নং ২-এ বলা হয়।

"এ সন্ধি কুরাইশ মুসলমান ও ইয়াসরিববাসী এবং সেই ব্যক্তিদের মধ্যকার যারা তাদের অনুসরণ করবে; তাদের সাথে যোগ দেবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।"

بين المؤمنين والمسلمين من قريش و(أهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم-

[আর্টিক্যাল নং-২]

এ ধারার মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত শ্রেণীকে সাংবিধানিক সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয় :

(ক) মুহাজির (কুরাইশ মসলমানগণ)।

(খ) মদীনাবাসী মুসলমানগণ।

(গ) সেসব লোক যারা উল্লেখিত দুই সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হবে এবং সমুদয় নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করবে। এ ছাড়াও যুদ্ধে তাদের পক্ষ হয়ে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

এখানে এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাংবিধানিক সম্প্রদায় নির্দিষ্টকরণ ও গঠনকালে সংবিধানের মধ্যে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামা কে সাধারণ জনগণের সাথে গণ্য সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। যদি সংবিধানের ১নং ও ২নং ধারার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অত্র সনদে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাংবিধানিক অবস্থান মু'তা বা অনুকরণীয় এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর সাংবিধানিক অবস্থান মু'তী বা অনুকরণকারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও অন্যান্য সাধারণ জনগণের মধ্যকার আইন ও সাংবিধানিক অবস্থান বা মর্যাদার ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা মুসলিম মিল্লাতের আইন ও সংবিধান মূলনীতির দিক-নির্দেশনাও দেয়া হয়।

৯. রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা (রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আইডিয়া) (Concept of Political Unity)

'মদীনার সনদে' ধর্মীয় ঐক্য ছাড়াও রাজনৈতিক ও সন্ধিভিত্তিক ঐক্যের ধারণা দেয়া হয়। এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন বা সংস্করণ ছিল, যার কোন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে ছিল না। ধর্মীয় ঐক্যের সাথে সাথে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অন্য সকল ইউনিটকে প্রাণবন্ত ও কার্যকর করে তুলতে তাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটা বলিষ্ঠ অবস্থান ঠিক করে দেয়া অতীব প্রয়োজন ছিল, যাতে তারাও নিজেদেরকে রাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বিবেচনাপূর্বক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। এ কারণে 'মদীনার সনদ' যেসব গোত্রের মানুষদের নিয়ে রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যারা সেসব গোত্রের অনুসরণে এ সনদের সাথে যুক্ত হবে সকলকে উক্ত সনদের আর্টিক্যাল নং- ৩ এর অধীনে একটা ইউনিট, গোষ্ঠী বা জোট ঘোষণা করা হয়েছে।

"পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে মদীনার সনদের সাথে যুক্ত সকল সম্প্রদায় মিলিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক জোট গঠন করবে।"

أنهم أمة واحدة من دون الناس-

[আর্টিক্যাল নং-৩]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এভাবে সনদের ৩০নং ধারায় বলা হয় :

"আওফ গোত্রের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একই জাতি বা রাজনৈতিক জোট বলে বিবেচিত হবে। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ধর্ম। (অর্থাৎ ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের মতই পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে)। এ অধিকার তাদের এবং তাদের মিত্রদের সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করবে তাকে বা তার পরিবারবর্গকেই এর পরিণাম ভোগ করতে হবে।" [আর্টিক্যাল নং-৩০]

وأن يهود بني عوف أمة مع المومنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه وأهل بيته۔

১০. মুসলিম ঐক্যজোটের ধারণা
(Concept of Muslim Ummah)

মদীনার সনদে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা দেয়া হয়েছে অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর স্বতন্ত্র পরিচয় ও মর্যাদাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে ভবিষ্যতে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝির নিরসনকল্পে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায় মিলে এক রাজনৈতিক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে মুসলিম-অমুসলিম উভয়েই একই সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী নয়। বরং মুসলিম উম্মাহ্কে সনদের বিভিন্ন পর্যায়ে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রের অন্যান্য সাংবিধানিক সম্প্রদায়ের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্র স্বতন্ত্র ঐক্যের ধারণা ১৯নং ধারায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের বিপরীতে মু'মিনগণ একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।" [আর্টিক্যাল নং-১৯]

وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থান নির্ধারণ করে ২১নং ধারায় বলা হয় :

"এবং মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত শান্তিচুক্তি একটাই হবে। আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধকালীন কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ত্যাগ করে (শত্রুর সাথে) সন্ধিতে আবদ্ধ হবে না, যদি না এতে সকল মুসলমানের জন্য মঙ্গল নিহিত থাকে।" [আর্টিক্যাল নং-২১]

وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مومن دون مومن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم۔

২৩ নং ধারায় বলা হয় :

"এবং মুসলমানগণ আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ-বিগ্রহে একে অপরের হয়ে (শত্রুদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নেবে।" [আর্টিক্যাল নং-২৩]

وأن المؤمنين يبيئ بعضهم عن بعض بما نال دماء هم في سبيل الله

এভাবে মদীনা রাষ্ট্রে মদীনার সনদে উল্লেখিত সকল আইনী ও সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি মেনে চলাকে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের ২৪ নং ধারায় বলা হয় :

"নিঃসন্দেহে আল্লাহকে ভয়কারী বিশ্বাসী মু'মিনগণ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সহজ-সরল এবং সত্যপথের (ইসলামের) অনুসারী।" [আর্টিক্যাল নং-২৪]

وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه۔

২৭ নং ধারায় বলা হয় :

"বিশ্বাসী মু'মিনগণ যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং এ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিয়য়াদি মেনে নিয়েছে, তাদের জন্য কোন হত্যাকারীকে সাহায্য-সহায়তা করা

وأنه لا يحل لمؤمن أقرا بما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الأخر أن ينصر

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বা নিরাপত্তা দেয়া বৈধ হবে না। যারা এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে বা নিরাপত্তা দেবে, কিয়ামত দিবসে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও গজব অবতীর্ণ হবে এবং তার কাছ থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।" [আর্টিক্যাল নং-২৭]

محدثا أويؤويه وأن من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة - ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل -

এভাবে মুসলমানদের রক্ত পবিত্র হওয়ার ধারণাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে ২৬ নং ধারায় বলা হয় :

"কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে এবং দলীলাদির ভিত্তিতে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে কিসাস ধার্য্য করা হবে। হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ নিতে সম্মত হয়, তবে তা আদায় করা হবে। আর সমস্ত মুসলমান কিসাসের বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। এতদ্ব্যতিত অন্যকোন কিছুই তাদের জন্য আইনানুগ বা বৈধ হবে না।" [আর্টিক্যাল নং-২৬]

وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به - الا أن يرضى ولي المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه -

১১. আইনের শাসন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগ (Rule of Law)

এ সংবিধানের অধীনে আইনের শাসনকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। বেশকিছু ধারার অধীনে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যাতে নবগঠিত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন একটা পরিবেশ গড়ে উঠে যে, কোন সাংবিধানিক সম্প্রদায়-ই আইনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস করতে না পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৭ নং ধারা অনুযায়ী :

"কোন মু'মিন কোন কাফের বা অবিশ্বাসীর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অপর কোন মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোন কাফেরকে কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।" [আর্টিক্যাল নং-১৭]

ولا يقتل مؤمن مومنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن -

এছাড়াও মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে আইন ও নিয়ম-কানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৫ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় :

"কোন মুমিন অপর মুসলমানের চুক্তিবদ্ধ মিত্রের সাথে তার অনিচ্ছায় আবদ্ধ হবে না।" [আর্টিক্যাল নং-১৫]

وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه -

সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত আইন-কানুনের বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণের জান, মাল ও মান-মর্যাদা রক্ষা করা সহজতর হয়।

৪২ নং ধারায় বলা হয় :

"মারামারি বা হতাহতের প্রতিশোধ গ্রহণে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।" [আর্টিক্যাল নং-৪২]

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح

"কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে তবে সেই হত্যার দায়-দায়িত্ব তার এবং তার পরিবারের উপর বর্তাবে। হ্যাঁ, যদি সে জুলুমের শিকার হয় তবে অব্যাহতি পাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির সাথে আছেন, যে ব্যক্তি এ (সংবিধানের প্রতি) অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করবে।" [আর্টিক্যাল নং-৪৩]

وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته الا من ظلم وأن الله على أبر هذا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২. স্থানীয় রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
(Respect of Local Customs & Law)

যদিও মদীনা রাষ্ট্রে মদীনার সনদের আদলে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নতুন বিধান তৈরী করা হয়, কিন্তু নতুন আইনী কাঠামো তৈরীর এ পর্যায়ে শত শত বছর ধরে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা ও নিয়ম-নীতিকে অবজ্ঞা করা হয়নি। হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হিকমতপূর্ণ কর্মনীতি এ বিষয়টিকে সমর্থন করেনি যে, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হঠাৎ করেই আলাদা করে ফেলা হোক। তাই হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নবলিখিত সংবিধানে মদীনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্রের স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রথাসমূহকে অবজ্ঞা না করে যতটুকু সম্ভব এগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছেন।

সংবিধানের ৪নং ধারা থেকে ১২ নং ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের দিয়্যত (হত্যাকারীর উপর আরোপিত রক্তপণ) বিষয়ক আইনের বাস্তবায়নের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, মুহাজির, কুরাইশ, বনী আউফ, বনী হারেছ, বনু ছায়েদাহ্, বনু জুশম, বনু আমর, বনু নাবিত এবং বনু আউস রক্তপণ আদায়ে নিজ নিজ গোত্রের নিয়ম-নীতি ও প্রথা মেনে চলবে।

১৩. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ধারণা
(Concept of Economic Suppport)

ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র এখানকার অধিবাসীদের শুধু জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করে না, বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিহিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিকেও মদীনার সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় :

"এবং ঈমানদারগণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা থেকে বিমূখ হবে না; যাদের মস্তক রক্তমূল্য ও মুক্তিপণের ঋণের ভারে অবনমিত।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩ নং ধারায় বলা হয় :

"প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব বন্দীদের মুক্তিপণ নিজেরাই আদায় করবে এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের অভ্যন্তরে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সুবিচার নিশ্চিত করা হবে।" [আর্টিক্যাল নং-১৩]

وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

১৪. প্রতিরক্ষা চুক্তি
(Defence Pact)

'মদীনার সনদ' শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক চুক্তি ছিলনা, বরং মদীনার সাধারণ জনগণের জন্য একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিও ছিল। এ প্রতিরক্ষা চুক্তির অধীনে মদীনার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বেশকিছু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে এ মৌলিক বিষয়টিও চুড়ান্ত করে দেয়া হয় যে, যেভাবে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক, আইনী, প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবেও তিনিই নিয়োজিত থাকবেন।

৪১ নং ধারা অনুযায়ী-

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অনুমতি ব্যতিত কোন গোত্র যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারবে না।" [আর্টিক্যাল নং-৪১]

وأنه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد۔

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সামরিক প্রধানের চুড়ান্তকরণের পরপরই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও বর্ণনা করা হয় :

ক. যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত জোট সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার বিধান জারী করা হয়।

"যে সকল গোত্র আমাদের সাথে শত্রু মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ থেকে অব্যহতি দেয়া হবে।" [আর্টিক্যাল নং-২২]

وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খ. ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সামরিক মৈত্রী স্থাপন করার কারণে মুসলমানদের ন্যায় নিজেরাও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য থাকবে।

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين -

"ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে, যতক্ষণ তারা সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।" [আর্টিক্যাল নং-২৯]

গ. প্রয়োজন সাপেক্ষে ইহুদী ও মুসলমানরা নিজ নিজ যুদ্ধের ব্যয়ভার পৃথক ভাবেই বহন করবে।

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم -

"ইহুদী এবং মুসলমানরা তাদের স্ব-স্ব যুদ্ধের ব্যয়ভার আলাদা ভাবে বহন করবে।" [আর্টিক্যাল নং-৪৪]

ঘ. এ সংবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গোত্র পরস্পরকে প্রতিরক্ষা সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবে।

وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة -

"এ সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী সকল সম্প্রদায় (মুসলমান-ইহুদী) একে অপরকে সহযোগিতা দেবে, যখন এদের কেউ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবে। [আর্টিক্যাল নং-৪৫]

ঙ. বহিঃবিশ্বের আক্রমণের সময় মদীনা রক্ষা করা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব বিবেচিত হবে।

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب -

"মুসলমান ও ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে বহিঃবিশ্বের আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষা করবে।" [আর্টিক্যাল নং-৫৪]

চ. প্রত্যেক গোত্র রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গৃহীত শান্তিচুক্তি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه و يلبسونه وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين -

"যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কখনো ইহুদীকে কোন শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলা হয়, তবে তারা তাতে অংশ নেবে। অনুরূপভাবে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে কোন শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলা হলে মুসলমানরাও তাতে নিজেদের যুক্ত করবে বা অংশ নিতে বাধ্য থাকবে।" [আর্টিক্যাল নং-৫৫]

ছ. 'মদীনার সনদ' প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তি হওয়ার দিক থেকে ধর্মীয় প্রতিরক্ষা নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি ছিল। অর্থাৎ মদীনার মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

(فانه لهم على المؤمنين) الا من حارب فى الدين -

"(অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে কোন শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলা হলে তারা তাতে অংশ নেবে) কিন্তু কোন প্রকার চুক্তিই তাদেরকে দ্বীন রক্ষার সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে পারবে না।" [আর্টিক্যাল নং-৫৬]

১৫. মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা
(Guarantee of Fundamental Human Rights)

মদীনার সনদে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এবং এও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, নাগরিকদের বাঁচার অধিকার, মালিকানা অধিকার ও জনগণের স্বাধীনতা যাতে কোনভাবেই খর্ব করা না হয়। উল্লেখ্য, আধুনিক বিশ্বের সভ্য জাতিরা দীর্ঘকাল পরে এ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, ১৯৪৫ সালের ২২ জুন তা জাতিসংঘের বিধানে পরিণত করা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে ধারা-৩ এর ১ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আলোচনা করা হয় :

"Article 1:
The Purposes of the Untied Nations are : 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian charachter, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;....." (Phyllis Bennis, Calling the Shots)

"জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো- আর্ন্তজাতিক পরিসরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতা করা যাতে মানবাধিকারের সকল দিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়; এবং কোন ধরনের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার বৈষম্য ছাড়া সবাই যাতে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অধিকার ভোগ করতে পারে।"

অনরূপভাবে ধারা নং ৫৫তে মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয় :

"Article 55: With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and frindly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the united Nations shall promote:

a. higher standars of living full employment, and conditions of economic and social progress and development;

b. solutions of internationl economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational co-operative; and

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

c. universal respect for, and ovservance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion."
(Phyllis Bennis, Calling the Shots)

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সমধিকার প্রতিষ্ঠার সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষণে এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সর্বপ্রথম শর্ত তথা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে,

(ক) উন্নতমানের জীবন যাত্রা, পূর্ণ রোজগার (উপার্জন) এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির বিধান করা।

(খ) আন্তর্জাতিক ভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান নির্ণয় এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান।

(গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও ভাষার বৈষম্য দূর করে সকলের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি চিরসম্মান প্রদর্শন করা। জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রস্তাবটি ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ইং সনে গৃহীত হয়। যদিও বা এটি ছিল একটি ঘোষণা মাত্র। সবাইকে অবশ্যই মানতে হয় এমন কোনও চুক্তি বা আইন হিসাবে প্রবর্তন করা হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও অনেক দেশ এ প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত ছিল। বর্তমান আধুনিক যুগেও পশ্চিমা সমাজে মৌলিক মানবাধিকার তেমন কোন গুরুত্ব পায়না। পশ্চিমা দেশগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে আইন করে নারীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

"That all law has been discriminatory against women is beyorid dispute. One need only to recall that women were specifically denied the right to vote prior to the passage of the Nineteenth Amendment. Less well known, but very important, was the 1824 Mississippi Supreme Court decision upholding the right of husbands to beat their wives (the United States Supreme Court finally prohibited

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

this practice in 1891). In another case..... the Supreme ruled that the "equal protection" clause of the Fourtheenth Amendment did not apply to women"

(D. Stanley Fitzen, In Conflict and Disorder)

"এটি বাস্তব যে, (পশ্চিমা দেশগুলোতে) সকল আইন-কানুন ছিল মূলতঃ নারীদের বিরুদ্ধে। এমনকি এখানেও (আমেরিকায়) উনিশ তম সংশোধনী পাশ হবার পূর্বে নারীদের ভোট প্রয়োগের অধিকারও ছিলনা। এ কথাটি যদিও বা অধিকাংশ মানুষের জানা নেই; কিন্তু (এ বর্ণনার স্পষ্টতার জন্য) খুবই প্রয়োজন যে, ১৮২৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদান করেছে যে, স্বামীদের জন্য তাদের স্ত্রীদেরকে প্রহার করা বা জোর জবরদস্তি করা বৈধ। অবশেষে, ১৮৯১ সালে আমেরিকার মহামান্য আদালত তা বেআইনী ও অবৈধ ঘোষণা করে। অন্য একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদান করেছে যে, চৌদ্দতম সংশোধনীতে 'সম অধিকার' আইনটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ সমাজে তাদেরকে পুরুষদের ন্যায় সমান অধিকার প্রদান করা যাবে না।"

পশ্চিমা দেশগুলোতে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি এখনও এ ধরনের আচরণ বিদ্যমান। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হল- ১৯৮২ সালের জুন মাসে উপস্থাপিত সংশোধনী, যাতে নারীদের সম অধিকার প্রদান প্রস্তাব করা হয়। এতে বলা হয়েছে-

"Equality of rights under the law shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of Sex."

(D. Stanley Fitzen, In Conflict and Disorder)

"আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র বা তার অধীনে যে কোন রাষ্ট্র লিঙ্গ ভিত্তিতে সমধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যাতে প্রতিবন্ধক না হয়।"

কিন্তু মদিনা রাষ্ট্রের আইনে বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম ও জাতির কোনও তারতম্য না করে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وان المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أوابتغى دسيعة ظلم أواثما أو عدوانا أوفسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم-

"প্রত্যেক ঈমানদার খোদাভীরু ব্যক্তির হাত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে যারা বিদ্রোহী বা জালিম, অপরাধী বা সীমালঙ্ঘনকারী। যারা মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এদের বিরুদ্ধে হবে তাদের হাত; যদিও বা তারা তাদের কারও সন্তান হয়।

[আর্টিক্যাল নং- ১৬]

এভাবে জান-মাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও জনগণের মধ্যে কোনও বৈষম্য বা তারতম্যের স্থান রাখা হয়নি।

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم-

"আশ্রিতের প্রতি অনুরূপ আচরণ করা হবে, যা (আশ্রয় প্রদানকারী স্থায়ী) নাগরিকদের সাথে করা হয়। কোনও ধরনের ক্ষতি ও অন্যায় করা হবেনা।" [আর্টিক্যাল নং- ৫০]

১৬. ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা
(Protection of Religious Freedom)

মদীনার সনদের অধীনে মুসলিম জাতি ছাড়াও রাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শুধুমাত্র একটি সম্মানজনক সাংবিধানিক অধিকারই প্রদান করা হয়নি, বরং এরচেয়েও বেশী যা প্রদান করা হয়েছে তা হল- রাজনৈতিক ঐক্যের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। ধারা নং ৩০-এ উল্লেখ করা হয় :

وأن يهود بنى عوف أمة مع المومنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

"আর বনী আওফ এর ইহুদীদের কে মুসলমানদের সাথে একটি রাজনৈতিক ঐক্য হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। ইহুদীরা তাদের নিজ ধর্ম আর মুসলমানরা তাদের নিজ ধর্ম পালন করবে। চাই তাদের অধীনস্থ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হোক কিংবা তারা নিজেরাই হোক। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ কোন অন্যায় কিংবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাহলে এ অপরাধের দায়-দায়িত্ব তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদেরকেই বহন করতে হবে।" [আর্টিক্যাল নং- ৩০]

موالیهم وأنفسهم الا من ظلم واثم فانه لا یوتغ الا نفسه وأهل بیته۔

আরও সুস্পষ্টভাবে মীমাংসা করা হলো যে, এ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বা গোত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়নি; বরং-

১. মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহ যথা বনী নাজ্জার, বনী হারেছ, বনী সায়েদা, বনী জাশম, বনী আওস, বনী ছা'লাবাহ, বনী শতিয়্যাহ ইত্যাদি সকল গোত্রের পৃথক পৃথক ভাবে নাম উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ সকল ইহুদী গোত্রকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।

২. এও স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, এ সকল ইহুদী গোত্রের অধীনস্ত শাখা-প্রশাখা এবং তাদের আযাদকৃত দাস-দাসীরা পর্যন্ত এ অধিকার সমান ভাবে ভোগ করবে।

১৭. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
(Protection of the Minorities)

মদীনার সনদে শুধুমাত্র মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়নি এবং শুধুমাত্র তাদের জন্যেই আইন-কানুন প্রবর্তন করা হয়নি বরং মদিনার বসবাসরত সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র তাদের কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং কোন অবস্থাতেই আইন ও সংবিধানের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত না হয়; এবং তারা সমাজে ঝগড়া-বিবাদ ও জোর-জুলুমের মত কোন কাজে লিপ্ত হবেনা।

এভাবে ধারা ৩১ থেকে ৪০ পর্যন্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, মদীনার সনদের অন্তর্ভুক্ত সকল ইহুদী তথা বনী নাজ্জার, বনী হারেছ, বনী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সায়িদা, বনী জাশম, বনী আওস, বনী ছা'লাবাহ, বনী জাফনাহ্, বনী শাতিয়্যাহ এবং তাদের অধীনস্ত সকল ইহুদীও সেই অধিকার ভোগ করবে, যা বনী আওফ ভোগ করতে পারে।

এমনকি সংখ্যালঘুদের এত বেশী সুস্পষ্ট অধিকার দেয়ার পরও তাদেরকে মাত্র একটিই শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

ধারা ৩৮ তে বলা হয়েছে :

"ইহুদীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পূরণই আশা করা যাচ্ছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নয়।" [আর্টিক্যাল নং- ৩৮]

وأن البر دون الاثم۔

১৮. নারী অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান
(Guarantee of Women's Rights)

মদীনার সনদে যেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়, সেখানেই মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত নারী জাতির অধিকার সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করা হল। মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে নারীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে এমন কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়া হয়নি, যা স্বাভাবিক ভাবে নারী জাতির মর্যাদা তথা মান-সম্মানের বিপরীত হয়।

"কোন নারীকে তার পরিবারের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় প্রদান করা যাবে না।" [আর্টিক্যাল নং- ৫১]

وأنه لا تجار حرمة الا باذن أهلها۔

১৯. বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন
(Eradication of Opponents' Conspiracies)

মদীনা চুক্তির অধীনে যে ক্ষেত্রে মদীনার মুসলমানদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তির মাধ্যমে সুদৃঢ় অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে এ বিষয়ের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় যে, মুসলমানদের সেই আবহমানকালের শত্রু, যাদের কারণে তাঁরা মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তাদেরকে যেন দমন করার সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা করা যায়। যাতে ভবিষ্যতে কোনভাবেই মুসলমানদেরকে এ নিষ্ঠুর আপদের সম্মুখীন হতে না হয়।

১. এ বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, কুরাইশদেরকে কোনরূপ পরিত্রাণ দেয়া যাবে না; এবং কুরাইশদের সহায়তাপ্রদানকারীদের পক্ষে কোন ধরনের ফাঁক বা সুযোগও রাখা যাবে না। যাতে করে সামাজিক এ বিভেদের ফলস্বরূপ কুরাইশদের শক্তি বৃদ্ধি না পায়।

وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها-

"আর কুরাইশদের পরিত্রাণ দেয়া যাবে না। আর সেসব ব্যক্তিদেরকেও নয়, যারা তাদের সহযোগিতা করে।" [আর্টিক্যাল নং- ৫৩]

২. এ বিষয়টি সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন কাফেরের বিপরীতে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না; এবং কোন মুসলমান কোন ব্যাপারে অন্য কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহকারী হয়ে কাজ করবে না।

ولا يقتل مؤمن مومنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن-

"আর কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে কোন কাফেরের বদলায় হত্যা করবে না; এবং কোন কাফেরকে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে সহযোগিতাও প্রদান করবে না।" [আর্টিক্যাল নং- ১৭]

২০. মদীনাকে 'দারুল আমন' বা 'নিরাপদ জোন' ঘোষণা
(Madina was declared Sanctuary)

মদীনা-চুক্তিতে এতসব বিষয় ছাড়াও রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মতবাদগত দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- মদীনায় বসবাসরত জাতিগত ভিন্ন শ্রেণীগুলো হতে মদীনাকে 'দারুল আমন' বা 'নিরাপদ জোন' এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হেরম বা পবিত্র জোন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া। এর গুরুত্ব তখনই হতে পারে যখন আমরা এ যুগে মক্কাকে হেরম বা পবিত্র হওয়াসহ এর মর্যাদা ও সম্মানকে চাক্ষুষ অবলোকন করি। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মদীনাবাসীদের নিকট মদীনাকে পবিত্র জোন হিসেবে স্বীকৃতি নেয়াটা হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও কর্মক্ষমতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে।

وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة-

"আর ইয়াস্‌রিবের মধ্যস্থিত স্থান (অর্থাৎ সেই মাঠ যা পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত) এ নিয়ম পালনকারীদের জন্য পবিত্র জোন ('দারুল আমন' বা নিরাপদ জোন) হবে। (অর্থাৎ এখানে নিজেদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ)।" [আর্টিক্যাল নং- ৪৯]

মদীনাকে পবিত্র জোন ঘোষণা করার মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কেবল মদীনার বিভিন্ন জাতিগত শ্রেণী দ্বারা মানিয়ে নেননি, বরং মদীনার বুকে ভবিষ্যতে যেকোন সময়ে অনর্থক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘঠিত না হওয়ার সুদূরপ্রসারী-স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিতে

প্রাচ্যবিদরা যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে লিখেছেন তাদের মূল বর্ণনা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা সত্যের আশ্রয় খুবই কম নিয়েছেন। এজন্যই মানবতার ইতিহাসে মদীনা রাষ্ট্রের সংবিধানের যে গুরুত্ব রয়েছে আজ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে তার কোনও স্বীকৃত পাওয়া যায়নি। বরং প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জীবন চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে তারা এদিকে কোন দৃষ্টিপাতও করেনি। নিম্নে মদীনা রাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে প্রাচ্যবিদের অভিমত ব্যক্ত করা হল-

স্যার টমাস আরনোলড (Sir Thomas Arnold)

In order to appreciate his position after the Flight, it is important to remember the peculair character of Arab society at that time, as far at least as this part of the perninsula was concerned. Thera was an entire absence of any organised Administration or judicial system such as in modern times we connect with the idea of a Government. Each tribe or class formed a separate and absolutely independent body, and this independence extended itself also to the individual members of the tribe, each of whom recognised the authority of leadership of his chief only as being the exponent of a public opinion which he himself happend to share but he was quite at liberty to refuse his conformity to the (even) unanimous resolve of his fellow clansmen. Further there was no regular transmission of the office of Chieftain.....

we can understand how Muhammad could establish himself at Madina as the head of a large and increasing body of adherents who looked upto him as thier head and leader and acknowledged no other authority, ...without

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

exciting any feeling of insecurity, or any fear of encroachment on recognised authority, ... Muhammad thus exericised temporal authority over his people just as any other independent chief might have done, the only difference being that on the case of the Muslims a religious bond took the place of family blood ties.

(The Preaching og Islam)

হিজরত পরবর্তী তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অবস্থানকে বুঝতে হলে সমসাময়িক আরবের কমপক্ষে জাযিরাতুল আরবের সেই ভূখণ্ডের (মদীনা মুনাওয়ারার) তখনকার অবস্থাকে সামনে রাখতে হবে। তখন সেখানে কোনও ধরনের সরকার কিংবা আইন-আদালতের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি, যা আমরা বিশ্বে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করছি। প্রতিটি গোত্র বা সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র স্বাধীন অবস্থান বিদ্যমান ছিল। আবার সেই গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্বীয় গোত্রীয় ব্যক্তিদের মাঝেই সীমিত ছিল। অর্থাৎ গোত্রীয় লোকেরা তাদের নেতা নির্বাচন করত এ লক্ষ্যে যে, যাতে তাদের যৌথ অবস্থান কিংবা ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ হয়। এতদ্সত্বেও তারা সেক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল যে, তাদের যে কেউ তাদের সমষ্টিগত রায়ের বিরোধিতা করতে পারবে; অধিকন্তু গোত্রীয় নেতার মূলতঃ স্বতন্ত্র কোন অধিকারই ছিল না।

(উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) আমরা বুঝাতে পারি যে, কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনার নানা ধরনের মানুষের কাছ থেকে স্বীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন; (যা তাঁর পরিপূর্ণ রাজনৈতিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।) আর লোকেরা এসব কিছু শর্তহীনভাবে বা কোন ধরনের জোর-জবরদস্তি ছাড়াই মেনে নিয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এভাবে মানুষের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন, যেভাবে অন্যান্য স্বাধীন গোত্রীয় নেতাদের স্বীয় লোকদের উপর ছিল। কিন্তু এখানে একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, এ ঐক্যের পেছনে কোন ধরনের রক্তসম্পর্ক ছিলনা, বরং তা ছিল ধর্মীয় ঐক্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর. এ. নিকলসন (R. A. Nicholson)

Muhammmad's first care was to renconcile the desperate factions within the city and to introduce law and order among the heterogeneous elements which have been descrived. " He drew up in writing a charter between the Emigrants and the Helpers, in which charter he embodied a covenant with the Jews, confirming them in the exercise of their religion and in the possesion of their properties, imposing upon them certain obligatins and granting to them certain rights." Tis remarkable document is extant in Ibn Hisham's Biography of Muhammad. Its contents bave been analysed in masterly fashion by Wellhausen, who observes with justice that it was no solemn covenant, accepted and duly ratified by the representatives of the parties concerned, but merely a decree of Muhammad based upon condition already existing which developed since his arrival in Maddina.

At the same time no one can study it without being impressed by the political genius of the author. Ostensibly a cautious and tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad durst not strike openly at the indepndence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power the tribe to the community; and although the community included Jews and pagans as well as Muslims, he fullyrecognised, what his opponents failed to see, that the Muslims were active, and must soon be the predominant partners in the newly founded state.

(A Literary History of the Arabs)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

মদীনা আগমনের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রথম কাজ ছিল শহরে বসবাসরত বিভিন্ন স্তর ও গোত্রের লোকদের মধ্যকার ঐক্য সৃষ্টি করা এবং নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিনি মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার একটি চুক্তি স্থাপন করেন এবং পাশাপাশি ইহুদীদের সাথেও একটি চুক্তি স্থাপন করেন; যার অধীনে সকলকে স্বীয় ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির মালিকানা অধিকার প্রদান করা হয়। একইসাথে তাদেরকে কিছু অধিকার দেয়ার পাশাপাশি তাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এ ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট ইবনে ইসহাক রচিত 'সিরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা' নামক গ্রন্থে এখনও বিদ্যমান। ওয়েল হাছন এ তথ্য ও উপাত্তগুলোর গঠনমূলক বিশ্লেষণও করেছেন। যার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল (ওয়েল হাছান'র দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু সঠিক ছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত ছাড়াই) এটি এমন কোনও নিয়মতান্ত্রিক চুক্তি ছিল না, যা প্রতিনিধিদের ঐকমত্যের পরিপেক্ষিতে সম্পাদিত হয়; বরং তা আগে থেকে বিদ্যমান সেসব শর্ত ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ঘোষণা ছিল, যা তাঁর মদীনা আগমনের ফলে উপস্থিত হয়েছে।

(একথা সত্য যে,) এ তথ্যাবলী নিয়ে প্রকৃত বিশ্লেষণ কোন ব্যক্তিই তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছাড়া করতে সক্ষম হবে না। এ ডকুমেন্টটি বাহ্যিকভাবে যদিও একটি সমঝোতা স্বাক্ষর, কিন্তু মূলতঃ তা ছিল একটি বিপ্লব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যদিও বা বাহ্যিকভাবে গোত্রগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করেননি, কিন্তু মূলতঃ তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুকে গোত্রকেন্দ্রিক থেকে জাতীয় কেন্দ্রিক করার মধ্য দিয়ে গোত্রীয় প্রভাবকে নিঃশেষ করেছিলেন। যদিও বা জাতীয়তায় ইহুদী, কাফির, মুশরিকরা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমনিভাবে সংবিধানে তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিরোধীরা সে বিষয়টি আঁচ করতে পারেনি যে, মুসলমানরাই মূলতঃ সক্রিয় ও সচেতন ছিল; এবং খুব তাড়াতাড়িই এ গঠিত সরকারের মূল দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সিংহভাগ তাদেরই অংশে হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জে. ওয়েল হাছন (J. Wellhausen)

The community (of Madina) was divided into two hostile camps Aus and the Khazraj. Murder and manslaughter were the order of the day; no body dared venture out of his quarter without danger, there reigned a tumult in which life was impossible. Wanted was a man to step into banish anarchy; but he must be neutral and not involved in the domestic rivalry. Then came the Prophet from Mecca, as if God-sent. Blood, as a bond of union, had failed; he put faith in its place. He brought with him a tribe of Believers; the companions of his flight from Mecca, and slowly advancing steadly step by step, he established the commonwealth of Madina on the basis of religions as an Ummat Allah, a congregation of God..... what had to be done was the elementary work, the establishment of order and the restoration of peace and right. Since ther was no other authority a religious authority took the lead, got the power into its hands and secured its position by performing what was expected of it. Muhammad displayed the gift of ability to deal with arrairs in the mass.....

In the circumstances stated the power of the religion appeared chiefly as a political force. It created a community, and over it an authority which was obeyed. Allah was the personification of the state supermacy. What with us is King's name was done in the name of Allah..... The idea of ruling authorities, till then absolutely foreign to the Arabs, was introduced through Allah. In this there was also the idea that no outward or

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

human power, but only a power inwardly acknowledged and Standing above mankind, had the right to rule. The theocracy is the negation of the Mulk, or earthly kingdom. The privilege of ruling is not a privilege for the enjoyment of the holder of it; the kingdom belongs to God, but His Plenipotentiary, who knows and carries out His will is the Prophet. He is not only the harbinger of truth, but also the only lawful ruler upon earth. Besides him no king was a place, and also no other Prophet..... The Prophet represents the rule of God upon earth; Allah and His messenger and always boun up in each other, and stand together in the Creed. The theocracy may be defined as the commonwealth, at the head of which stands, not the king and the usurped or inherited power, but the Prophet and the law of God.

(Arab Kingdom and its Fal....)

মদীনার অধিবাসী আওস ও খাযরাজ মূল দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যকার খুন-খারাবী ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। কোন ব্যক্তিই তার ঘরের বাইরে নিরাপদ ছিলনা। পরস্পর সংঘাতের এ অনল প্রভাবে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল। তাই সেখানে এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যিনি এ অন্যায়কে চিরতরে সমাপ্ত করে দেবেন। তবে এ ব্যক্তিত্বটি এমন হওয়া চাই, যিনি কোন পক্ষেরই হবেন না এবং কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ও আসীন হবেন না। এ নাজুক পরিস্থিতিতে মক্কা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদিনায় উপস্থিত হন। মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে (মদীনা) পাঠিয়েছেন। যে ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক পরস্পরের মাঝে কোন ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি আক্বীদা বা ধর্ম বিশ্বাসকে স্থান দিয়েছেন। তিনি ঈমানদারদের একটি দলও তাঁর সাথে করে নিয়ে এসেছেন। ধীরে ধীরে তিনি মদিনায় প্রতিষ্ঠা করেন একটি যৌথ বা বহুমাত্রিক রাষ্ট্র, যার ভিত্তি ছিল সবাই আল্লাহর দল/জাতি। তার সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন করার ছিল তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ ছিল- আইনের প্রয়োগ এবং নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা। যেহেতু মদীনায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন শাসক ছিল না; তাই (ধর্মীয় শাসনের নিরিখে) তিনি নেতৃত্ব ভার গ্রহন করলেন এবং ক্ষমতা নিজ করায়ত্বে নিয়ে নিলেন। আর স্বীয় অবস্থানকে এতবেশী দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছেন যা ছিল পরিস্থিতির দাবী। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ বিষয়াদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পূর্ণ (রাজনৈতিক) দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ধর্মীয় শক্তি একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবর্তন করল। এতে করে একটি সমাজ তথা একটি যথাযথ ক্ষমতা উপস্থিত হল, যার আনুগত্য করা যায়। সকল ক্ষমতার মূল উৎস হিসাবে মহান আল্লাহর সত্তাকে নেয়া হলে আমাদের এখানে যা রাজার নামে হত, তা আল্লাহর নামে (অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) হতে লাগল। শাসন পরিচালনার এখতিয়ার ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা হিসেবে প্রচলিত হতে লাগল, যা তখনও আরবদের কাছে অপরিচিত বা অজানা বিষয় ছিল। এমনিভাবে এ ধারণারও প্রচলন করা হল যে, পার্থিব কোন শক্তি কিংবা কোন মানুষ ক্ষমতা প্রয়োগের (মূল) অধিকার রাখে না; বরং এ ক্ষমতা মহান আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত, যার স্বীকারোক্তি ঈমানদারগণ এবং উন্নতমানের অধিকারীগণ হৃদয় থেকে ব্যক্ত করে থাকে।

ধর্মীয় শাসন মানেই হলো রাজত্ব বা বাদশাহী প্রথার নির্মূল। (মানুষের ক্ষেত্রে) শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা মানে এ নয় যে, সে তার ক্ষমতার মাধ্যমে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কেননা, শাসন ও রাজত্বের (মূল) সম্পর্ক আল্লাহর সাথে; কিন্তু তার রাসুল হলেন এ আইন-কানুন গুলোকে গ্রহণকারী এবং তাঁরই শক্তি মোতাবেক তা প্রয়োগকারী। নবীগণ শুধুমাত্র মানব জাতিকে সত্যের পথ প্রদর্শনকারীই নন বরং তাঁরা পৃথিবীতে আইন বাস্তবায়নকারীও বটে। তার মর্জি ছাড়া কেউ না শাসক হন, না নবী। রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পৃথিবীতে আল্লাহর আইনের ধারক ও বাহক। শিক্ষা-আক্বীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ ও তাঁর নবীগণ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

থিওক্রেসী (Theocracy) এমন একটি সমন্বিত রাষ্ট্রের নাম যার প্রধান না কোন বাদশাহ, না কোন স্বৈরাচারী কিংবা বংশীয় ক্ষমতা; যার আইন হলো একমাত্র আল্লাহরই আইন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফ্রান্টস্ বোহ্‌ল্ (Frants Buhl)

The task which awaited him placed the greatest strain on his diplomatic and organizin abilities. He could only rely with the absolute certainty on those who had migrated with him (the Muhajirun), for their whole existence depended entirely on him, and of course only there had migrated who were firmly convinced for the truth of his mission. In addition, there were those Madinese who had already adopted Islam or did so soon after his arrival, the so called Ansar of "helpers" who, however, formed only a portion of the inhabitants of Madina. He only found direct opposition in a few families, like the Aws but at the same time there were a number who while they did not exactly oppose him reluctanly accepted the new relationship, the so called munafikun who were to cause him much anxiety.....A further danger lay in the fact that the old and bitter feud between the two chief parties, the Aws and Khazraj, had by no means died down but might easily break out again on any occassion. Finally, there were the Jews and the judaicised tribes in Madina who played an important part because of their wealth and the support they had in the Jewish colonies of khaiber.....

Muhammad had to form a united community out of these heterogeneous elements. The first problem was how to procure the necessary means of subsistence for the emigrants, who were for the most part without means or work, which could for the time being only be done through the self-sacrifice of the Ansar. To strengthen their claims for protection, he ordered the relationship of brotherhood, to be created between each emigrant and a man of Madina.....

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

On the other hand, we possess for a some what later period when relationship between Muhammad and the Jews had begun to be strained, a valuable document in Muhammad's constitution which has been preserved by Ibn Ishak. It reveals his great diplomatic gifts for it allow the ideal which he cherished of an Umma definetly religious in outlook to sink temporarily into the background and is shaped essentially by practical considerations. It is true that the highest authority is with Allah and Muhammad, before whom all matters of importance are to be laid, but the Umma included also Jews and pagans.....

(Shorter Encyclopaedia of Islam)

"(মদীনায় হিজরতের পর) তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার সামনে একটি বড় ধরনের কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। তিনি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সেই সাথীদের উপর নির্ভর করতে পারতেন, যারা তাঁর সাথে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। কেননা, তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর সাথে সম্পর্কের উপরই নিহিত ছিল। আর এও যে, হিজরতকারীগণ ছিলেন তারাই, যারা সম্পূর্ণ প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে (অর্থাৎ বুঝে-শুনে ও ভেবে-চিন্তেই) তাঁর এ মিশনের সত্যতাকে গ্রহণ করেছিলেন। এরা (সেই মুহাজিরগণ) ছাড়াও মদীনাবাসীদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যারা হয়ত বা হিজরতের পূর্বে অথবা হিজরতের পরক্ষণেই ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। তাদেরকে 'আনসার' হিসাবে নামকরণ করা হয়। যদিও বা তারা ছিলেন মদীনায় বসবাসরত মূল অধিবাসীদের একটি অংশ মাত্র। (মদীনায়) তাঁকে অনেক গোত্র যথা 'আওস' গোত্রেরও বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তাদের পাশাপাশি এমন কিছু লোকও ছিল যারা সরাসরি তাঁর বিরোধিতা করেনি। বাহ্যিকভাবে কপটতার লক্ষ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে; তাদেরকে বলা হত 'মুনাফিক'। তারা তার নানা ধরনের মাথা ব্যাথার (সমস্যার) মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

আরেকটি অতিরিক্ত ঝুঁকি তাঁর সম্মুখীন হল, তাহলো- মদীনার দু'টি বড় গোত্র আউস ও খাযরাজ এর মধ্যকার বিরাজমান ভয়াবহ শত্রুতা, যা এখনও সম্পূর্নরূপে শেষ হয়নি; বরং যে কোন অবস্থায় পুনরায় তা প্রজ্জ্বলিত হতে পারে। এ ছাড়াও মদীনায় ইহুদী ও তাদের নানা দল ও গোত্র ছিল, যারা (তাঁর বিরুদ্ধে) বড় ধরনের চাল চালিয়েছে। কেননা, তারা শুধু ধনীই ছিল না বরং খায়বরে বসবাসরত ইহুদী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও মদদপুষ্ঠ ছিল।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে নানা দলে বিভক্ত এ জনগোষ্ঠীকে এক কাতারে পরিণত করতে হবে। প্রথমতঃ মুহাজিরগণের রক্ষণা-বেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে উপায় ও মাধ্যম সৃষ্টি করতে হবে। কেননা, তাদের অধিকাংশই নিঃস্ব, অসহায় ও অবলম্বনহীন ছিলেন। আর তাদেরকে সচল ও সক্ষম হিসেবে গড়ে তোলা নির্ভর করছিল সম্পূর্ণরূপে আনসারগণের বদান্যতা ও ত্যাগের উপর। তাদের যথাযথ হেফাযতের লক্ষ্যে তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন, যা আনসার (মদীনার আদি অধিবাসী) ও মুহাজিরগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

অন্যদিকে পরবর্তী পর্যায়ে যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং ইহুদীদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও প্রসারিত হয়ে আমরা এক মূল্যবান দলিল 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আইন' পেয়েছি , যা ইবনে ইসহাক (স্বীয় কিতাবে) বর্ণনা করেছেন। এ সাংবিধানিক দলিল তাঁর মহান রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই বহিঃপ্রকাশ। কেননা, তারই অনুকূলে সেই আদর্শবান জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে, যার জন্য তিনি অত্যন্ত ত্যাগ ও পরিশ্রম করেছেন। আর যা ধর্মীয় বিরোধ ছিল তা তিনি দক্ষতার সাথে নিরসন করেন। (এ রাষ্ট্রে সংবিধানের) সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হাতে ছিল, যাদের কাছেই জাতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপিত হত। এমনকি একই জাতিতে (রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্যে) ইহুদী ও অমুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাউরিচ গাডফেরয় ড়িমোমবাইন্‌জ
(Maurice Gaudferoy Demombynes)

In the course of the negotiations that he had undertaken during these past years, and in the difficult task of guiding the little flock of the faithful, Muhammad had assumed the fole of a judge, a lawgiver and a chief, functions for which it would appear that he had become fit, suddenly and miraculously, as soon as he had planted his foot i Quba, at the gates of Madina.....

On arriving in Madina, Muhammad concluded with the local Arab tribes a pact which, without providing absolutely for their conversion to Islam, bound them to recognise his personal authority.

(Muslam Insfitutions)

হিজরত পরবর্তী বছরগুলোতে ঈমানদার ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের বিশাল দলের নেতৃত্ব দানের এ কঠিন সময়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একজন ন্যায়সম্মত আইন প্রণেতা ও তাদের সর্বাধিনায়ক হবার কার্যাদি সম্পাদন করেন। এ পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকা থেকে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মদীনার মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে অলৌকিকভাবে এ কার্যাদি সম্পাদনের জন্য তিনিই যথোপযুক্ত ছিলেন। (অথচ তাঁর হিজরত ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে)।

মদীনা পৌঁছার পরক্ষণেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেখানে বসবাসরত আরব গোত্রগুলোর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। যার অনুকূলে তিনি তাদেরকে সরাসরি মুসলমানে রূপান্তরিত না করা সত্ত্বেও তারা তাঁকে তাদের সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নিতে বদ্ধ পরিকর হলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্যার জন বেগট গ্লোব (Sir Jhon Bagot Glubb)

It will be seen from the subject treated in the "covenant with the Jews" that the Messenger of God, immediately on his arrival in Madina, had been drawn into politics, administration and justice. As the executive leader of a growing community which was obliged to provide for its own survival and security, this development was probabaly inevitable. Neverthless, it marked a complete change in the Apostle's way of life. The patient, dedicated and persecuted Prophet had changed almost overnight into the politician and statesman. The change may, of course, have been more apparent than real. It is probable that he had long since foreseen that his mission would lead him into politics.

(The Lief and Times of Muhammad)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তার মূলকথা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও বিচার পরিচালনার মূল দায়িত্ব নিজহাতেই নিয়ে এসেছেন। একটি ক্রমবর্ধমান (মুসলিম) সমাজের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকে থাকার তাগিদে খুবই প্রয়োজন ছিল। এর ফলে তাঁর জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়। ধৈর্য্যশীল, স্বীয় মিশনের সফলতার লক্ষ্যে নিষ্ঠা ও নির্যাতন সহ্যকারী নবী একজন রাজনীতিবিদ ও শাসকে পরিনত হলেন। এটি অনেক বড় লক্ষণীয় পরিবর্তন। হয়ত তিনি অনেক আগেই এ বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, তাঁর এ মিশন সামনে এগিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ডি. এস. মারগোলিউথ (D. S. Margoliouth)

That the office of a Prophet involved all the duties of a king, and both religious and politial leadship, was doubtless understood by him. And we can imagine the delight with which a man throughly qualified for ruling found himself at last in a position in which his talents could be exercised..... The rudimentary organisation which had existed, among the tribes before his arrival did not immediately disappear. Gradually, however, the consitution of Madina..... Disputes between his followers were naturally brought to him to settle, and presently disputes between them and their neighbours.

(Muhammad and the Rise of Islam)

নবীর পদমর্যাদা হল রাজা ও নবী। অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় পদমর্যাদাকে শামিল করে। এক্ষেত্রে আমরা এ ধারণা পোষণ করতে পারি। কেননা, শাসন পরিচালনার যোগ্যতা বলেই তিনি পদমর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেখানে তার রাজনৈতিক যোগ্যতার বহিঃ প্রকাশ..... সেই প্রাথমিক (সামাজিক) রীতি, যা তিনি মদীনায় আসার পর বিভিন্ন গোত্রের মাঝে লক্ষ্য করেছেন, তা একদিনেই খতম হয়ে যায়নি, যতক্ষণ না রাজনৈতিক ক্ষমতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হাছিল হয়। ফলে তা ধীরে ধীরে আইনে পরিনত হলো। তাঁর অনুসারীদের পরস্পর বিরোধ, তাদের ও এলাকাবাসীর পরস্পরের দ্বন্দ নিরসনের জন্য তাঁরই সামনে উপস্থাপন করা হত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

রবিন লেভি (Robin Levy)

To outward seeming, then, little change immediately affection the lives of Muslims was introduced by the charter. In reality, however, the document itself makes clear there has been made the great change that henceforward ultimate authority for the doings of the community rested not with the chiefs or the collective voice of the people, but Muhammad and beyond him, with Allah. This intrduced an idea foreign to the Arabs namely that of an overlord. The individuals who compose the Islamic community are made to resign a good part of their ancient freedom, to forego their free choice of a leader and to bow to divine authority. They had in fact, become a theocracy, a community of God, a state in which the political power was held by Allah and his apostle Muhammad. There could be no distinction here of church and state. The Umma, the community, Partook of the nature of the both and the purposes of one were the puroposes of the other. Similarly, the Prophet derived his political power from his divine office, and nothing else.

(The Social Structure of Islam)

মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী যে পরিবর্তন ঘটেছে তা আইন দ্বারা খুব কমই হয়েছে। এ সনদ দ্বারা যে পরিবর্তন ঘটেছে তা মদীনা রাষ্ট্রের জনগণের নানা বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব গোত্রপতি কিংবা কোন মানুষের সম্মিলিত অভিমতের উপর অর্পন করেননি; বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং তার সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশের উপরেই অর্পণ করেন।

এ সনদ আরব জাতিকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ একজন আইনজ্ঞ ও শাসকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের রোকন ছিলেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারা স্বেচ্ছাচারিতা এবং শাসক নির্বাচনের অধিকার ত্যাগ করে নিজেদেরকে মহান শাসক আল্লাহ তাআলার কাছে সমর্পন করেন। এভাবে তারা আল্লাহর একটি রাষ্ট্র কায়েম করেন। অর্থাৎ এটি এমন একটি রাষ্ট্র, যার রাজনৈতিক শক্তি ছিল আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসুল। এ রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির কোন পার্থক্য ছিল না। সকল মুসলমানের ধর্ম ও রাজনীতি একাকার হয়ে অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। এভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা খোদায়ী ঐশী বিধান থেকে রাজনীতির শক্তি অর্জন করেন।

জোসেফ হেল (Joseph Hell)

The so called ordinance governing the communityof Madina shows so rare a statesmanship and is of such ffar-reaching import that we must acquaint ourselves with its main provisions..... these passages read as if they were laying down the basis of an islamic state.

(The Arab Civelization)

মদীনা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রবর্তিত আইন থেকে তাঁর তুলনাহীন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রকাশিত হয় এবং যা গুরুত্বের দিক থেকে অনেক ফলাফল বহন করে। যার জন্য আমাদেরকে এ আইনের ধরণ ও তার নানাদিক সম্পর্কে জানতে হবে। .....

এ আইনের ভাষা দ্বারা এ কথাটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এর ফলে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

ফ্রান্সসিসকে জাবরিয়েলী (Farncesco Gabrieli)

The polytheists of Makkah appear as the common enemy, to which the composite community of Yathrib stands opposed, whether for religious or political reasons.

মদীনা সনদের অনুকূলে মক্কার মুশরিকরা মদীনাবাসীর সম্মিলিত শত্রু হিসেবে বিবেচিত হল। যার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তাগিদে মদীনার সকল শ্রেণীর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

জি. এম.ড্রিকাট (G. M. Draycott)

The treaty between Mohomet and the Bedouin Tribes markes the begining of a significant development in his foriegn policy. Like the Romans, and all military nations, he knew the worth of making advantageous alliances, while he was clear-sighted enough to realise that the struggle with Mecca was inevitable. During the months preceeding the battle of Bedr he concluded several treaties with desert tribes, and it is to this policy he owned in part his power to maintain his aggressive attitude towards Koreish, for with the alliance of the tribes around the Carvan routes Mahomet could be sure of hampering the Meccan trade.

(Mahomet)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও আরব গোত্রদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি তাঁর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষণীয় অগ্রগতিরই বহিঃপ্রকাশ। রোমান ও অন্যান্য সকল সৈনিক জাতির ন্যায় তিনিও জানতেন ঐক্যবদ্ধ বা জোটবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। এমতাবস্থায় তিনি এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও তৎপরতা অব্যাহত রাখা অতীব আবশ্যক। বদর যুদ্ধের পরবর্তী মাসগুলোতে তিনি মরুভূমিতে অবস্থানরত গোত্রগুলোর সাথেও কিছু চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এটা সেই নীতিরই ফলাফল ছিল যে, তিনি কুরাইশদের হামলা করার মত শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। কেননা, নানা গোত্রের সাথে জোট গঠনের কৌশলের মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদেরকে কাবু করার লক্ষ্যে) বাণিজ্যিক রাজপথে মক্কার বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিউ কেনেডি : (Hugh Kennedy)

To begin with the Emigrants were quartered in the houses of those among the people of Madina who had invited them, now known as the Ansar of Helpers of the Prophet, but if this arrangement had continued, they might have become little more than hangers-on, constantly needing help and protection. To avoid this, a series of agreements were drawn up in the first two or three years after the Hijra, agreements which are known collectively as the Constitution of Madina. This takes the form of agreements between Muhajirun and the people of Yathrib (Madina). Allthe believers are described as umma, a community apart from the surrounding pagan society, and they are to make war as one. The bond between members of the umma transcends any bonds or agreements between them and the pagans and they are all to seek revenge if any Muslim is killed fighting "In the way of God". If, however, one Muslim kills another, then the normal rules of retaliation continue to operate, with the proviso that the Muhajirun, who had no close relatives in the city, were to be considered as a clan like any of the native clans of Madina. There are also clauses dealing with relations with the Jews, who are partners in the affairs of Madina and bear their share of the expenses of warfare as long as there is no treachery between them and the Muslims, although both Muslims and Jews will keep their own religion Muhammad is only mentioned twice, both times to emphasize that the arbitration of any disputes belongs to God and Muhammad; no other arbitrators are mentioned. The documents, then, tried to solve the problems of justice within the city and relations with

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

outsiders, but they do not suggest that the power of Muhammad was absolut or lay any emphasis on religious affairs. Madina was to be a haram as Mecca was, for its people, and Muhammad was to be its founding holy man.

Clearly the constitution of Madin only illustrates some aspects of Muhammad's authority in the early years after the Hijra. In the eight momentous years which followed, his energies and those of his followers were devoted to establishing his unqestioned authority with in Madina, con ducting an effective struggle against Mecca, attracting the alliance of as many of the surronding nomad tribes as would co-operate and working out the rules and role of the Muslim community. All these processes went hand in hand and the struggle against the Meccans was instrumental in the establishment of power within Madina, while the support of outside tribes materially to his eventual success.

(The Prophet and the Age of the Caliphates)

প্রথমাবস্থায় মুহাজিরগণ মদীনাবাসীদের (যারা তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে মদীনায় নিয়ে যান) ঘরে অবস্থান করতেন। মদীনাবাসীদেরকে 'আনসার' বা সাহায্যকারী বলা হয়। যদি এ পদ্ধতি অব্যাহত থাকত তাহলে মুহাজিরগণকে আনসারগণের উপরই নির্ভর করতে হত, যেখানে মুহাজিরগণের রক্ষা ও সাহায্য করা সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজন হত। তাই তিনি মদীনায় হিজরতের পর প্রথম দুই-তিন বৎসরে বেশকিছু চুক্তি সম্পাদন করেন, যেগুলোকে সম্মিলিতভাবে 'মীছাকে মদীনা' বা 'মদিনার সনদ' বলা হয়। এমনিভাবে মুহাজির ও মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু চুক্তি সম্পাদিত হয়। সকল ঈমানদারকে একই জাতি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। এমন জাতি যারা চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত কাফিরদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন এবং তাদেরকে (শত্রুদের বিরুদ্ধে) ঐক্যভাবে যুদ্ধও করতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হত। এ নবগঠিত জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক কাফিরদের সাথে কৃত যে কোনও চুক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও গঠন মূলক ছিল। যদি আল্লাহর পথে কোনও মুসলমান প্রাণ দিত, তারা সবাই মিলে তার প্রতিশোধ নিত। এমনকি কোন মুসলমান যদি অন্য মুসলমানকে হত্যা করে, তখন তার বিচারের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হত। আর মুহাজিরগণের (যাদের মদীনায় কোন আত্মীয় বা বংশীয় সম্পর্ক ছিল না) এভাবে একই জাতি ও গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হত, যেভাবে মদীনায় বসবাসরত অন্যান্য স্তরের জনগণ ও গোষ্ঠীর সাথে করা হত। এতে ইহুদীদের সাথে সম্পর্কের বিষয়কেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যারা মদীনার কর্মকাণ্ডের অংশীদার ছিল। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ও মুসলমানদের মধ্যকার সম্পাদিত কোন চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না বা কোন ওয়াদা ভঙ্গ করবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধে নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করত। যদিও বা মুসলমান ও ইহুদীদের পৃথক পৃথক ধর্ম ছিল; কিন্তু সংবিধানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নাম দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- এভাবেই যে কোন ধরনের বিষয়ে ফয়সালা বা সমাধানের এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরই রয়েছে। তাঁরা ব্যতিত অন্যকোন বিচারকের আলোচনা এখানে করা হয়নি।

এ সনদে নগরবাসীর মধ্যকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলোর মীমাংসা করা এবং বহিঃগোত্র সমূহের সাথে মজবুত সম্পর্ক নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে মৌলিক উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এমনিভাবে সনদে এ বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এখতিয়ার বা ক্ষমতা সার্বভৌম ছিল (অথচ তার আলোচনা এতে বিদ্যমান)। অনুরূপ ভাবে কোন ধর্মীয় লেন-দেন বা কর্মকাণ্ডের উপর জোর দেয়াও হয়নি।

হিজরত পরবর্তী শুরুর বছর গুলোতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এখতিয়ারে মদীনার সনদ সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে। পরবর্তী আটটি বছর তিনি এবং তাঁর সাহাবাগণ নিজেদেরকে মদীনায় তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। যেজন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারা মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। মদীনার আশে পাশে বসবাসরত গোত্রের সাথে যতটুকু সম্ভব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পরস্পর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। আর মুসলিম সমাজের জন্যে তাদের মূলনীতি ও তাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব দিক ও স্তরগুলো পাশাপাশি সামনে অগ্রসর হচ্ছে। মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচেষ্টা ও কঠোর পদক্ষেপ মদীনায় তাঁর শক্তিকে সুদৃঢ় করা এবং বহিঃগোত্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান তাঁর চুড়ান্ত সফলতা ও আশানুরূপ ফলাফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে।

ট্রুড এহলার্ট : (Trude Ehlert)

A more significant factor in the termination of these early arrangements in Madina may have been the formal agreement established between Muhammad and all the significant tribes and familes. Fortunately, Ibn Ishak preserved a version of this very valuable document, called the Constitution of Madina..... It reveals his (Holy Prophet's) great diplomatic skills, for it allows the ideal that he cherished of an Ummah (community) based clearly on a religious outlook to sink temporarily into the background and is shaped essentatially by parctical considerations. It is true that the highest authority with God and Muhammad before whom all matters of importance were to be laid but the Ummah as portrayed in the Constitution of Madina included also Jews and polytheists.....

(The Encyclopaedia of Islam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনায় তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় পদক্ষেপ ছিল- মদীনার বসবাসরত অন্যান্য সব উল্লেখযোগ্য গোত্র ও বংশ গুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও সন্ধি সমূহ।

সৌভাগ্যবশতঃ ইবনে ইসহাকও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বা সন্ধিকে যাকে 'মদীনা রাষ্ট্রের সংবিধান' হিসেবে নামকরণ করা হয়, সংরক্ষণ করেছেন।

এ সংবিধানের মধ্য দিয়ে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহান রাজনৈতিক পারদর্শিতা ও গঠনমূলক কৌশলের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। কেননা, এরই ফলশ্রুতিতে এ আদর্শ জাতি গঠনের পথ সুগম হয়, যার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ শাসন (খোদানী আইনের) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং বাস্তব চিন্তাধারা ও গঠনমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। একথা সত্য যে, সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'রই ছিল, যার সামনে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করা হত। তবে এ সংবিধানে জাতি পরিচিতির ক্ষেত্রে ইহুদী ও অমুসলিমদেরকেও জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উইলিয়াস থাম্‌সন (William Thomson)

Muhammad's fight from Mecca to Madina the famous Hijra under threat of murder, opened up a new era for Islam and for the world. For in Madina Muhammad set about vigorously from the very beginning to establish his new community, organised, not on the ancient basis of family and tribal loyalty, but on the revolutionary principle of obedience to God and to himself as God's apostle, through whom God's will and law for man were revealed.

(Twentieth Century Encyclopaedia of Religious Knowledge)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

Muhammad's stronghold at Madina lay strategically athwart the Meccan carvan route to the North. The Prophet toiled and schemed to gain a stranglehold on their trade by detaching the tribes dwelling along that route from the Meccan affiliations either b skilful diplomacy or by a show of force when necessary this course lad inveitably to war with Macca.

(Twentieth Century Encyclopaedia of Religious Knowledge)

মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে হত্যার হুমকির কারনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফলে ইসলাম ও সারা বিশ্বের জন্য এক নবযুগের সূচনা হলো। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদীনায় তাঁর প্রথম দিন থেকেই স্বীয় নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন, যা বংশীয় সম্পর্ক ও গোত্রীয় বিশ্বাসের সেই সনাতনধর্মী নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আনুগত্যের বৈপ্লবিক নীতিমালার উপর গঠিত হয়। কেননা, আল্লাহর রাসুলগণ (আ.) ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাধ্যমেই আল্লাহর সুস্পষ্ট ও মানুষের জন্য তাঁর প্রবর্তিত আইনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

(মদীনা সনদের অনুকূলে) মদীনার উপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর (রাজনৈতিক) ক্ষমতা ও এখতিয়ারের উদ্দেশ্য হলো- উত্তর দিক থেকে বাণিজ্যিক পথ মক্কাবাসীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি তাদের বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ হাসিল করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করলেন। এজন্য তিনি বাণিজ্যিক রাজপথের আশে-পাশে বসবাসরত গোত্রগুলোকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা-কৌশল বা শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের থেকে পৃথক করেছিলেন, যা আবশ্যকভাবে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (অতঃপর মক্কা বিজয়) এর রূপধারণ করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এড্ওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon)

Muhammad in the exercise of a peaceful and benevolent mission, had been despoiled and banished by the injustice of his countrymen. The choice of an independent people had exalted the fugitive of Mecca to the rank of a sovereign; and he was invested with the just prerojative of forming alliances and waging defensive and offensive war..... The injustice of Mecca and the choice of Madina transformes the citizen into a prince the humble preacher into the leader of armies.

(The Decline & Fall of the Roman Empire)

(মক্কায়) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে স্বীয় নিরাপত্তামূলক ও কল্যাণজনক তৎপরতা বা মিশনের কারণে স্বজাতিরা তাকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে এবং নিজ মাতৃভূমি (মক্কা) থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। তাঁর স্বাধীন লোকেরা তথা মদীনাবাসীরা তাদের নির্বাচনে তাঁকে হিজরতকারীদের মধ্য থেকে শাসক নির্বাচিত করে নিলেন এবং মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে (মদীনা সনদ আকারে) তাকে সকল পরিচালনা অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

উইলিয়াম মন্টগোমারী ওয়াট : (W. Montgomery Watt)

(According to the constitution of Madina) The referring of disputes to Muhammad, closely connected with the recognition of him as Prophet. The wording of the constitution is that disputes are to be referred to God and to Muhammad. The idea that one of the functions of a Prophet; to mete out justice occurs in a Meccan passage of the Quran "each community has a messenger, and when their messenger comes, judjement is given between them with justice and they are not wronged." (10:47,48)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

This point was doubtless realized by the Medinans when they recognized Muhammad as Prophet, part of what attracted them to him as the hope that he would be able to put an end to the internal disputes that made life in Madina intolerable.

(Muhammad at Madina)

(মদীনার সংবিধান অনুযায়ী) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সামনে উপস্থাপন করা মানে একথার প্রমাণ বহন করে যে, মদীনাবাসী তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। (তাঁকে শুধু নবী হিসেবেই মেনে নেয়নি, বরং একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও মেনে নেয়া হয়েছে, যা মেনে নিতে মি: ওয়াট গবেষণাগত কৃপণতার পরিচয় দিয়েছেন।) মদীনা সনদের ভাষা ছিল এ যে, সব ধরনের সমস্যার সমাধানে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সামনে উপস্থাপন করা হবে; এ বিশ্বাসের কারণে যে, নবীর দায়িত্বের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারও শামিল। পবিত্র কুরআনের মক্কী সূরার এ আয়াতে তা বিবৃত হয়েছে :

"প্রত্যেক জাতির জন্য এক একজন রাসুল রয়েছেন, যখন তাদের রাসুল আসবেন তখন তাদের মধ্যকার ন্যায় ফয়সালা করা হবে; তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা।" (সূরা ইউনুস : ১০)

যখন মদীনাবাসী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে নবী হিসেবে মেনে নিল তখন তাদের স্মরণে এ কথাটি বিদ্যমান ছিল এবং এ ধারণার নিরিখেই তারা (তাঁকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য) তাঁর প্রতি আশান্বিত ছিল যে, তিনি তাদের মধ্যকার বিদ্যমান সেই আভ্যন্তরীণ বিভেদসমূহ চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, যেগুলো মদীনার জীবনযাত্রাকে অসহনীয় করে তুলেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদের ধারাসমূহ

The Constitution of Islamic State of Madina

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মদীনার সনদের ধারাসমূহ
The Constitution of Islamic State of Madina

ধারা-১
লিখিত সংবিধান
Consitutional Document

আরবী : هذا كتاب من محمد النبى (رسول الله ﷺ)

ইংরেজী :

This is a constitutional document given by Muhammad (SAW), the Prophet. (Messenger of God).

বাংলা :

"এ দলীল আল্লাহ্‌র নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পক্ষ থেকে লিখিত সংবিধান।"

ধারা-২
রাষ্ট্রের সাংবিধানিক সম্প্রদায়
Consitutional Subjects of the State

আরবী :

بين المؤمنين والمسلمين من قريش و(أهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

(This shall be a pact) between the Muslims of Quraysh, the people of Yathrib (the Chitizens of Madina) and those who shall follow them and become attached to them (politically) and fight along with them. (All these communities shall be the constitutional subjects of the State.)

বাংলা :

"এই সন্ধি কুরাইশ মুসলমান ও ইয়াসরিববাসী মুসলমান এবং সেসব লোকদের মধ্যকার যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সাথে যোগ দেবে এবং তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।" (এ সকল সম্প্রদ্রায় মদীনা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রজা হিসেবে বিবেচিত হবে।)

ধারা-৩

সাংবিধানিক জাতীয়তা গঠন

Formation of the Consitutional Nationality

আরবী : أنهم أمة واحدة من دون الناس -

ইংরেজী :

The aformentioned communities shall formulate a Constitutional Unity as distinct from (other) people.

বাংলা :

"পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে মদীনার সনদের সাথে যুক্ত সকল সম্প্রদায় মিলিত হয়ে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন করবে।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৪

কুরাইশ মুহাজিরদের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার বৈধতা প্রদান ও বাস্তবায়ন

Validation and Enforcement of the Former Tribal Laws of Blood Money for the Emigrant Quraysh.

আরবী :

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معا قلهم الأولى وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

ইংরেজী :

The emigrants from Quraysh shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the believers shall be in accordance with the recognised principle of law and justice.

বাংলা :

কুরাইশদের মধ্য হতে যারা হিজরত করে তারা নিজেদের মহল্লায় (যিম্মাদার) নিয়োজিত হবে এবং নিজেদের রক্তপাতজনিত বিষয়ে পূর্ববৎ পরস্পর মিলমিশ করে দেবে। আর প্রত্যেক দল তাদের স্বপক্ষীয় বন্দীদেরকে মুক্তিপণ প্রদানপূর্বক মুক্ত করে নেবে। তাছাড়া ঈমানদারদের আচার-আচরণ ন্যায়-নীতি ও মঙ্গলময়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৫

বনি আউফের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Auf

আরবী :

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معا قلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين-

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Auf shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the believers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

বনি আওফ নিজ গোত্রের লোকদের ব্যাপারে যিম্মাদার থাকবে এবং পূর্বের ন্যায় আপন লোকদের রক্তপণ সবাই মিলে আদায় করবে। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দিদের মুক্তিপণ আদায় করে নিজেরাই ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবে। তবে ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মুয়ামালা সত্য ও ন্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৬

বনি হারিছের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Harith

আরবী :

وبنو حارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ولك طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Harith shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the believers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

হারিছ বিন খাযরাজের বংশধররা নিজেদের মহল্লায় (যিম্মাদার) নিয়োজিত হবে এবং পূর্ববৎ নিজেদের রক্তপাতজনিত বিষয়ে পরস্পর মিলমিশ করে দেবে। আর প্রত্যেক দল তাদের স্বপক্ষীয় বন্দীদেরকে মুক্তিপণ প্রদান করতঃ মুক্ত করে নেবে। তাছাড়া ঈমানদারদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ন্যায়-নীতি ও মঙ্গলময়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৭

বনি সায়েদার জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় প্রথার বৈধতা প্রদান

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Saida

আরবী :

وبنو ساعده على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Saida shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboratin and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the believers shall be in according with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

সায়েদা গোত্রের বংশধর নিজেদের মহল্লায় (যিম্মাদার) নিয়োজিত হবে এবং পূর্ববৎ নিজেদের রক্তপাতজনিত বিষয়ে পরস্পর মিলমিশ করে দেবে। আর প্রত্যেক দল তাদের স্বপক্ষীয় বন্দীদেরকে মুক্তিপণ প্রদান করতঃ মুক্ত করে নেবে। তাছাড়া ঈমানদারদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ন্যায়-নীতি ও মঙ্গলময়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধারা -৮

বনী জুশমের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার বৈধতা প্রদান

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Jusham

আরবী :

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Jusham shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the belivers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

বনী জুশম থেকে মুহাজিরগণ নিজ গোত্রের লোকদের ব্যাপারে যিম্মাদার থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা -৯

বনী নাজ্জারের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার বৈধতা প্রদান

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Najjar

আরবী :

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Najjar shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the belivers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

বনী গোত্র নাজ্জার থেকে আসা মুহাজিরগণ নিজ গোত্রের লোকদের ব্যাপারে যিম্মাদার থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

ধারা -১০

বনী আমরের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার বৈধতা প্রদান

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Amar

আরবী :

وبنو عمروبن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Amr shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the belivers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

বনী আমর গোত্র থেকে আসা মুহাজিরগণ নিজ গোত্রের লোকদের ব্যাপারে যিম্মাদার থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা -১১

বনী নাবীতের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার বৈধতা প্রদান

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Nabeet

আরবী :

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Nabeet shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the belivers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

বনী নাবিত গোত্র থেকে আসা মুহাজিরগণ নিজ গোত্রের লোকদের ব্যাপারে যিম্মাদার থাকবে।

ধারা -১২

বনী আওসের জন্য তাদের পূর্ববর্তী গোত্রীয় দিয়্যত প্রথার অনুমোদন

Validation of the Former Laws of Blood Money for Banu Aws

আরবী :

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And the emigrants from Banu Aws shall be responsible for their ward and they shall, according to their former approved practice, jointly pay the blood money in mutual collaboration and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover the deal among the belivers shall be in accordance with the recognised principles of law and justice.

বাংলা :

বনী আওস গোত্র থেকে আগত মুহাজিরগণ নিজ গোত্রের লোকদের ব্যাপারে যিম্মাদার থাকবে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-১৩

সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমান আইন ও বিচার ব্যবস্থা

Indiscriminate Rule Of Law and Justice for all the Communities.

আরবী :

وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ইংরেজী :

And every group shall secure the release of its captives ensuring that an indiscriminate rule of law and justice is applied among the believers.

বাংলা :

"প্রত্যেক গোত্র স্ব-স্ব বন্দীদের মুক্তিপণ নিজেরাই আদায় করবে এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের অভ্যন্তরে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সুবিচার নিশ্চিত করা হবে।"

ধারা-১৪

আইন প্রয়োগে শিথিলতার নিষিদ্ধ করণ

Prohibition of Relaxation in Execution of Law

আরবী :

وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل-

ইংরেজী :

The believers shall not leave a debtor among them, but shall help him in paying his ransom, according to what shall be considered fair.

বাংলা :

প্রত্যেক গোত্র স্ব-স্ব বন্দিদের মুক্তিপণ নিজেরাই আদায় করবে। তবে ঈমানদারদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ধারা-১৫

অন্যায়ভাবে কারও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

Prohibition of Unjust Favouritism

আরবী :

وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه-

ইংরেজী :

A believer shall not from an allaince with the associate of (another) believer without the (latter`s) consent.

বাংলা :

কোন মু'মিন অপর মু'মিনের চুক্তিবদ্ধ মিত্রের সাথে তার অনিচ্ছায় কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-১৬

জুলুম, অবিচার ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ
Collective Resistance against Unjustice, Tyranny and Mischief

আরবী :

وان المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أوابتغى دسيعة ظلم أواثما أو عدوانا أوفسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم-

ইংরেজী :

There shall be collective resistance by the believers against any individual who rises in rebellion, attempts to acquire anything by force, violates any pladge or attempts to spread mischief amongst the believers. Such collective resistance against the prepetrator shall occur even if he is the son of anyone of them

বাংলা :

আল্লাহকে ভয়কারী বিশ্বাসী মুমিনগণ সর্বদা সম্মিলিতভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবে যে বিদ্রোহ, অত্যাচার-অনাচার, সীমালঙ্ঘন কিংবা মুসলমানদের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে, এমনকি সে যদি তাদের কারো সন্তানও হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

ধারা-১৭

এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ
Prohibition of Killing of a Muslim by a Muslim

আরবী :

ولا يقتل مؤمن مومنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن-

ইংরেজী :

A believer shall not kill (another) believer (in retaliation) for an unbeliever against a believer.

বাংলা :

কোন মু'মিন কোন কাফের বা অবিশ্বাসীর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অপর কোন মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোন কাফেরকে কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

ধারা-১৮

সকল মুসলমানের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
Guarantee of Equal Right of Life Protection for all the Muslims

আরবী :

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

The security of God (granted under this constitution) is one. This protection can be granted even by the humblest of the beleivers (that would be equally binding for all).

বাংলা :

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি একটি এবং তা সকলের জন্য সমান। সুতরাং যে কোন মুসলমান এ প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অপর মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে। (এ সংবিধানের আলোকে) আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সকলের জন্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং মুসলমানদের একজন নগণ্য ব্যক্তিও এ প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

ধারা-১৯

অন্যান্য সাংবিধানিক সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয়

Distinctive Identity of the Muslims against other Constitutional Communities

আরবী :

وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس

ইংরেজী :

The believers shall be the associates of one another against all other people (of the world).

বাংলা :

পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষ ব্যতিত মু'মিনগণ একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-২০

সংখ্যালঘু অমুসলমান (ইহুদী) দের জন্য মুসলমানদের ন্যায় সমানভাবে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

Non-Muslim Minorities (Jews) have the same Right of Lief Protection (Like Muslims)

আরবী :

وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

ইংরেজী :

A jew, who obeys us (the state) shall enjoy the same right of life protection (as the believers do), so long as they (the believers) are not wronged by him (the jew), and he does not help (others) against them.

বাংলা :

ইহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের (মদীনা রাষ্ট্রের) অনুসরণ করবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে, যতক্ষণ তারা মু'মিনদেরকে অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-২১

সকল মুসলমানের জন্য ন্যায়বিচার ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান

Guarantee of Peace and Security for all the Muslims based on Equality and Justice

আরবী :

وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مومن دون مومن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم-

ইংরেজী :

And verily the peace granted by the believers shall be one. If there is any war in the way of Allah, no believer shall make any treaty of peace (with the enemy) apart from other believers, unless that is based on equality and fairness among all.

বাংলা :

এবং মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত শান্তিচুক্তি একটাই হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধকালীন কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ত্যাগ করে (শত্রুর সাথে) সন্ধিতে আবদ্ধ হবে না, যদি না এতে সকল মুসলমানের জন্য মঙ্গল নিহিত থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-২২

যুদ্ধে সহায়তা দানকারী মিত্রবাহিনীর প্রতি সাহায্যের বিধান

Law of Relief for War Allies

আরবী :

وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا-

ইংরেজী :

Every war ally of ours shall receive relief turns (at riding) at all military duties.

বাংলা :

যে সকল গোত্র আমাদের সাথে শত্রু মুকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

ধারা-২৩

মুসলমান একে অপরের হয়ে যুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার বিধান

Law of Vengeance for the Muslims in case of Bloodshed in the way of Allah

আরবী :

وأن المؤمنين يبيئى بعضهم عن بعض بما نال دماء هم فى سبيل الله

ইংরেজী :

The believers shall execute vengeance for the bloodshed in the way of Allah.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ-বিগ্রহে একে অপরের হয়ে (শত্রুদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নেবে।

ধারা-২৪
ইসলাম-ই সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা
Islam is the Best Code of Life

আরবী :

وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ـ

ইংরেজী :

All the God-fearing believers are under the best and most correct guidance of Islam

বাংলা :

নিঃসন্দেহে, আল্লাহকে ভয়কারী বিশ্বাসী মুমিনগণ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, সহজ-সরল এবং সত্যপথের (ইসলাম) অনুসারী।

ধারা-২৫
শত্রুদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ
Prohibition of providing Security of Lief and Property to the Enemy

আরবী :

وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن ـ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

No idolater (or any non-beliver among the clans of Madina) shall give protection for property and life to (any of the) Quraysh (because of their being hostile to the state of Madina) nor shall intervane on his behalf against any believer.

বাংলা :

কোন মুশরিক (বা মদীনার অন্য কোন অমুসলিম) মক্কার কুরাইশদের জীবন বা সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করবে না এবং তাদের পক্ষ অবলম্বন করে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

ধারা-২৬
মুসলমান হত্যার সাজা স্বরূপ কিসাসের বিধান জারী
Execution of the Law of Retaliation for a Muslim Murder

আরবী :

وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به ـ الا أن يرضى ولى المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه ـ

ইংরেজী :

When anyone intentionally kills a believer, the evidence being clear he shall be killed in retaliation, unless the heirs of the victim are satisfied with the bloodmoney. All the believers shall solidly stand against the murderer and nothing will be lawful for them except opposing him.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে কিসাস ধার্য্য করা হবে। হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ নিতে সম্মত হয় তবে তা আদায় করা হবে। আর সমস্ত মুসলমান কিসাস বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। এতদ্ব্যতিত অন্যকোন কিছুই তাদের জন্য আইনানুগ বা বৈধ হবে না।

ধারা-২৭

সংবিধানের বিরুদ্ধে ফিতনা ফ্যাসাদ ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের তত্ত্বাবধান বা রক্ষা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ

No Protection or Concession for the Doer of Mishchief and Subversion against the Constitution

আরবী :

وأنه لا يحل لمؤمن أقرا بما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الأخر أن ينصر محدثا أويؤويه وأن من نصره أو أ واه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة۔ ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل۔

ইংরেজী :

A believer who believes in God and in the Hereafter and agrees to the contents of this document shall not provide any protection or conssion to those who engage in mischief and subversion against this Constitution. Those who do so shall face the curse and wrath of God on the Day of Resurrection. Furhtermore, nothing shall be accpeted from them as a compensation or restitution (in the life hereafter)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

বিশ্বাসী মু'মিনগণ যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং এ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিষয়াদি মেনে নিয়েছে, তাদের জন্য কোন হত্যাকারীকে সাহায্য-সহায়তা করা বা নিরাপত্তা দেয়া বৈধ হবে না। যারা এমন ব্যক্তিকে সাহায্য বা নিরাপত্তা দেবে, তার উপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র অভিশাপ ও গযব অবতীর্ণ হবে এবং তার কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

ধারা-২৮

যে কোন বিবাদ-বিরোধ নিরসনে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালার ভার আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা 'র উপর ন্যস্ত থাকবে

The Final and Absolute Authority in the Disputes vests in Almighty Allah and Hadrat Muhammad (S A W)

আরবী :

وأنكم مما اختلفتم فيه من شيئى فان مرده الى الله والى محمد۔

ইংরেজী :

When anyone among you differs about anything, the dispute shall be referred to Almighty Allah and to the Prophet Muhammad (SAW) (as all fine and absolute authority is vested in them).

বাংলা :

যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে তবে তা আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নিকট পেশ করা হবে। (কেননা, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপর ন্যস্ত।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-২৯

অমুসলিম নাগরিক (ইহুদী)দের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সামঞ্জস্যপূর্ণ যিম্মাদারী প্রদান

Proportionate Liability of Non-Muslim Citizens (the Jews) in Bearing the War Expenses

আরবী :

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين -

ইংরেজী :

The jews (non-muslim minorities) will be subjected to a propertionate liability of the war expenses along with the believers so long as they (the Jews) continue to fight in conjunction with them.

বাংলা :

ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে, যতক্ষণ তারা সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

ধারা-৩০

মুসলমান ও সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

Guarantee of Freedom of Religion for both the Muslims and Non-Muslim Minorities (the Jews)

আরবী :

وأن يهود بنى عوف أمة مع المومنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه وأهل بيته -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

The Jews of Banu Awf (non-Muslim minorities) shall be considerd a community alongwith the believers. They shall be guaranteed the right of religious freedom along with the Muslims. The right shall be conferred on their associates as well as themselves except those who are guilty of oppression or the violators of treaties. They will bring evil only on themselves and their family.

বাংলা :

আওফ গোত্রের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একই জাতি বা রাজনৈতিক জোট বলে বিবেচিত হবে। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলমাদের জন্য মুসলমানদের ধর্ম। (অর্থাৎ ইহুদীদের জন্য পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে, যেমনটি মুসলমাদের ক্ষেত্রে করা হবে।) এ অধিকার তাদের এবং তাদের মিত্রদের সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে যারা অত্যাচার করবে এবং চুক্তির শর্তসমূহ ভঙ্গ করবে তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

ধারা-৩১

বনু আওফের ইহুদীদের সাথে বনু নাজ্জারের ইহুদীরাও সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Najjar with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

The Jews of Banu Najjar shall enjoy the same rights as granted to the Jews of Banu Awf.

বাংলা :

নাজ্জার গোত্রের ইহুদীরা ততটুকু অধিকার ভোগ করবে, যতটুকু আওফ গোত্রের ইহুদীদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ধারা-৩২

বনু হারেছের ইহুদীরা সকল ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Harith with the jews of Banu Awf

আরবী :

وان ليهود بنى الحارث مثل ماليهود بنى عوف۔

ইংরেজী :

The Jews of Banu Harith shall enjoy the same rights as granted to the Jews of Banu Awf.

বাংলা :

বনি হারেছের ইহুদীদের ততটুকু অধিকার অর্জিত হবে, যতটুকু অধিকার বনি আওফের ইহুদীদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৩৩

বনু সায়েদার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Sa'ida with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف۔

ইংরেজী :

The Jews of Banu Sa'ida shall enjoy the same rights as granted to the Jews of Banu Awf.

বাংলা :

বনী সায়েদার ইহুদীদের ততটুকু অধিকার অর্জিত হবে, যতটুকু অধিকার বনী আওফের ইহুদীদেরকে দেয়া হয়েছে।

ধারা-৩৪

বনু জুশমের ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Jusham with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف۔

ইংরেজী :

The Jews of Banu Jusham shall enjoy the same right as granted to the Jews of Banu Awf.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

বনি জুশামের ইহুদীদের ততটুকু অধিকার অর্জিত হবে, যতটুকু অধিকার বনী আওফের ইহুদীদেরকে দেয়া হয়েছে।

ধারা-৩৫

বনু আওসের ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সমান অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Aws with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن ليهود بنى الأوس مثل ماليهود بنى عوف ـ

ইংরেজী :

The Jews of Banu Aws shall enjoy the same rights as granted to the Jews of Banu Awf.

বাংলা :

বনি আওস গোত্রের ইহুদীদের ততটুকু অধিকার অর্জিত হবে, যতটুকু অধিকার বনী আওফের ইহুদীদেরকে দেয়া হয়েছে।

ধারা-৩৬

বনু ছা'লাবার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Tha'laba with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه وأهل بيته ـ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

The Jews of Banu The'laba shall enjoy the same rights as granted to the Jews of Banu Awf except those who are guilty of oppession or violate treaties, they will bring evil only on themselves and their family.

বাংলা :

বনি ছা'লাবাহ্ গোত্রের ইহুদীরা ততটুকু অধিকার পাবে, যতটুকু বনী আওফ গোত্রের ইহুদীদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে কেউ যদি সীমালঙ্গন করে এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তার পরিণাম শুধু তাকে অথবা তার পরিবারবর্গকেই ভোগ করতে হবে।

ধারা-৩৭

বনু ছা'লাবার শাখা গোত্র জাফনার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদিদের সাথে সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for Jafna, the branch of Banu Tha'laba, with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن جفنة بطن من ثعلبه كأنفسهم ـ

ইংরেজী :

Jafna, a branch of Banu Thalaba, shall enjoy the same rights as granted to Banu Tha'laba.

বাংলা :

বনী ছা'লাবার শাখা গোত্র জাফনার ইহুদীদের সেসব অধিকার অর্জিত হবে, যা বনী ছা'লাবার ইহুদীদের দেয়া হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৩৮

বনু শুতাইবার ইহুদীরা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু আওফের ইহুদীদের সাথে সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for the Jews of Banu Shutayba with the jews of Banu Awf

আরবী :

وأن لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وأن البردون الاثم-

ইংরেজী :

The Jews of Banu Shutayba shall enjoy the same rights as granted to the Jews of Banu Awf. There shall be complete compliance (with this constitution) and no violation (of its clauses).

বাংলা :

বনী শুতাইবিয়ার ইহুদীদেরও বনী আওফের ইহুদীদের সমঅধিকার অর্জিত হবে। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা নয়, বরং এ সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় থাকবে।

ধারা-৩৯

ছা'লাবাহ গোত্রের মিত্ররা সামগ্রিক ক্ষেত্রে বনু ছা'লাবার মতই সম অধিকার ভোগ করবে

Equality of Rights for all the Associates of the Tribe Tha'laba

আরবী :

وأن موالى ثعلبة كأنفسهم-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

All the associates of Banu Tha'laba shall enjoy the same rights as granted to Banu Tha'laba.

বাংলা :

বনী ছা'লাবার সকল বন্ধুপ্রতীম বা মিত্রদের বনী ছা'লাবার ন্যায় সম অধিকার অর্জিত হবে।

ধারা-৪০

ইহুদীদের সকল শাখা গোত্রকে সামগ্রিক বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান

Equality of Rights for all Branches of the Jews

আরবী :

وأن بطانة يهود كأنفسهم-

ইংরেজী :

All sub-branches of the Jews shall enjoy the same rights as granted to them (the Jews).

বাংলা :

ইহুদীদের সকল শাখা গোত্র তাদের মূল গোত্রগুলোর জন্য নিশ্চিত করা সকল অধিকার ভোগ করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৪১

যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার ভার হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হাতে ন্যস্ত

Final Command and Authority in Military Expedition Vests in the Prophet Muhammad (S A W)

আরবী :

وأنه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد۔

ইংরেজী :

Verily, none among the allies shall advance (on a military expadition) without the prior permission of the Prophet Muhammad (SAW) (in whom vests the final command and authority).

বাংলা :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অনুমতি ব্যতিত কোন গোত্র যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হবে না।

ধারা-৪২

কিসাস বা হত্যার বিনিময়ে হত্যার আইন কারো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবেনা

No Exception from the Law of Retaliation

আরবী :

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح

ইংরেজী :

There shall be no immpediment on anyone who wishes to avenge a wound.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

মারামারি বা হতাহতের প্রতিশোধ গ্রহণে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।

ধারা-৪৩

অন্যায় ভাবে হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব

Responsibility of Unlawful Killing

আরবী :

وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته الا من ظلم وأن الله على أبر هذا

ইংরেজী :

Whoever commits an unlawful killing shall be responsible for it himself with his family members ut he is exepmted in case hie kills a cruel. Verily, Allah (is the Trust Helper) supports those who adhere completely to this Constitution.

বাংলা :

কেউ যদি অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করে তবে সেই হত্যার দায়দায়িত্ব তার এবং তার পরিবারের উপর বর্তাবে। হ্যাঁ, সে যদি যুলুমের শিকার হয়, তবে অব্যাহতি পাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তার সাথে আছেন, যে ব্যক্তি (এ সংবিধানের প্রতি) অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৪৪

মুসলমান ও ইহুদী প্রত্যেকেই যুদ্ধকালীন পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন

Separate Liability of War Expenses

আরবী :

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم-

ইংরেজী :

The Jews and the Muslims shall bear their own war expenses separately.

বাংলা :

ইহুদী ও মুসলমানরা তাদের স্ব-স্ব যুদ্ধের ব্যয়ভার পৃথকভাবে বহন করবে।

ধারা-৪৫

যুদ্ধকালীন পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গিকার

Compulsory Mutual Help to one another in Case of War

আরবী :

وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة-

ইংরেজী :

There shall be mutual help between one another against those who engage in war with the allies of this document.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মদীনার সনদ

বাংলা :

এ সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী সকল সম্প্রদায় (মুসলমান ও ইহুদী) একে অপরকে সহযোগিতা দেবে, যখন তাদের কেউ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবে।

ধারা-৪৬

পারস্পরিক শলা-পরামর্শ ও সদাচরণ

Mutual Consulation and Honourable Dealing

আরবী :

وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم-

ইংরেজী :

There shall be mutual consultation and honourable dealing between the allies and there shall be the fulfilment not he violation, of all pledges.

বাংলা :

সকল সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে পারস্পরিক আলোচনা ও শলা-পরামর্শের ভাব বজায় থাকবে এবং সকলের পক্ষ থেকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ নয়, বরং পূর্ণ করা হবে।

ধারা-৪৭

চুক্তি ভঙ্গের বিরুদ্ধবাদ এবং অত্যাচারিতের ত্রাণের বিধান

Law of Prohibition of Treachery and Help of the Oppressed

আরবী :

وأنه لا يأثم امرء بحليفه وأن النصر للمظلوم-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

No one shall violate the pledge due to his ally and verily, help shall be given to the oppressed.

বাংলা :

কোন গোত্র বা সম্প্রদায় তাদের মিত্রপক্ষের স্বার্থে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করতে পারবে না এবং মজলুমের প্রতি নিঃসন্দেহে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা হবে।

ধারা-৪৮

ইহুদীরাও (সংখ্যালঘু অমুসলিম) যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে

The Jews (non-Muslim Minorities) Shall also Extend Financial Support to the State during the War Period

আরবী :

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين۔

ইংরেজী :

The Jews (non-Muslim minorities) along with the believers shall extend financial support to the state during the War period.

বাংলা :

যুদ্ধ চলাকালীন ইহুদীরা (অমুসলিম সংখ্যলঘুরা) মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রকে আর্থিক সহায়তা দেবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৪৯

রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্রের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাযজ্ঞ নিষিদ্ধকরণ

Prohibition of Fighting and Bloodshed among the Various Communities of the State.

আরবী :

وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة۔

ইংরেজী :

The valley of yathrib is sacred and there shall be prohibition of fighting and bloodshed among the various communities of the State.

বাংলা :

সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী সকল গোত্রের জন্য ইয়াসরিব উপত্যকা হারাম বা নিরাপত্তা ও শান্তিনিকেতন বলে বিবেচিত হবে। (অর্থাৎ এখানে গোত্রসমূহের আভ্যন্তরীণ হানাহানি, রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ)।

ধারা-৫০

সংবিধানের আশ্রয়ে আশ্রিত সকলের জীবনের নিরাপত্তা সমানভাবে দেয়া হবে

Equal Right of life Protection shall be Granted to Everyone, who has been Given the Constitutional Shelter

আরবী :

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم۔

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

A person given constitutional shelter shall be granted an equal right of life Protection as long as he commits no harm and does not act treacherously.

বাংলা :

সংবিধানের নিরাপত্তাবলয়ে আশ্রিত ব্যক্তি সংবিধানে স্বাক্ষরকারী লোকের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করবে, যতক্ষণ না সে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ এবং কোন ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেকে লিপ্ত করে।

ধারা-৫১

নারীর নিরাপত্তা বিধান

Law of Shelter for the Women

আরবী :

وأنه لا تجار حرمة الا باذن أهلها۔

ইংরেজী :

A woman shall not be given any shelter without the consent of her family.

বাংলা :

কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ব্যতিত আশ্রয় দেয়া যাবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৫২

যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে ধাবিত করে এমন ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা 'র রায়-ই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য

Authority of Allah and the Prophet Muhammad (SAW) shall be Final and Absolute Authority in all Disputes Instigating any Quarrel

আরবী :

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله ﷺ وأن الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره۔

ইংরেজী :

And verily if any dispute arises among the parties to this document from which any quarrel may be feared, it shall be referred to God and to Muhammad (SAW), the Messenger of God, for the final and absolute decision. Verily, God is the Guarantee for the faithful observance of the contents of this Constitution (which shall be enforced by the State).

বাংলা :

সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যদি কখনো হত্যাযজ্ঞ বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় যাতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা হয়, তবে তার নিস্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আছেন যে এ সংবিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশকারী ও বিশ্বস্ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৫৩

মদীনা রাষ্ট্রের শত্রু ও তাদের সহযোগিদের ক্ষমা করা হবে না

No Refuge for the Enemies of the State nr for Their Allies.

আরবী :

وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ـ

ইংরেজী :

There shall be no refuge for the Quraysh (the enemies of the State) nor for their allies.

বাংলা :

মক্কার কুরাইশ ও তার সাহায্যকারীদের কোন প্রকার আশ্রয় দেওয়া হবে না।

ধারা-৫৪

রাষ্ট্রকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব

Joint Responsibility of Defence in Case of an Attack on the State

আরবী :

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ـ

ইংরেজী :

The Muslims and the Jews shall be jointly responsible to defend (the State of) Madina against any outside attack.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

মুসলমান ও ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে বহিঃআক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষা করবে।

ধারা-৫৫

শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সকলের জন্য অপরিহার্য

Incumbency of Observance of the Treaty of Peace for Every Ally

আরবী :

واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه و يلبسونه

وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين ـ

ইংরেজী :

It shall be incumbent upon the jews to observe and adhere to any peace treaty they are invited to participate in. Like Jews, it shall also be ncumbent upon the Muslims to observe and adhere to any peace treaty, they are invited to.

বাংলা :

যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কখনো ইহুদীদেরকে কোন শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলা হয়, তবে তারা এতে অংশ নেবে। অনুরূপভাবে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে কখনো মুসলমানদেরকে কোন শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলা হলে মুসলমানরাও তাতে নিজেদের যুক্ত করবে বা অংশ নিতে বাধ্য থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৫৬

কোন চুক্তিই ধর্ম রক্ষার দায়িত্বকে বাতিল করবে না

No Treaty Shall Suspend or Negate the Responsibility of the Protection of Deen

আরবী :

(فانه لهم على المؤمنين) الا من حارب فى الدين-

ইংরেজী :

(Like Jwes, it shall be incumbent upon the Muslims also to observe and adhere to any peace treaty that they are invited to), but no treaty will restrain them from fighting for the protection of their Deen.

বাংলা :

(অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে কোন শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলা হলে তারা তাতে অংশ নেবে।) কিন্তু কোন প্রকার চুক্তি তাদের দ্বীন রক্ষার সংগ্রাম থেকে বিরত রাখবে না।

ধারা-৫৭

চুক্তির সকল সম্প্রদায়ের উপর তার সম্মুখের শত্রু থেকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে

Every Party to Treaty shall be Responsible for the Defence of its Facing Direction

আরবী :

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইংরেজী :

Every party to the treaty shall be responsible for the measures and arrangements of the defence of its facing direction.

বাংলা :

সকল গোষ্ঠির উপর তার সম্মুখের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে।

ধারা-৫৮

এ সংবিধানের সকল সদস্য ও তাদের সহযোগিরা সমান সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী হবে

The Basic Constituent Members of this Document and their Associates shall Possess the Equal Constitutional Status

আরবী :

وأن يهود الأوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة-

ইংরেজী :

The Jews of Aws (one of the basic constituent members of this document) and their allies shall possess the same constitutional status as the other parties to this document, with a condition that they should be thoroughly sincere and honest in their dealing with the parties.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

আওস গোত্রের ইহুদী ও তাদের মিত্রদের অনুরূপ সাংবিধানিক অধিকার অর্জিত হবে, যা এ সংবিধানের অধীনে অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে তাদেরকে সংবিধানের অধীন অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে আচরণে একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে।

ধারা-৫৯

কোন সম্প্রদায়-ই সংবিধানের বিরোধিতা করতে পারবে না

No Party shall have any Right of Violation of the Constitution

আরবী :

وأن البر دون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسه۔

ইংরেজী :

No party shall have the right to violate the constitution. Every person who is gulity of a crime shall be held responsible for his act alone.

বাংলা :

সকল গোষ্ঠি সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৬০

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও সহায়তা সংবিধান মান্যকারীদের জন্যই বহাল থাকবে

Favour of Almighty Allah will be Subject to the Observance of the Constitution

আরবী :

وأن الله على اصدق ما فى هذه الصحيفه وأبره۔

ইংরেজী :

Verily, God is the Guarantee for the faithful observance of the contents of this Constitution (which shall be enforced by the state).

বাংলা :

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির সাথে আছেন, যে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে এ সংবিধান সংশ্লিষ্ট সকল কিছু সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দেবে।

ধারা-৬১

এ সংবিধান কোন অন্যায় বা অত্যচারীর নিরাপত্তা বিধান করবে না

No Traitor or Oppressor shall have the Right of Protection under this Document

আরবী :

وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم

ইংরেজী :

Verily, this constiutional document shall not protect any traitor or oppressor.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা :

নিঃসন্দেহে এ সংবিধান কোন নির্যাতনকারী বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে না।

ধারা-৬২

সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান

All Peaceful Citizens would be in a Save and Secure Protection

আরবী :

وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم و اثم

ইংরেজী :

Verily, whoever goes out (on a military expendation) shall be provided with security and whoever stays in Madina shall have (likewise), except those who commit oppression and violate the contents of this Constitution.

বাংলা :

যারা যুদ্ধে বের হবে এবং যারা মদীনা শরীফে অবস্থান করবে, সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। তবে সেসব লোক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হবে, যারা জুলুম ও আইন ভঙ্গের কাজে লিপ্ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারা-৬৩

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সংবিধান মান্যকারী সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের হেফাযতকারী

Allah and His Prophet Muhammed(SAW) are the Protectors of the Peaceful Citizens of Madina who Abide by the Constitution

আরবী :

وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ﷺ

ইংরেজী :

Verily, Allah and the Prophet Muhammad (SAW), the Messenger of God, are the protectors of good citizens and of those who fear from Allah.

বাংলা :

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সংবিধান মান্যকারী সকল শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের হেফাযতকারী বা রক্ষক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গ্রন্থপঞ্জি

১। আল-কুরআনুল কারীম।

২। আবু দাউদ আস-সাজিছতানী, দারু এহইয়ায়িস-সুন্নাহ্ আন-নববীয়্যাহ্, বাইরুত।

৩। ইবনে সায়া'দ, আত-তাবাকাত, আল্ কুবরা, বাইরুত।

৪। ইবনে কাসীর, আল্ বেদায়া ওয়ান নেহায়া, মাকতাবাতুল মায়'রিক, বাইরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৭৮।

৫। জন জ্যাক রুশো, মুয়াইদায়ে ওমরানী, ইসলামাবাদ- ১৯৯৮।

৬। ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্, আল্-ওয়াছায়েক আল-ছিয়াছিয়্যাহ্, দারুল এরশাদ, বাইরুত।

৭। ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্, আহ্দে নববী মে নেজামে হুকমেরানী, উর্দূ একাডেমী, সিন্দ- ১৯৮১।

৮। ড. আফজাল ইকবাল, ডিপলোমেসী ইন আবলী ইসলাম, ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক কালসার, লাহোর- ১৯৮৮।

৯। ডি. এস. মারগোলিয়ত, মুহাম্মদ এন্ড দ্যা রাইজ অফ ইসলাম, নিউইয়র্ক- ১৯০৫।

১০। এডওয়ার্ড গিবন, দ্য ডিকলাইন এন্ড ফল অফ রুমান।

১১। এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, লিভেন, নিউইয়র্ক-১৯৯৩।

১২। ফ্রান্টস বূল, সরটার এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম।

১৩। ফ্রানসিস্কো গাবরেইলী, মুহাম্মদ এন্ড দ্য কনকোয়েষ্ট অফ ইসলাম, ওইডেন ফিল্ড এন্ড নিকোলসন, লন্ডন- ১৯৬৮।

১৪। জি. এম. ড্রেইকট, মাহোমেট, লন্ডন- ১৯১৬।

১৫। হিউ কেনেডী, দ্য প্রফেট এন্ড দ্য এইজ অফ দি কেলিফেটস্, লংম্যন, নিউইয়র্ক।

১৬। জে, ওয়েলহাছন, এবার কিংডম এন্ড ইটস্ ফল, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯২৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৭। জন ব্যগট গ্লব, স্যার, দ্য লাইফ এন্ড টাইমস অফ মুহাম্মদ, ষ্টেইন এন্ড ডে, নিউইয়র্ক, ১৯৭১।

১৮। জোসেফ হেল, দ্যা এরাব সিবিলাইজেসন, ডব্লিও হাফার এন্ড সন্স, কেমব্রীজ ১৯২৬।

১৯। লেভনটীন, দ্যা মিথ অফ ইন্টারন্যশনাল সিকিউরিটি।

২০। মরিস গডফেরয় ডেমমবাইনস, মুসলিম ইনষ্টিটিউট্স জর্জ এলেন এন্ড আওইন, লন্ডন, ১৯৫৪।

২১। ফিলিস, বেনীস, কলিং দ্য সট্স্ ইন্টারলিহক পাবলিশিং গ্রুপ, নিউইয়র্ক, ১৯৯৬।

২২। আর. এ. নিকলসন, এ লিটারেরী হিসটোরী অফ দ্যা এরাবস, কেমব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩।

২৩। রুবেন লেভী, দ্যা সোস্যল স্ট্রাকসার অফ ইসলাম, কেমব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৯।

২৪। স্যার টমাস আর নল্ড, দি প্রিচিং অফ ইসলাম, লাহোর, ১৯৬১।

২৫। ট্রড এহ্লাট, দ্যা এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম।

২৬। উইলিয়ামস মনটে গুমারী ওয়াট, মুহাম্মদ এট মাদীনা, করাচী, ১৯৯৪।

২৭। উইলিয়ামস টমসন, টুয়েনটিথ সেঞ্চুরী, এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়াশ নলেইজ।

www.AmarIslam.com